CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-225 ■ 17 May, 2026 ■ আগরতলা ১৭ মে, ২০২৬ ইং ■ ২ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নেদারল্যান্ডসে দাঁড়িয়ে গণতন্ত্রের শক্তির বার্তা মোদির, 'ঝালমুড়ি' মন্তব্যে উচ্ছ্বাস

দ্য হেগ, ১৬ মে (আইএএনএস) ।। নেদারল্যান্ডস সফরে গিয়ে ভারতীয় প্রবাসীদের এক বিশাল সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক শক্তি, বিশ্বমঞ্চে দেশের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা এবং নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে গভীরতর অংশীদারিত্বের উপর জোর দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সমাবেশে উপস্থিত প্রবাসী ভারতীয়দের উচ্ছ্বসিত স্লোগানের মাঝে প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি অনুষ্ঠিত অসম, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরির বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটদানের কথা উল্লেখ করেন। বিশেষ করে মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে বলেও তিনি জানান।

তিনি বলেন, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ ভোট পড়েছে। এর মধ্যে মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভোটদানের রেকর্ড ভাঙছে, এটাই আমাদের গর্ব।

সমাবেশের উচ্ছ্বাসের প্রসঙ্গে রসিকতা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঝালমুড়িও কি এখানে পৌঁছে গিয়েছে? তাঁর এই মন্তব্যে হাসি ও করতালিতে ফেটে পড়ে গোটা সভাস্থল।

ভারতের গণতান্ত্রিক শক্তির প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারতে ৯০ কোটিরও বেশি নিবন্ধিত ভোটার রয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৬৪ কোটি মানুষ ভোট দিয়েছেন। অর্থাৎ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার থেকেও বেশি মানুষ ভারতে ভোট দিয়েছেন।

ভারতকে "গণতন্ত্রের জননী" বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারত গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণকে মূল্য দেয়। গণতন্ত্রের জননী হিসেবে এটি আমাদের সবার গর্বের বিষয়।

বিশ্ব পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বিশ্ব একাধিক সংকট ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কোভিড মহামারি, যুদ্ধ এবং জ্বালানি সংকটের ফলে উন্নয়নের বহু দশকের অর্জন হুমকির মুখে পড়েছে।

তিনি বলেন, আজকের বিশ্ব প্রতিদিন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। প্রথমে কোভিড, তারপর যুদ্ধ এবং এখন জ্বালানি সংকট এই দশক যেন বিশ্বব্যাপী দুর্যোগের দশকে পরিণত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে শক্তিশালী ও ভবিষ্যৎমুখী সাপ্লাই চেন গঠনের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নীট-ইউজি জীববিজ্ঞান প্রশ্ন ফাঁসে মূলচক্রী শিক্ষিকাকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই

নয়াদিল্লি, ১৬ মে ।। নীট-ইউজি ২০২৬ পরীক্ষার জীববিজ্ঞান বিভাগের প্রশ্নফাঁস মামলায় পুনের এক প্রবীণ শিক্ষিকাকে গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। শনিবার সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, অভিযুক্ত শিক্ষিকার নাম মনীষা গুরুনাথ মান্ধারে।

সিবিআই সূত্রে খবর, দিল্লিতে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ, মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষার বোটানি ও জুলজি বিভাগের প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে তিনি সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

তদন্তকারী সংস্থার দাবি, মনীষা মান্ধারে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ হিসেবে নীট-ইউজি ২০২৬ পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বোটানি ও জুলজির প্রশ্নপত্রে তাঁর প্রবেশাধিকার ছিল।

সিবিআই আরও জানিয়েছে, গত এপ্রিল মাসে তিনি অপর এক অভিযুক্ত মনীষা ওয়াগমারের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। উল্লেখ্য, ওয়াগমারেকে গত ১৪ মে পুনে থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

অভিযোগ, মান্ধারে পুনের নিজের বাড়িতে বাছাই করা কিছু ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে বিশেষ কোচিং ক্লাস পরিচালনা করতেন। সেখানে তিনি বোটানি ও জুলজি সংক্রান্ত সম্ভাব্য প্রশ্ন আলোচনা ও ডিক্টেশন দিতেন।

সিবিআই-এর দাবি, ওই প্রশ্নগুলির অধিকাংশই ৩ মে অনুষ্ঠিত নীট-ইউজি ২০২৬ পরীক্ষার আসল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিলে গিয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশজুড়ে ছয়টি স্থানে তল্লাশি চালিয়ে ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত নথি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে তদন্তকারীরা। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর ফরেন্সিক ও প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ চলছে বলে জানানো হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা দফতরের অভিযোগের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে ১২ মে এই মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে সিবিআই। মামলা রুজুর পরই একাধিক বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয় এবং বিভিন্ন রাজ্যে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়।

এখন পর্যন্ত দিল্লি, জয়পুর, গুরুগ্রাম, নাসিক, পুনে এবং আহিল্যানগর থেকে মোট নয়জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনকে আদালতে পেশ করার পর সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

পুনেতে আগেই গ্রেফতার হওয়া দুই অভিযুক্তকে স্থানীয় আদালতে তোলা হয় এবং পরে ট্রানজিট রিমান্ডে দিল্লিতে নিয়ে আসা হয়।

সিবিআই জানিয়েছে, তদন্তে ইতিমধ্যেই রসায়ন ও জীববিজ্ঞান প্রশ্নফাঁসের উৎস চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি এমন কিছু দালালের ভূমিকাও সামনে এসেছে, যারা বিশেষ কোচিং সেশনের মাধ্যমে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন দেওয়ার নামে পড়ুয়াদের কাছ থেকে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করত। তদন্ত এখনও চলছে এবং এই মামলায় "নিরপেক্ষ, পেশাদার ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত" চালানো হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে সিবিআই।

বাংলাদেশে হামের প্রকোপ

আরও ১২ শিশুর মৃত্যু মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৫১

ঢাকা, ১৬ মে (আইএএনএস) ।। বাংলাদেশে হাম এবং হাম-সদৃশ উপসর্গে আক্রান্ত হয়ে আরও ১২ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এর ফলে নিশ্চিত ও সন্দেহভাজন মিলিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫১। ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্য সংকটের মধ্যেই এই উদ্বেগজনক তথ্য সামনে এসেছে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (ডিজিএইচএস) সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় এই মৃত্যুর ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মৃত ১২ শিশুর মধ্যে চারজনের ক্ষেত্রে হাম সংক্রমণ নিশ্চিত হয়েছে। বাকি আটজনের মধ্যে হামের উপসর্গ দেখা গিয়েছিল। নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে মৃতদের মধ্যে দু'জন ঢাকা বিভাগ থেকে এবং একজন করে চট্টগ্রাম বিভাগ ও বরিশাল বিভাগ থেকে ছিলেন।

এছাড়া সন্দেহভাজন মৃত্যুর মধ্যে তিনজন করে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে এবং একজন করে ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ থেকে রয়েছেন। একই সময়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ১১১টি নতুন নিশ্চিত হাম সংক্রমণের ঘটনা নথিভুক্ত করেছে। পাশাপাশি প্রায় ১, ১৯২ জন রোগী হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে যান, যার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্টেট ডাটা সেন্টারের সঠিক তথ্য বন্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে ।। রাজ্য সরকার বাস্তবের সাথে তাল মিলিয়ে সংস্কারমূলক কাজ করে যাচ্ছে। কাজের সাথে উন্নত প্রযুক্তি যুক্ত করে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে। স্টেট ডাটা সেন্টার স্থাপনের ফলে রাজ্যের কৃষি জমিতে জলসেচ ব্যবস্থার প্রসার ঘটবে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা নেবে। কোনও রাজ্যের জিডিপি বৃদ্ধির সাথে সেই রাজ্যের কৃষি উৎপাদনও জড়িত রয়েছে। এই ডাটা সেন্টার স্থাপনের ফলে রাজ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি জিডিপিও বৃদ্ধি পাবে। আজ কুঞ্জবনস্থিত বিশ্বেশ্বরায় কমপ্লেক্সে পূর্ত দপ্তরের জলসম্পদ বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত স্টেট ডাটা সেন্টারের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এই ডাটা সেন্টার স্থাপন রাজ্যের জন্য এক মাইলফলক। এই ডাটা সেন্টারের সঠিক তথ্য বন্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লক্ষ্য জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে আধুনিক প্রযুক্তিকেও যুক্ত করা। সেই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারও প্রশাসনিক কাজে গতি আনতে ত্রিস্তরীয় ই-অফিস পরিষেবা শুরু করছে। এই ডাটা সেন্টার স্থাপন রাজ্যের জলসম্পদ ব্যবস্থাপনাকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে ২০১৬-১৭ সালে ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচিতে ন্যাশনাল হাইড্রোলজি প্রজেক্ট চালু করা হয়। ন্যাশনাল হাইড্রোলজি প্রজেক্টের আওতায় রাজ্যের এই স্টেট ডাটা সেন্টারটি গড়ে তুলতে প্রথম পর্যায়ে ব্যয় করা হয় ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই ডাটা সেন্টারের জন্য ব্যয় করা হবে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। তিনি বলেন, রাজ্যে ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৭৫৪ হেক্টর জমি জলসেচ ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে। রাজ্য সরকার আরও বেশি কৃষি জমি সেচের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০০ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে টিএফডিপিসির সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে ।। প্রায় ২০০ জন শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শনিবার টিএফডিপিসির অফিসের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন ভারতীয় জনতা মজদুর সংঘের শ্রমিকরা। পরবর্তী সময়ে তাঁদের প্রতিনিধি দল ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে চার দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি জমা দেন। সংগঠনের এক নেতৃত্বের অভিযোগ, সম্প্রতি বিভিন্ন সেন্টারে একটি নোটিশ পাঠিয়ে কিছু সংখ্যক শ্রমিককে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, যেসব শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের তালিকায় রাখা হয়েছে তাঁদের অনেকেই গত ১০ থেকে ২০ বছর ধরে সংস্থায় কাজ করে আসছেন। বিনা কারণ দর্শিয়ে হঠাৎ করে তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত অন্যায্য। এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছেন তাঁরা।

তাই তাঁদের দাবি, যদি কোনো শ্রমিককে ছাঁটাই করতেই হয়, তাহলে তাঁদের মাসিক বেতনের ভিত্তিতে সংস্থার কার্যকাল অনুযায়ী আর্থিক অনুদান দিতে হবে।এছাড়াও শ্রমিকদের পক্ষ থেকে 'রেইনি ডে অ্যালাউন্স' চালুর দাবিও পুনরায় উত্থাপন করা হয়। তাছাড়া, ভবিষ্যতে সংস্থায় নতুন নিয়োগ হলে দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে থেকে ৭০ শতাংশ নিয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি অফিস ও বিভিন্ন সেন্টারে কর্মরত অপ্রয়োজনীয় ও বয়সোর্ধ কর্মচারীদের ছাঁটাই করে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়ার দাবিও জানানো হয়।

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে শহরে সিপিএমের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে ।। পেট্রোল, ডিজেল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আজ রাজপথে নামল সিপিআইএম সদর বিভাগীয় কমিটি। রাজধানী আগরতলায় সংগঠনের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী-সমর্থক অংশগ্রহণ করেন। মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান তুলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নীতির সমালোচনা করা হয়।

মিছিলে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অমল চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে সাধারণ মানুষের কাছে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তার উল্টো চিত্র দেখা যাচ্ছে।

তিনি বলেন, "পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচন শেষ হতে না হতেই কেন্দ্র সরকার পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়বে সাধারণ মানুষের উপর। যানবাহনের ভাড়া যেমন বাড়বে, তেমনি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দামও আরও বৃদ্ধি পাবে।"

অমল চক্রবর্তী আরও অভিযোগ করেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে দ্বিচারিতা করছে। মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে সকল স্তরের মানুষের প্রতি এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

সিপিআইএম নেতৃত্বের দাবি, মূল্যবৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষ সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন। তাই অবিলম্বে জ্বালানির দাম কমিয়ে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে ।। সাব্রুম-আগরতলাগামী চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আজ ভোরে শান্তির বাজার মহকুমার কালাপাড়া ও দুর্গরাইপাড়ার মাঝামাঝি এলাকায় ওই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান মনপাথর থানার ওসি জয়ন্ত দাস।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিহত যুবকের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা আশঙ্কাজনক কলেজ ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৬ মে ।। আজ সকালে বিলোনিয়ায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এক কলেজ ছাত্র। বর্তমানে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। জানা যায়, বিলোনিয়া থানার অন্তর্গত উত্তর ভারত চন্দ্রনগরের হোলিস্প্রিট এলাকার বাসিন্দা অনিক পাল শনিবার সকাল আনুমানিক সাড়ে ১০টা নাগাদ নিজের টি আর ০৭ সি ৬৭৪৬ নম্বরের হুন্ডাই বাইক নিয়ে রাজনগর-বিলোনিয়া মূল সড়ক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মরণফাঁদে পরিণত ৮ নং জাতীয় সড়ক, আতঙ্কে নবীনছড়াবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ মে ।। ত্রিপুরার লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত আসাম-আগরতলা ৮ নং জাতীয় সড়কের একাধিক অংশ বর্তমানে কার্যত মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। পেঁচারতল এলাকার নবীনছড়া, কুমারঘাটের কাচারিচড়া এবং সিদংচড়া এলাকায় রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন হাজার হাজার মানুষ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় সড়কের বিভিন্ন অংশে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। বর্ষার জলে সেই গর্তগুলো ছোটখাটো পুকুরে পরিণত হয়েছে। কোথাও আবার রাস্তার একাংশ ধসে পড়েছে। পিচ উঠে বেরিয়ে এসেছে পাথর। ফলে বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে যান চলাচল অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে রাস্তার এই দুরবস্থা চললেও প্রশাসনের তরফে স্থায়ী সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বারবার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে আনা হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি বলে দাবি তাদের।

প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে স্কুল পড়ুয়া, রোগী নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স, অফিসযাত্রী ও পণ্যবাহী যানবাহন চলাচল করে। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় চরম উদ্বেগে রয়েছেন সাধারণ মানুষ।

স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, প্রতিদিনই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। গর্ত এড়াতে গিয়ে অনেক সময় মুখোমুখি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগে সফেদের সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে ।। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে শনিবার আগরতলার ইন্দ্রনগরস্থিত সফেদের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন চাকরি প্রত্যাশী যুবক-যুবতীরা। গ্রেড-এ এবং গ্রেড-বি পদে নিয়োগকে কেন্দ্র করে এই অভিযোগ সামনে আসে।

বিক্ষোভকারী পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে সংশ্লিষ্ট পদগুলির জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। এরপর লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং শুক্রবার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ফলাফল প্রকাশের পর দেখা যায়, টপ লিস্টে সফেদের কর্মীদের নাম উঠে এসেছে, যা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন পরীক্ষার্থীরা।

তাদের দাবি, যেসব পরীক্ষার্থী ডিগ্রি পরীক্ষায় ৭০ শতাংশেরও বেশি নম্বর পেয়েছেন, তারা ডিপ্লোমা অংশে মাত্র ২০ থেকে ৩০ নম্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছেন। পরীক্ষার্থীদের বক্তব্য, এই ফলাফল কোনওভাবেই স্বাভাবিক বা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। এছাড়াও পরীক্ষার্থীরা আরও অভিযোগ করেন, পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল মোট ৮৫ নম্বরের ভিত্তিতে। কিন্তু ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে ১০০ নম্বরের হিসেবে। এই অসঙ্গতি নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে বলে দাবি তাদের।

এক চাকরি প্রত্যাশী যুবক জানান, একটি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত মন্ত্রী রতন লাল নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে ।। কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল এবং ৪৬তম নর্থ আমেরিকান বেঙ্গলি কনফারেন্স-এর আয়োজক কমিটি ত্রিপুরার বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথকে মর্যাদাপূর্ণ এই আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও উপস্থিত থাকার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

এই সম্মেলনটি ২০২৬ সালের ২ জুলাই থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের হোয়াইট প্লেইন্সে অবস্থিত ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে।

এনএবিসি ২০২৬ বিশ্বব্যাপী প্রবাসী বাঙালিদের অন্যতম বৃহৎ ও প্রভাবশালী সমাবেশ হিসেবে পরিচিত। চার দিনব্যাপী এই সম্মেলনে উত্তর আমেরিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার বাঙালি ও বাঙালি-অনুরাগীদের সমাবেশ ঘটবে। এটি বাঙালি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ব্যবসা এবং বৌদ্ধিক বিনিময়ের এক মহা উদ্যাপন হিসেবে পরিগণিত হবে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সম্মেলন সাংস্কৃতিক বিনিময়, সম্প্রদায়ভিত্তিক সম্পৃক্ততা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কিং এবং একাডেমিক আলোচনার একটি প্রাণবন্ত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।

এতে বিশিষ্ট নেতা, উদ্যোক্তা, পেশাজীবী, শিক্ষাবিদ, শিল্পী, প্রযুক্তিবিদ, বিনিয়োগকারী এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে।

তারা আরও উল্লেখ করেন যে প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে এনএবিসি উত্তর আমেরিকায় বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

এই সম্মেলন বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার পাশাপাশি বাণিজ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উদ্যোগে সহযোগিতার পথও প্রশস্ত করছে।

এনএবিসি ২০২৬-এর অন্যতম আকর্ষণ হবে একটি বৃহৎ ট্রেড ফেয়ার, যেখানে ৭০টিরও বেশি প্রদর্শনী স্টল থাকবে। এতে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের বিভিন্ন অংশের তাঁতশিল্প, ফ্যাশন, বুটিক পণ্য, গয়না, হস্তশিল্প এবং অন্যান্য সৃজনশীল শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হবে, যা আন্তর্জাতিক দর্শকদের সামনে বাঙালির সমৃদ্ধ কারুশিল্পকে তুলে ধরবে।

আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেছেন যে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর অংশগ্রহণ এই সম্মেলনকে আরও সমৃদ্ধ করবে এবং বিদেশে বসবাসরত বাঙালি সম্প্রদায় ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে।

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 17-05-2026, 00:48

জাগরণ আগরতলা, ১৭ মে, ২০২৬ইং
২ জ্যৈষ্ঠ্য, রবিবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

ছাত্র যুবদের আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়িতেছে

আত্মহত্যা আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এক ভয়ংকর ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। ছাত্র জীবন হইতে শুরু করিয়া কর্মজীবন সর্বত্রই হতাশা দানা বাধিতেছে। চাহিদার ক্রমবর্ধমান চাপ একসময় ভয়ংকর বিপদ ডাকিয়া আনে। প্রতিযোগিতার ইদর দৌড়ে সাফল্য না আসিলে হতাশাগ্রস্থ হইয়া ছাত্ররা পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বাঁচিয়া নিতেছে। এই সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িতেছে। শুধু ছাত্ররাই নয় যুবসমাজ কর্মসংস্থানের অভাবে হতাশা গ্রস্ত হইয়া আত্মহত্যার পথ বাছিয়া নিতেছে।ভারতে পড়ুয়াদের আত্মহত্যার বার্ষিক হারের বৃদ্ধি ছাপাইয়া গিয়াছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকেও। 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর' পরিসংখ্যান দেখিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছে— 'পড়ুয়াদের আত্মহত্যা: ভারতে মহামারীর আকার নিয়াছে'। এই সংক্রান্ত রিপোর্টও তাহারা বার্ষিক আইসিথ্রি সম্মেলনে সামনে আনিয়াছে। একদিকে দেখা গিয়াছে, সামগ্রিক আত্মহত্যা যেখানে বছরে ২ শতাংশ হারে বাড়িয়াছে, সেখানে পড়ুয়া আত্মহত্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৪ শতাংশ! এর মধ্যে অনেক মৃত্যুর খবরই গণচক্ষুর সামনে আসে না।২০২২ সালে মোট পড়ুয়া আত্মহত্যার ৫৩ শতাংশ ছিল পুরুষ ছাত্র। আবার ২০২১-'২২ সালের মধ্যেই পুরুষ পড়ুয়ার আত্মহত্যা কমিয়া ৬ শতাংশ। অন্যদিকে, মহিলা পড়ুয়াদের আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়িয়াছে ৭ শতাংশ! আত্মঘাতী পড়ুয়ার এক-তৃতীয়াংশ মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ুর। গত এক দশকে ছাত্র আত্মহত্যার হার ৫০ শতাংশ, ছাত্রী আত্মহত্যার হার বাড়িয়াছে ৬১ শতাংশ।কেন এমন মর্মান্তিক পরিস্থিতি? প্রথমত, নিউক্লিয়ার পরিবারে বহু পড়ুয়াই একমাত্র সন্তান হওয়ার সুবাদে বাবা-মা'র যাবতীয় মনোযোগ, আগ্রহ ও আদর-আহ্লাদের কেন্দ্রে থাকে। ফলে চাহিদা বাড়ে, উচ্চাশা তৈরি হয়। প্রতিকূলতার সামনে কীভাবে লড়িতে হয়, পারিবারিক স্নেহের ঘেরাটোপে তাহা থেকে যায় অজানা। এরপর বাস্তব জীবনের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হইয়া অনেকেই তাই খেই হারাইয়া ফেলে। বিশেষত, প্রতিযোগিতার বাজারে যখন কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসে না, তখন হতাশা সহজেই গ্রাস করে তাহাদের। অধিকন্তু, তাহারা আবেগ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। চট করিয়া চরম সিদ্ধান্ত নিয়া ফেলে। ছোট থেকে নানা অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া নিয়া চলিতে শেখাটাও তাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ত, লেখাপড়ার অতিরিক্ত চাপ অনেক সময় পড়ুয়াদের অবসাদগ্রস্ত করিয়া তোলে। তৃতীয়ত, বাবা-মায়ের কাছে এখন আর ছেলেমেয়ে আলাদা নয়। অর্থ ব্যয় করিয়া সন্তানের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা বাবা-মা চান, তাহারা দ্রুত সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বংশের মুখোজ্জ্বল করিবে। কিন্তু সাফল্যের পাশেই যে ব্যর্থতার সম্ভাবনাও লুকাইয়া থাকে, তাহারা ভুলিয়া যান। নিজের জীবনের অপ্রাপ্তির বোঝা চালাইয়া দেন সন্তানের উপর। যাহার মূল্য সন্তানরা অনেক সময় জীবন দিয়া শোধ করে। সন্তানকে চিরতরে হারাইয়া ফেলিবার আগে তাহাদের সাফল্যের মতো তাহাদের ব্যর্থতাগুলোকেও বাবা-মায়ের ভালবাসতে শিখিতে হইবে।পাশাপাশি ওয়াকিবহাল হইতে হইবে পড়ুয়া-মনের অন্ধিসন্ধি সম্পর্কে। বুঝিতে হইবে, কোন বিষয়ে, কেন তাহাদের মনে 'ট্রমা' তৈরি হইতেছে। কেনই-বা আমরা তাহাদের 'ট্রিগার পয়েন্ট' চিনিতে ও বুঝিতে ব্যর্থ

হইতেছি। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পার্শচাপ থাকিবেই। তাহা বলিয়া আত্মহননকে সমাধান-সূত্র হইতে দেওয়া যায় না।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে ১০০ টি ইউজি ও ৮৩ টি পিজি আসন বৃদ্ধির অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে: রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে মেডিক্যাল আসন সংখ্যা বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। আজ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতাল, আগরতলার শক্তিবৃদ্ধি ও উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক নতুন পিজি(এমডি/এমএস) বিভাগ চালু এবং পিজি আসন বৃদ্ধি, ইউজি (এমবিবিএস) আসন বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিক অনুমোদনও প্রদান করেছে।

ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ইউজি (এমবিবিএস) এবং পিজি (এমডি/এমএস) আসন বৃদ্ধি করতে আগ্রহী রাজ্যগুলিকে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য গত ২৪ নভেম্বর, ২০২৫ আহ্বান জানিয়েছিল।

এর পরিপ্রেক্ষিতে, রাজ্য সরকার ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে অতিরিক্ত ১০০টি ইউজি (এমবিবিএস) আসন এবং ৮৩টি পিজি (এমডি/এমএস) আসন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাপ অ্যানালাইসিসসহ বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রককে জমা দেয়। রাজ্য সরকারের এই প্রস্তাব বিবেচনা করে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রদান করেছে।

এ ক্ষেত্রে মোট অনুমোদিত ব্যয়ের পরিমাণ ২৭৩.৪৬ কোটি টাকা, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ (৯০ু) হলো ২৪৬.১১ কোটি টাকা।

এরমধ্যে অতিরিক্ত ১০০টি ইউজি (এমবিবিএস) আসনের জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫০.০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় অংশ (৯০ু) হলো ১৩৫.০০ কোটি টাকা। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে অতিরিক্ত ৮৩টি পিজি (এমডি/এমএস) আসনের জন্য মোট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১২৩.৪৬ কোটি টাকা, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় অংশ (৯০ু) হলো ১১১.১১ কোটি টাকা। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজ্যে চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত হবে এবং ভবিষ্যতে আরও দক্ষ চিকিৎসক তৈরির পথ সুগম হবে।

এই আর্থিক বরাদ্দ ফলে ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে অতিরিক্ত ১০০টি (এমবিবিএস) আসন এবং ১৯ টি গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষজ্ঞ বিভাগে ৮৩টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন আসন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে ইউজি (এমবিবিএস) আসন সংখ্যা ১৫০ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ২৫০ এবং আর পিজি (এমডি/এমএস) ৯৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হবে ১৭৮টি। উল্লেখিত আসন বৃদ্ধির ফলে রাজ্যে মোট এমবিবিএস আসনের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫৫০ এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন আসন সংখ্যা হবে ১৯৬, যা গত চারবছরে একটি রেকর্ড বৃদ্ধি।

সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে বিনামূল্যে আলট্রাসনোগ্রাফি স্ক্রিনিং টেষ্ট ৪২ জন রোগী উপকৃত

আগরতলা, ১৬ মে : সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ সম্প্রতি রোগীদের বিনামূল্যে আলট্রাসনোগ্রাফি স্ক্রিনিং টেস্ট করেন। চিকিৎসকগণ রোগীদের শরীরের বিভিন্ন রোগ নির্ণয় করে তা সঠিকভাবে চিকিৎসা করার জন্য লিভার, কিডনি, গলব্লাডারসহ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গের আল্ট্রাসনোগ্রাফি করেন। এই স্ক্রিনিং টেস্ট-এ ৪২ জন রোগী উপকৃত হন। সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

পারস্য উপসাগরের সাবমেরিন ইন্টারনেট লাইন কি এখন ইরানের নতুন অস্ত্র ?

মনিটরিং সেকশন

ইরানের গণমাধ্যম ও দেশটির কট্টরপন্থী রাজনৈতিক মহল এখন হরমুজ প্রণালিকে শুধু জ্বালানি পরিবহনের গুরুত্বপূর্ণ পথ হিসেবেই নয়, বরং বৈশ্বিক ইন্টারনেট যোগাযোগের একটি কৌশলগত রুট হিসেবেও তুলে ধরছে।

তারা মনে করে, ইরানের নতুন চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার লুকিয়ে আছে হরমুজ প্রণালির জলের নিচ দিয়ে যাওয়া আন্তর্জাতিক ডেটা ক্যাবলসে।

এই আলোচনা এমন সময়ে সামনে এসেছে, যখন হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে সাম্প্রতিক সামরিক সংঘর্ষের পর ইরান, যুক্তরাষ্ট্র ও উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে উত্তেজনা বেড়েই চলেছে।

ইরানের গণমাধ্যম ও কট্টরপন্থি রাজনৈতিক মহলের ওই বক্তব্য অনুযায়ী, হরমুজ প্রণালির নীচ দিয়ে যাওয়া সাবমেরিন ক্যাবলসের ওপর ইরান নজরদারি বা তদারকি করতে পারে।

অর্থাৎ, এসব ক্যাবলসের নিরাপত্তা ও ব্যবহারের বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে পারে। এমনকি এগুলো ব্যবহারের জন্য ফিও আদায় করতে পারে।

যদিও বাস্তবে এমন পদক্ষেপ নিতে গেলে ইরানকে অনেক আইনি ও প্রযুক্তিগত বাধার মুখে পড়তে হবে, তবুও এই আলোচনা এটিই প্রমাণ করে যে দেশটি শুধু তেলবাহী ট্যাংকার নয়, এবার গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল অবকাঠামোকেও কৌশলগত চাপ তৈরির উপায় হিসেবে বিবেচনা করছে।

হরমুজ প্রণালি বিরোধে নতুন ইস্যু? দশকের পর দশক ধরে হরমুজ প্রণালি বিশ্ব জ্বালানি নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কারণ, সমুদ্রপথে পরিবাহিত বিশ্বের প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ তেল এই সরু জলপথ দিয়েই যাতায়াত করে।

ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) ঘনিষ্ঠ সংবাদমাধ্যম ফার্স নিউজ এজেন্সি গত আটই মে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সমুদ্রতলের ইন্টারনেট ক্যাবলসকে চাপ প্রয়োগের সম্ভাব্য হাতিয়া হিসেবে ব্যবহারের ধারণাটিকে সামনে আনে। এসব কেবল ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার মধ্যে যোগাযোগ ও আর্থিক তথ্য আদান-প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস প্রোভাইডার টাটা কমিউনিকেশনসের তথ্য অনুযায়ী, ফ্যালকন, জিবিআই ও টিজিএন-গালফ সহ বেশ কয়েকটি বড় ক্যাবলস নেটওয়ার্ক হরমুজ প্রণালি দিয়ে গেছে। এগুলোর মাধ্যমে উপসাগরীয় অঞ্চল, ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে ডেটো আদান-প্রদান হয়।

বিশেষ করে টিজিএন-গালফ কেবল ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, বাহরাইন ও সৌদি আরবকে বৈশ্বিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

ফার্স নিউজ এজেন্সি জোর দিয়ে এও বলেছে যে গুগল, মেটা, মাইক্রোসফটের মতো বড় বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি এসব ক্যাবলসের ওপর নির্ভরশীল।

তাদের মতে, আন্তর্জাতিক অর্থ লেনদেনের নেটওয়ার্ক এসডব্লিউআইএফটি-ও হরমুজ প্রণালির নিচ দিয়ে যাওয়া এই অবকাঠামোর ওপর নির্ভর করে।

হরমুজ প্রণালির অবস্থানের কারণে তেল পরিবহণ রুটের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ডেটা পরিবহন রুটের ওপরও ইরানের ভৌগোলিক প্রভাব রয়েছে উল্লেখ করে প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, 'যদি বিংশ শতাব্দীতে তেল যদি হয় বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি, তাহলে একবিংশ শতাব্দীতে সেই জায়গা নিয়েছে ডেটা।' আইআরজিসি'র ঘনিষ্ঠ আরেক গণমাধ্যম মাশরেক নিউজও একই কথা বলছে। তারা সমুদ্রতলের ক্যাবলস 'ইরানের নীরব অস্ত্র' বলে হিসেবে বর্ণনা করেছে। তাদের দাবি, এই অবকাঠামো যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টকম ও তার মিত্রদের জন্য বড় ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

এই আলোচনা এমন সময়ে সামনে এসেছে, যখন ইরানি কর্মকর্তারা বারবার বলছেন যে তেহরান তাদের আঞ্চলিক নিরাপত্তা কৌশল নতুন করে পর্যালোচনা করছে। এর আগে তারা বারবার অভিযোগ করছেন যে উপসাগরীয় কিছু দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কার্যক্রমে সহায়তা করেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে 'নতুন সমীকরণে' ডিজিটাল অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক চাপের বিষয়গুলোও গুরুত্ব পাচ্ছে।

ইরানের সংসদ সদস্য এশান ঘাযিযাদেহ হাশেমি গত দোসরা মে দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আইআরএনএ-কে বলেন, আইনপ্রণেতারা নতুন একটি 'অ্যাকশন প্ল্যান' তৈরি করছেন।

তিনি বলেন, হরমুজ প্রণালি ও আশপাশের জলপথে সমুদ্রতলের ডেটা ক্যাবলস নিয়ে কোনো কাজ করতে হলে আগে অবশ্যই ইরান সরকারের অনুমতি নিতে হবে।

এর মধ্যে সেই ক্যাবলস কোথা দিয়ে যাবে, কীভাবে বসানো হবে, কীভাবে পরিচালনা বা মেরামত করা হবে, কিংবা পরে এর পথ পরিবর্তন করা হবে কি না— এসব বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এছাড়া, এসব কাজের জন্য ইরানকে সার্ভিস চার্জও দিতে হতে পারে বলে তিনি জানান।

সাবমেরিন ক্যাবলস-ই কেন?

এপ্রিলের শেষদিকে বার্তা সংস্থা রয়টার্সে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট ট্রাফিকের প্রায় ৯৯ শতাংশ সাবমেরিন ক্যাবলসের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো নিয়ে কাজ করা গবেষণা প্রতিষ্ঠান টেলিজিওগ্রাফি জানিয়েছে, এইই-ওয়ান, ফ্যালকন ও গালফ ব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্কের ক্যাবলস হরমুজ প্রণালি দিয়ে গেছে। ফলে ওই এলাকায় বড় ধরনের কোনো সমস্যা হলে পুরো মধ্যপ্রাচ্যের ইন্টারনেট, ব্যাংকিং কার্যক্রম ও ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কে প্রভাব পড়তে পারে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন হিসাবের উদ্ধৃতি দিয়ে ফার্স নিউজ এজেন্সি লিখেছে, সমুদ্রতলের এই ক্যাবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতিদিন বিশ্বজুড়ে ট্রিলিয়ন ডলারের আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন হয়। সংবাদমাধ্যমটি আরও বলেছে, এসব নেটওয়ার্কে বিঘ্ন ঘটলে কয়েক দিনের মধ্যেই 'কয়েক কোটি বা শত কোটি ডলারের' অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে। আর সে কারণেই বিষয়টি এখন শুধু প্রযুক্তিগত ইস্যু নয়; বরং জাতীয় নিরাপত্তা ও ভূরাজনীতির সঙ্গেও জড়িয়ে গেছে। ঠিক কী করার কথা বলা হচ্ছে? ইরানের কট্টরপন্থী গণমাধ্যম ও সরকারঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা সরাসরি সাবমেরিন ক্যাবলস কেটে দেওয়া বা দখল করার কথা বলেননি। বরং তাদের আলোচনার মূল বিষয় ছিল ক্যাবলস ব্যবহারের ওপর টোল আদায়, ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মকানুন প্রয়োগ। তাদের যুক্তি, হরমুজ প্রণালির একটি অংশ ইরানের জলসীমায় এবং অন্য অংশ ওমানের নিয়ন্ত্রণে। তাই এই পথ দিয়ে যাওয়া সমুদ্রতলের অবকাঠামোর ওপর তেহরান আইনগত ও সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে পারে। ইরানের এক সংসদ সদস্যের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে ফার্স নিউজ এজেন্সি কয়েকটি সম্ভাব্য পদক্ষেপের কথা বলেছে। এর মধ্যে রয়েছে সাবমেরিন ক্যাবলস স্থাপনে অনুমতির বাধ্যবাধকতা, ক্যাবলস চলাচলের জন্য ফি নির্ধারণ এবং ক্যাবলস মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে ইরানের ভূমিকা বাড়ানো। তাদের মতে, এর মাধ্যমে ইরান অর্থ আয়ও করতে পারে।

সাধারণত সাবমেরিন ক্যাবলস একাধিক ফাইবার অপটিক তার দিয়ে তৈরি হয়, যেগুলোকে স্টিল, ইনসুলেশন ও পলিথিনের স্তর দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়।

এতে চাপ, ক্ষয় বা বাইরের ক্ষতি থেকে ক্যাবলস রক্ষা পায়।

ফার্স নিউজ এজেন্সি বলেছে, সমুদ্রতলের সাবমেরিন ক্যাবলস মেরামত করা ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ। এর আগে রয়টার্স ও টেলিযোগাযোগ বিশ্লেষকেরাও একই বিষয় উল্লেখ করেছিলেন।

সংবাদমাধ্যমটি আরও লিখেছে, সংঘাতপূর্ণ এলাকায় ক্যাবলস মেরামত করা বিশেষভাবে কঠিন। কারণ, সেখানে মেরামতকারী জাহাজ পরিচালনার জন্য অনুমতি, নিরাপদ সমুদ্রপথ এবং স্থিতিশীল পরিস্থিতি প্রয়োজন হয়।

প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়েছে, এসব ক্যাবলস ব্যবহারকারী বিদেশি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইরানের নিয়ম মেনেই কাজ করতে হবে।

ফার্সের দাবি, এসব প্রস্তাব 'বাস্তবসম্মত' এবং হরমুজ প্রণালিকে শুধু জ্বালানি পরিবহনের পথ নয়, বরং ইরানের ডিজিটাল ও অর্থনৈতিক শক্তির অংশ হিসেবে গড়ে তোলা উচিৎ।

তাদের মতে, এতে ইরানের বৃহত্তর কৌশলও বাস্তবায়িত হবে। কারণ এর ফলে দেশের প্রচলিত সামরিক শক্তির বাইরে গিয়ে বিভিন্ন বিকল্প উপায়ে প্রভাব ও চাপ তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হবে। ইরানের কি সত্যিই এমন আইনি ক্ষমতা আছে? আইআরজিসি-ঘনিষ্ঠ গণমাধ্যমগুলো মূলত সমুদ্র আইনবিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন নিয়ে ইরানের নিজস্ব ব্যাখ্যার ওপর জোর দিচ্ছে। তাদের দাবি, হরমুজ প্রণালির সবচেয়ে সরু অংশ প্রায় পুরোপুরি ইরান ও ওমানের জলসীমার মধ্যে পড়ে। তাদের যুক্তি, হরমুজ প্রণালী দিয়ে আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের অধিকার থাকলেও এর অর্থ এই নয় যে উপকূলীয় দেশগুলোর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ বা সার্বভৌম ক্ষমতা পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়।

তবে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন অনুযায়ী, বৈশ্বিক যোগাযোগ অবকাঠামো বা ডেটা প্রবাহের ওপর ইরানের এত বিস্তৃত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দাবি সহজে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

অর্থাৎ, ইরান চাইলে একতরফাভাবে পুরো ডেটা চলাচলের ওপর সীমাহীন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারবে, এমন ব্যাখ্যা আন্তর্জাতিক আইন সমর্থন নাও করতে পারে।

এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলোর মতো বড় শক্তিগুলো সম্ভবত বৈশ্বিক ইন্টারনেট অবকাঠামোর ওপর ইরানের একতরফা নিয়ন্ত্রণ বা ফি আরোপের চেষ্টা মেনে নেবে না।

এক্ষেত্রে বাস্তব কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। জাহাজের মতো সমুদ্রতলের ক্যাবলস সবসময় নজরদারিতে রাখা সহজ নয়। এছাড়া এসব ক্যাবলস সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জটিল আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় পরিচালিত হয়। ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে এতে হস্তক্ষেপ করলে ব্যাপক আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হতে পারে।

তবে হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল নিয়ে ইরান আগে যেভাবে চাপ সৃষ্টি করেছে বা কঠোর অবস্থান নিয়েছে, সেটি দেখে ধারণা করা যায় যে তেহরান হয়তো পূর্ণ আইনি স্বীকৃতির অপেক্ষা না করেই সাবমেরিন ক্যাবলস নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকেও চাপ তৈরির কৌশল হিসেবে ব্যবহার করতে চাইবে।

কেন এখন এই আলোচনা সামনে আসছে? এখানে সময়টা গুরুত্বপূর্ণ। এমন এক সময়ে এই আলোচনা সামনে এসেছে, যখন ইরান হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে নতুন ধরনের চাপ প্রয়োগের কৌশল সামনে আনছে। একই সঙ্গে তারা বারবার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে ওয়াশিংটন হরমুজের আশপাশে এক ধরনের অবরোধমূলক পরিস্থিতি তৈরি করছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইরানের রাজনৈতিক বক্তব্যে শুধু সমুদ্রপথের হুমকিই নয়, অর্থনৈতিক, সাইবার ও প্রযুক্তিগত বিষয়ও ক্রমেই গুরুত্ব পাচ্ছে।

একই সঙ্গে কট্টরপন্থীরা সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইনের বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা বাড়িয়েছে। তাদের অভিযোগ, এই দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সামরিক কার্যক্রমে সহযোগিতা করছে।

গত আটই মে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে আরবিতে একটি অস্পষ্ট সতর্কবার্তা পোস্ট করেন।

সেখানে তিনি লেখেন, 'সিংহের ধারালো দাঁত দেখা গেলে কখনো ভাববেন না যে সিংহটি হাসছে।' এমন পরিস্থিতিতে ডিজিটাল অবকাঠামো নিয়ে এই আলোচনা অনেকটা এমন বার্তা দিচ্ছে যে, তেলবাহী ট্যাংকারের বাইরে ইরানের হাতে আরও বিস্তৃত কৌশলগত চাপ প্রয়োগের উপায় রয়েছে।

এই ধারণা কতটা বাস্তবসম্মত? আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ বা এর ওপর কর আরোপের চেষ্টা করতে গেলে ইরানকে বড় ধরনের প্রযুক্তিগত ও রাজনৈতিক বাধার মুখে পড়তে হতে পারে। এমন পদক্ষেপ দেশটিকে আরও বিচ্ছিন্নও করে তুলতে পারে, বিশেষ করে এমন সময়ে যখন ইরানের অর্থনীতি ইতোমধ্যেই চাপের মধ্যে রয়েছে। এতে ইরানের নিজেদের জন্যও ঝুঁকি রয়েছে। কারণ, পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোর অর্থনীতি একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। ফলে সাবমেরিন ক্যাবল অবকাঠামোতে বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটলে ইরানের আঞ্চলিক যোগাযোগ ও বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তবে বিশ্লেষকদের মতে, শুধু এই ধারণা নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা হওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ।

হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে কৌশলগত হিসাব-নিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল অবকাঠামোকে যুক্ত করে ইরানের কট্টরপন্থীরা সম্ভবত এই বার্তাই দিতে চাইছে যে ভবিষ্যতের উত্তেজনা শুধু সমুদ্রপথ বা তেলবাহী জাহাজেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; তা সাইবার জগৎ ও বৈশ্বিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে এই আলোচনায় থেকে দেখা গেল, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তির সঙ্গে সরাসরি পাল্লা দেওয়া সম্ভব না বিধায় ইরান কীভাবে বিকল্প উপায়ে চাপ প্রয়োগ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার কৌশল ভাবছে। অর্থাৎ, তেহরান এখন এমন সব উপায় খুঁজছে, যেগুলোর মাধ্যমে সরাসরি যুদ্ধ ছাড়াই কৌশলগত প্রভাব তৈরি করা যায়।

ওমান উপকূলে ভারতের পতাকাবাহী দ্বিতীয় জাহাজের উপর হামলা

রূপসা সেনগুপ্ত

পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার মধ্যে হরমুজ প্রণালির কাছে ওমান উপকূলে একটি ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজের উপর হামলার ঘটনায় নতুনভাবে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

সোমালিয়া থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া এই জাহাজটি হামলার পর ডুবে যায় বলে অভিযোগ। জাহাজে থাকা ১৪ জন ভারতীয় নাবিককে নিরাপদে উদ্ধার করেছে ওমানের উপকূল রক্ষাবাহিনী। হামলার এই ঘটনাকে "অগ্রহণযোগ্য" আখ্যা দিয়ে হামলার তীব্র নিন্দা করেছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তবে হামলার জন্য কে দায়ী, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়নি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং জ্বালানি পরিবহণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি। এই অঞ্চলে সম্প্রতি একাধিক ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে।

পারস্য উপসাগরকে ওমান উপসাগর ও আরব সাগরের সঙ্গে সংযুক্তকারী হরমুজ প্রণালি দিয়ে যাওয়ার সময় গত আটই মে গুজরাটের এক পণ্যবাহী জাহাজ আক্রান্ত হয় বলে অভিযোগ।

দুবাই থেকে ইয়েমেনের আল মাকাল্লা বন্দরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিল ওই জাহাজটি। কিন্তু হরমুজ প্রণালিতে পৌঁছানোর পর ওই জাহাজ আক্রান্ত হয় এবং পরে ডুবে যায় বলে অভিযোগ। জাহাজে থাকা ১৮ জন নাবিকের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন।

ওমান উপকূলে জাহাজডুবির এই ঘটনা এমন এক সময় ঘটেছে, যখন ইরান সহ ব্রিকস-এ অন্তর্গত দেশগুলোর প্রতিনিধিরা দিল্লিতে সমবেত হয়েছেন। পশ্চিম এশিয়ায় অস্থিরতার মাঝেই সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে এসেছেন তারা।

সমুদ্রপথে নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে, এমন এক সংস্থা "ভ্যানগার্ড"-এর তথ্য অনুযায়ী বুধবার ১৩ই মে ভোরে ওমান উপকূলে আক্রান্ত হয় "এমএলএনআই হাজি আলী" নামে কাঠের তৈরি ওই জাহাজ। হরমুজ প্রণালির দক্ষিণে ওমানের লিমা উপকূলের কাছে একটা বিস্ফোরণের পর সেটা ডুবে যায়। গুজরাটের সালায়া বন্দরে নিবন্ধিত ছিল ওই জাহাজ। ভ্যানগার্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতেই বিস্ফোরণ ঘটে। পাশাপাশি জানানো হয়েছে ওই জাহাজ সোমালিয়ার বিচ্ছিন্নতাবাদী অঞ্চল সোমালিল্যান্ডের বারবেরা থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহতে গবাদি পশু নিয়ে যাচ্ছিল। ভারতের বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মুকেশ মঙ্গল এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমি একটা মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কেও জানাতে চাই। হাজি আলী নামের কাঠের তৈরি, মোটরচালিত একটা জাহাজ সোমালিয়া থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ যাচ্ছিল। '১৩ই মে সকালে ওমানের জলসীমায় এই জাহাজ কথিতভাবে আক্রান্ত হয়। এর ফলে জাহাজে আগুন লেগে যায় এবং পরে সেটা ডুবে যায়,' জানিয়েছেন মি. মঙ্গল।

তার কথায়, 'জাহাজে সওয়ার থাকা ১৪ জন নাবিককেই ওমান কোস্ট গার্ড নিরাপদে উদ্ধার করে ওমানের দিব্বা বন্দরে নিয়ে গেছে। সকলেই নিরাপদে রয়েছেন।'

"অগ্রহণযোগ্য", বলছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

এই ঘটনার নিন্দা করে বিবৃতি প্রকাশ করেছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'গতকাল ওমানের উপকূলে ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজের ওপর হামলা অগ্রহণযোগ্য এবং আমরা এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করছি যে বাণিজ্যিক জাহাজ এবং বেসামরিক নাবিকদের ক্রমাগত লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে।' 'জাহাজের সকল ভারতীয় নাবিক নিরাপদে আছেন এবং তাদের উদ্ধার করার জন্য আমরা ওমানের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।' ওই বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'ভারত আরো একবার জোর দিয়ে বলছে বাণিজ্যিক জাহাজকে লক্ষ্যবস্তু করা এবং নিরীহ বেসামরিক নাবিকদের বিপদে ফেলা অথবা অন্য কোনোভাবে নৌচলাচল ও বাণিজ্যের স্বাধীনতায় বাধা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকা উচিত।'

যে আবহে ঘটনা ঘটেছে

ইরানের উপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলা এবং জবাবে ইরানের পাল্টা পদক্ষেপকে ঘিরে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ থেকেই বিশ্বজুড়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যা এখনো বিরাজমান। এর প্রভাব হরমুজ প্রণালির উপর পড়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিশেষত অপরিশোধিত তেল সরবরাহের দিক থেকে এই প্রণালি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুট। বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল এবং এলএনজি এই জলপথের মাধ্যমেই পরিবহণ করা হয়। ভারত তার পেট্রোলিয়াম পণ্যের প্রায় ৯০ শতাংশই আমদানি করে এবং এর একটা বড় অংশ হরমুজ প্রণালির মধ্য দিয়ে যায়। একইসঙ্গে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অপরিশোধিত তেলের ভোক্তাও বটে। সংঘাতের আবহে থাকা হরমুজ প্রণালি দিয়ে যাওয়া জাহাজগুলোর উপর যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে। যে কারণে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছে। ভারতও সেই তালিকায় আছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপর জোর দিয়ে এসেছে ভারত এবং ইরান- দুই দেশই। হরমুজ প্রণালি দিয়ে যাওয়া ভারতের তেলবাহী জাহাজের কোনো সমস্যা হবে না বলে আশ্বস্তও করা হয়েছিল। সাম্প্রতিক সময়ে একদিকে যেমন একাধিক তেলবাহী জাহাজ নির্বিঘ্নে এসে ভারতে পৌঁছেছে তেমনই ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজের উপর হামলার অভিযোগও উঠেছে। এর আগে গত মাসে ভারত দিল্লিতে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে এই ঘটনাগুলোতে "গভীর উদ্বেগ" প্রকাশ করা হয়েছিল। এরই মাঝে চলতি মাসে পরপর দু'টো জাহাজ ডুবে যাওয়ার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। সময়টা বেশ "উল্লেখযোগ্য" বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। ভারতে ১৪ ও ১৫ই মে অনুষ্ঠিত হওয়া ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে দিল্লি এসেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। মূলত ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গঠিত ব্রিকস ২০২৪ সালে মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজে হামলার বিষয়ে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরাসরি মন্তব্য না করলেও জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালি সেইসব বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য খোলা, যারা ইরানের নৌবাহিনীকে "সহযোগিতা" করবে। অন্যদিকে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী খলিফা বিন শাহীন আল মারারও ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে এসেছেন। ইরানের উপর চালানো সামরিক অভিযানের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরাসরি যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মি. আরাঘচি। এর ঠিক আগেই ইসরায়েল দাবি করেছিল যে, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু না কি গোপনে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেছেন। সংযুক্ত আরব আমিরাত অবশ্য এই দাবি অস্বীকার করে। ব্রিকস সম্মেলনের মাঝেই মি. আরাঘচি ও মি. মারারের মধ্যে "মতবিরোধ" দেখা দেয় বলে জানা গিয়েছে। শেষমেশ রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভকে হস্তক্ষেপ করেন। এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এস জয়শঙ্করকে ব্রিকস সম্মেলনে বলতে শোনা গিয়েছে, 'পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। চলমান উত্তেজনা, সামুদ্রিক চলাচলের ঝুঁকি এবং জ্বালানি অবকাঠামোর বিঘ্ন পরিস্থিতির ভঙ্গুরতাকেই তুলে ধরে।' অন্যদিকে, ১৫ই মে থেকে পাঁচ দেশের সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং এই তালিকায় সংযুক্ত আরব আমিরাতও রয়েছে।

এই সমস্ত বিষয়কে মাথায় রেখে ওমান উপকূলে ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজের উপর আক্রমণের ঘটনার "টাইমিং" বেশ উল্লেখযোগ্য বলেই জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

দিল্লির পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ কমার আঘা বলেছেন, 'যে অংশে ওই জাহাজ আক্রান্ত হয়েছে, সেখানে একাধিক অপারেটিভ সক্রিয়। কে আক্রমণ করেছে সে বিষয়ে নিশ্চিত না হলে ভারত মন্তব্য করতে চায়নি।' 'কে আক্রমণ করেছিল, তা নিশ্চিত হওয়ার পরই বলা সম্ভব যে এর নেপথ্যে কারণ কী। তবে এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে সময় এই ঘটনা ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সংযুক্ত আরব আমিরাতে যাওয়ার ঠিক আগে আগেই এই ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে।'

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

পাকিস্তানকে কড়া বার্তা সেনাপ্রধানের, 'ভূগোলের অংশ থাকবে, না ইতিহাসের সিদ্ধান্ত নিতে হবে'

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (আইএএনএস): পাকিস্তান যদি সন্ত্রাসবাদকে আশ্রয় দেওয়া অব্যাহত রাখে, তবে তাদের ঠিক করতে হবে তারা ভবিষ্যতে ভূগোলের অংশ হয়ে থাকতে চায়, নাকি ইতিহাসের অংশ হয়ে যেতে চায় এমনই কড়া সতর্কবার্তা দিলেন ভারতীয় সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী।

শনিবার 'সেনা সংবাদ ২০২৬' শীর্ষক সামরিক-নাগরিক সংলাপ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন সেনাপ্রধান।

অনুষ্ঠানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, যদি পাকিস্তান ফের এমন পরিস্থিতি তৈরি করে যাতে অপারেশন সিন্ধুর-এর মতো অভিযান চালানোর প্রয়োজন হয়, তাহলে ভারত আরও কড়া জবাব দেবে কি না। একই সঙ্গে অপারেশন সম্পর্কিত এমন কোনও অজানা তথ্য আছে কি না, তাও জানতে চাওয়া হয়।

জবাবে জেনারেল দ্বিবেদী বলেন, "ওটা গোপন তথ্যের আওতায় পড়ে। তবে আমি আগেও বলেছি, পাকিস্তান যদি সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ চালিয়ে যায়, তাহলে তাদের ঠিক করতে হবে তারা ভূগোলের অংশ থাকতে চায়, নাকি ইতিহাসের অংশ হয়ে যেতে চায়।"এর আগে অপারেশন সিঁদুরের সময় সামরিক অভিযানের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী রাজীব ঘাই জানিয়েছিলেন, অভিযানের সময় পাকিস্তান "আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়েছিল" এবং ভারতের হামলা বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়েছিল। তাঁর মতে, এই অভিযান ভারতের কৌশলগত ইতিহাসে এক "নির্ধারক মুহূর্ত" হয়ে থাকতে পারে।

একই অনুষ্ঠানে গত বছরের সামরিক অভিযানে বায়ুসেনার অপারেশন ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্বে থাকা অবধেশ কুমার ভারতী দাবি করেন, অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের ১৩টি বিমান এবং ১১টি এয়ারফিল্ড ধ্বংস করেছিল। তিনি বলেছিলেন, "শান্তির ইচ্ছাকে যখন দুর্বলতা হিসেবে দেখা হয়, তখন আমাদের পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া আর কোনও পথ থাকে না। আর যখন আমরা পদক্ষেপ নিই, সেখানে কোনও শিথিলতার জায়গা থাকে না।"

এদিন সেনাপ্রধান সেনাবাহিনীর কাজের সংস্কৃতি নিয়েও কথা বলেন। তিনি জানান, ছাত্রজীবনে জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমি-তে যোগ দেওয়ার সময় থেকেই তাঁর কাছে 'ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালান্স' বদলে 'ওয়ার্ক-লাইফ ফিউশন'-এ পরিণত হয়েছিল।

তিনি বলেন, 'সৈনিক স্কুলে প্রথম ইউনিফর্ম দেখে শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব ও উদ্দেশ্যবোধের প্রেমে পড়েছিলাম। তারপর থেকেই এটি আমার কাছে শুধু পেশা নয়, এক আবেগে পরিণত হয়।"

দিল্লিতে ১২৮ কোটি টাকার জিএসটি জালিয়াতি চক্র ফাঁস, গ্রেফতার ৬

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (আইএএনএস): প্রায় ১২৮ কোটি টাকার ভুয়ো জিএসটি বিল এবং প্রতারণামূলক ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (আইটিসি) দাবির সঙ্গে যুক্ত একটি বড় জালিয়াতি চক্রের পর্দাফাঁস করল দিল্লি পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ দমন শাখা (ইওডব্লিউ)। ঘটনায় ছয় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে শনিবার জানিয়েছে পুলিশ।

ইওডব্লিউ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভুয়ো সংস্থা ও শেল কোম্পানি তৈরি করে কোনও প্রকৃত পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহ ছাড়াই জাল জিএসটি বিল তৈরি করা হত। তদন্তে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০টি শেল কোম্পানির খোঁজ পাওয়া গিয়েছে, যেগুলির মাধ্যমে ভুয়ো লেনদেন এবং নগদ অর্থের কারবার চালানো হত।

অভিযানে পুলিশ ৫১.১২ লক্ষ টাকা নগদ, ১৫টি মোবাইল ফোন, দুটি ল্যাপটপ, জাল সিল, ভুয়ো নথি, একাধিক সিম কার্ড, জাল ইনভয়েস এবং দুটি গাড়ি উদ্ধার করেছে।

২৪ মার্চ অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা-এ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হয়। তদন্তে উঠে এসেছে, চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে এক ব্যক্তির পরিচয়পত্র ও আর্থিক নথি ব্যবহার করে 'এম/এস আর.কে. এন্টারপ্রাইজেস' নামে একটি ভুয়ো মালিকানাধীন সংস্থা তৈরি করা হয়েছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওই ব্যক্তির আধার, প্যান কার্ড, বিদ্যুতের বিল এবং বায়োমেট্রিক তথ্য তাঁর অজান্তেই ব্যবহার করা হয়।

এই সংস্থার মাধ্যমে ১২৮ কোটিরও বেশি টাকার লেনদেন হয়েছে এবং প্রায় ১০ কোটি টাকার ভুয়ো ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট দাবি করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

ডিজিটাল তথ্য, জিএসটি রেকর্ড, ব্যাঙ্ক লেনদেন ও প্রযুক্তিগত নজরদারির ভিত্তিতে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, দিলীপ কুমার এবং রাজ কুমার দীক্ষিত এই চক্রের মূল পরিকল্পনাকারী।

পরে তদন্তে আরও উঠে আসে যে, অমর কুমার, বিভাষ কুমার মিত্র, নীতিন বর্মা, মহম্মদ ওয়াসিম এবং আবিদ ভুয়ো সংস্থা পরিচালনা, জাল লেনদেন এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের মাধ্যমে এই চক্রে যুক্ত ছিলেন।

১৫ মে দিল্লি-এনসিআর-এর বিভিন্ন এলাকায় একযোগে তল্লাশি চালিয়ে রাজ কুমার দীক্ষিত, অমর কুমার, বিভাষ কুমার মিত্র, নীতিন ভার্মা, মো. ওয়াসিম এবং আবিদ-কে গ্রেফতার করা হয়।

তদন্তকারীদের দাবি, রাজ কুমার দীক্ষিত এই চক্রের মূল মাথা। মাত্র নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করলেও তিনি দারিয়াগঞ্জে বসে বিশাল ভুয়ো ইনভয়েস চক্র চালাতেন।

অভিযোগ, তিনি প্রায় ২৫০টি শেল কোম্পানি তৈরি করে জাল জিএসটি লেনদেন ও ভুয়ো আইটিসি দাবির নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলেন। অর্থের উৎস গোপন করতে একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, মোবাইল নম্বর ও মধ্যস্থতাকারীদের ব্যবহার করা হত।

পুলিশ জানিয়েছে, সরকারি কোষাগারে বিপুল ক্ষতির কারণ হওয়া এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত এবং কারা সুবিধাভোগী, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অবৈধভাবে গঠিত সালিশি আদালতের আরও এক রায় 'অকার্যকর ও বাতিল' ঘোষণা ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৬ মে: ভারত সরকার শনিবার আবারও ১৯৬০ সালের সিন্ধু জল চুক্তি (আইডব্লিউটি) সংক্রান্ত তথাকথিত "অবৈধভাবে গঠিত" সালিশি আদালতের সাম্প্রতিক রায়কে "অকার্যকর ও বাতিল" বলে ঘোষণা করেছে। ভারতের দাবি, এই আদালতের গঠনই আইনসঙ্গত নয়, ফলে তার কোনও সিদ্ধান্তের আইনি ভিত্তি নেই।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে জানান, ১৫ মে ২০২৬-এ তথাকথিত আদালত সিন্ধু জল চুক্তি সংক্রান্ত 'সর্বাধিক জলধারণ ক্ষমতা' নিয়ে একটি রায় প্রকাশ করেছে।

তিনি বলেন, "ভারত এই তথাকথিত রায়কে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করছে। এর আগে এই অবৈধ আদালতের যেসব সিদ্ধান্ত এসেছে, সেগুলিও ভারত মানেনি। ভারত কখনও এই আদালতের গঠনকে স্বীকৃতি দেয়নি। এই আদালতের যেকোনও কার্যক্রম, রায় বা সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অকার্যকর ও বাতিল।"

১৯৬০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধু নদী ব্যবস্থা নিয়ে সিন্ধু জল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তবে গত বছরের পাহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার পর ভারত আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগ করে চুক্তিটিকে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

বিদেশ মন্ত্রকের বক্তব্য অনুযায়ী, যতদিন চুক্তি স্থগিত থাকবে, ততদিন ভারত তার কোনও দায়বদ্ধতা পালন করতে বাধ্য নয়। এছাড়া, ভারতের দাবি এই তথাকথিত সালিশি আদালতের ভারতের সার্বভৌম সিদ্ধান্ত খতিয়ে দেখার কোনও এখতিয়ার নেই।

এর আগেও জম্মু ও কাশ্মীরের কিষেনগঙ্গা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং রাতলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে আদালতের রায়ের বিরোধিতা করেছিল ভারত।

ভারতের অভিযোগ, পাকিস্তান আন্তর্জাতিক মঞ্চকে ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে বিভ্রান্তিকর কৌশল নিয়েছে এবং সন্ত্রাসবাদে তার ভূমিকার দায় এড়ানোর চেষ্টা করছে।

ভোজশালা রায়ে সন্তোষ বিজেপি ও শিবসেনা-ইউবিটির, বিতর্কিত ধর্মস্থানের 'মূল ধর্মীয় পরিচয়' ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (আইএএনএস): ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং শিবসেনা (ইউবিটি) শনিবার ভোজশালা কমপ্লেক্সকে মন্দির হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট-এর রায়কে স্বাগত জানিয়েছে। একই সঙ্গে দুই দলের নেতারা দেশের বিভিন্ন বিতর্কিত উপাসনাস্থলের 'মূল ধর্মীয় পরিচয়' পুনরুদ্ধারের দাবি তুলেছেন।

উল্লেখ্য, হিন্দু আবেদনকারীদের দাবি, জ্ঞানবাপী মসজিদ এবং শাহী ইদগাহ মসজিদ যথাক্রমে প্রাচীন কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ও শ্রী কৃষ্ণ জন্মস্থান মন্দিরের উপরে নির্মিত হয়েছিল।

বিজেপি সাংসদ কমলজিৎ সেহরাওয়াত বলেন, "প্রত্যেক ধর্মীয় স্থানের নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে। ভোজশালায় রাজা ভোজের সম্পত্তির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে এবং সেখানে দেবী সরস্বতীর পুজো হত। তাই প্রমাণের ভিত্তিতে আদালতের এই সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয়।"

তিনি আরও বলেন, ওই স্থানের প্রাথমিক সাংস্কৃতিক পরিচয় পুনঃপ্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত। যদিও তিনি মসজিদ নির্মাণের জন্য বিকল্প জমি দেওয়ার বিষয়েও সমর্থন জানান।

মধ্যপ্রদেশ হাই কোর্ট মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বিকল্প জমি বরাদ্দের সম্ভাবনাও বিবেচনা করতে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিল।

বিজেপি সাংসদ অতুল গার্গ বলেন, "ভারতের মতো দেশে এ ধরনের বিষয় আদালত পর্যন্ত গড়ানো দুঃখজনক। যাঁরা মন্দির দখল করে ধর্মীয় স্থান হিসেবে ব্যবহার করছেন, তাঁদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।"

বিহারের মন্ত্রী দিলীপ কুমার জয়সওয়াল দাবি করেন, দেশে এমন বহু ধর্মীয় স্থান রয়েছে যেগুলির পরিচয় সময়ের সঙ্গে বদলে দেওয়া হয়েছিল।

তাঁর কথায়, "ক্রমশ তথ্য সামনে আসছে। বিচারব্যবস্থা ও সাধারণ মানুষও প্রকৃত তথ্য বুঝতে পারছেন এবং সেই অনুযায়ী মূল ধর্মীয় পরিচয়কে স্বীকৃতি দিচ্ছেন।"

বিজেপি মুখপাত্র অজয় আলোক এই রায়কে "ঐতিহাসিক" বলে অভিহিত করেন। তাঁর বক্তব্য, "মুসলিম পক্ষের উচিত এই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানানো এবং অন্য জমিতে মসজিদ নির্মাণের আবেদন করা।"

অন্যদিকে শিবসেনা-ইউবিটি মুখপাত্র আনন্দ দুবে বলেন, "কোটি কোটি হিন্দুর ভাবাবেগের কথা মাথায় রেখে এই রায় দেওয়া হয়েছে। আমরা আদালতের প্রতি কৃতজ্ঞ।"

তিনি দাবি করেন, রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিরোধ মামলার রায়ের সময় যেমন আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তেমনই পরিস্থিতি আবার তৈরি হয়েছে।

তাঁর আরও দাবি, "মুঘল শাসকেরা আমাদের দেশের বহু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। এখন বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা সেই স্থানগুলি ফেরত পাচ্ছি।"

এছাড়াও তিনি আশা প্রকাশ করেন, মথুরার শ্রী কৃষ্ণ জন্মস্থান সংক্রান্ত বিতর্কেরও সমাধান হবে।

বিহারের পূর্ণিয়ায় জমি-বিবাদ ঘিরে ভয়াবহ সংঘর্ষ, আক্রান্ত পুলিশ দল; বহু আহত

পাটনা, ১৬ মে (আইএএনএস): বিহারের পূর্ণিয়া জেলার ধামদাহা থানার অন্তর্গত আন্দিটোলা গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। শনিবারের এই সংঘর্ষে পুলিশকর্মী-সহ একাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েকটি পুলিশ গাড়িও।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল প্রায় সাড়ে ৭টা নাগাদ স্থানীয় স্তরে শুরু হওয়া বচসা দ্রুত উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে উত্তেজিত জনতার হামলার মুখে পড়তে হয়।

পূর্ণিয়া পুলিশের এক মুখপাত্র জানান, ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দেখতে পায় যে এক পক্ষের সদস্য বাবুলাল সোরেন এবং অশোক সোরেন-কে অন্য পক্ষ আটকে রেখেমারধর করেছে। অভিযোগ, ধারালো অস্ত্রও ব্যবহার করা হয়েছিল। তাঁদের উদ্ধার করতে গিয়েই পরিস্থিতি আরও অশান্ত হয়ে ওঠে।সংঘর্ষে এক পক্ষের দু'জন গুরুতর আহত হন এবং তাঁদের জিএমসিএইচ পূর্ণিয়া-এ পাঠানো হয়। অন্য পক্ষের পাঁচজনও আহত হন এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।এছাড়া চারজন পুলিশকর্মীও আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন ধামদাহা থানার ওসি রবিশঙ্কর এবং ডায়াল-১১২-এর চালক কুন্দন।

প্রাথমিকভাবে সকল আহতকে ধামদাহা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

অভিযান চলাকালীন দুষ্কৃতীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় এবং তিনটি পুলিশ গাড়ি ভাঙচুর করে। আহতদের সরানোর সময় একটি পেট্রোলিং গাড়ির কাচ লাঠি দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন অনুপম, সন্দীপ গোল্ডি এবং শৈলেশ প্রীতম। পরে পূর্ণিয়ার পুলিশ সুপার সুইটি সেহরাওয়াত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন।

দীর্ঘ চেষ্টার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বর্তমানে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। অভিযুক্তদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের জন্য পৃথক পুলিশ দল গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি ফরেন্সিক বিজ্ঞান গবেষণাগারের দলও ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রমাণ সংগ্রহ করেছে।পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের ধরতে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চলছে।

আরজি কর ধর্ষণ-খুন মামলা কলকাতা হাই কোর্টের নতুন বেঞ্চে স্থানান্তর

কলকাতা, ১৬ মে (আইএএনএস): বহুল আলোচিত আরজি কর ধর্ষণ ও খুন মামলার শুনানি এবার কলকাতা হাইকোর্ট-এর নতুন বেঞ্চে স্থানান্তর করা হয়েছে। শনিবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পল জানান, মামলাটি এবার বিচারপতি শম্পা সরকার এবং বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ-এর ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি হবে।

ভুক্তভোগীর পরিবার ২০২৪ সালের ৯ অগস্টের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিতে নতুন করে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) তদন্তের আবেদন করেছে।

পাশাপাশি, নিহত চিকিৎসককে যেখানে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, সেই আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল-এর ঘটনাস্থল পরিদর্শনের অনুমতি চেয়ে হাই কোর্টে আবেদন করেছে পরিবারের আইনজীবী। অন্যদিকে, সিবিআই অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়-এর জন্য মৃত্যুদণ্ডের আবেদন করেছে। যদিও নিম্ন আদালতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত সঞ্জয় রায় নিজেকে নির্দোষ দাবি করে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন।

প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ শনিবার জানিয়েছে, মামলার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত আবেদন যার মধ্যে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের আবেদনও রয়েছে নতুন ডিভিশন বেঞ্চেই শুনানি হবে।

উল্লেখ্য, এর আগে মামলাটি কলকাতা হাই কোর্টের বিভিন্ন বেঞ্চে শুনানি চলছিল। গত ১২ মে বিচারপতি রাজশেখর মান্থা-এর ডিভিশন বেঞ্চ মামলার শুনানি থেকে সরে দাঁড়ায়। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার দ্রুত শুনানি প্রয়োজন।" এরপরই নতুন বেঞ্চ গঠন করা হয়।

ভুক্তভোগীর পরিবার আগেই ঘটনাস্থল পুনরায় দেখার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিল। সে সময় বিচারপতি মন্থ মন্তব্য করেন, "পরিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে চায়, সিবিআইয়ের তাতে আপত্তি নেই। তাহলে রাজ্যের আপত্তি কোথায়? তারা তো এই মামলার পক্ষও নয়।"

বিচারপতি মন্থ আরও মত দেন যে, সঞ্জয় রায়ের খালাসের আবেদন এবং সিবিআইয়ের মৃত্যুদণ্ডের আবেদন একসঙ্গে শুনানি হওয়া উচিত।

সূত্রের খবর, ভুক্তভোগীর পরিবারের আইনজীবীরা সোমবার নতুন বেঞ্চের কাছে দ্রুত শুনানির আবেদন করতে পারেন।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৯ অগস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে এক মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। পরদিন সঞ্জয় রায়-কে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ। পরে আদালতের নির্দেশে তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে যায়। ২০২৫ সালের ১৮ জানুয়ারি শিয়ালদহ আদালত সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করে এবং বিচারক অনির্বাণ দাস ২০ জানুয়ারি তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন।

তবে রায় ঘোষণার আগেই ভুক্তভোগীর বাবা-মা সিবিআই তদন্ত নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে হাই কোর্টে আবেদন করেছিলেন। পরে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট-এও পৌঁছায়। সর্বোচ্চ আদালত জানায়, এই মামলার শুনানি কলকাতা হাই কোর্টেই চলবে।

২২ মে মোদীর সঙ্গে বৈঠক করবেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয়, দিল্লিতে রাজনৈতিক ও শিল্পমহলে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি

চেন্নাই, ১৬ মে (আইএএনএস): তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি. জোসেফ বিজয় আগামী ২২ মে নয়াদিল্লি সফরে যেতে পারেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে এটি তাঁর প্রথম বড় পর্যায়ের রাজনৈতিক যোগাযোগ হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, সফরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে। বৈঠকে তামিলনাড়ুর আর্থিক বরাদ্দ, পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং নতুন সরকারের প্রশাসনিক অগ্রাধিকারের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন-এর সঙ্গে বৈঠক চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়াও চলছে বলে জানা গিয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বৈঠকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আগামী দিনে সদ্য নির্বাচিত তামিলনাড়ু সরকার এবং কেন্দ্রের সম্পর্ক কোন দিকে এগোবে, তার ইঙ্গিত মিলতে পারে এই বৈঠক থেকেই।

দিল্লি সফরের সময় প্রোটোকল মেনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন-এর সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়।

যদিও এই বৈঠকগুলিকে আনুষ্ঠানিক হিসেবে দেখা হচ্ছে, তবুও বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর বিজয়ের দ্রুত উত্থানের প্রেক্ষাপটে এর রাজনৈতিক গুরুত্বও রয়েছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

সূত্রের খবর, সরকারি বৈঠকের বাইরেও বিজয়ের দিল্লি সফরের সূচিতে থাকতে পারে দেশের শীর্ষ শিল্পপতি, কূটনীতিক, আইন বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা।বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ দেখাতে পারেন বলে জানা গিয়েছে।

সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের পর তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বড় পরিবর্তন এসেছে। সেই প্রেক্ষাপটে বিজয়ের এই দিল্লি সফর বৃহত্তর রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

প্রশাসনিক সূত্রের মতে, দিল্লিতে হওয়া আলোচনার প্রভাব আগামী দিনে রাজ্যের একাধিক উন্নয়ন ও আর্থিক প্রস্তাবের উপর পড়তে পারে।

অসমে দেশের প্রথম এআই-চালিত 'ফিজিটাল' ব্যাঙ্ক শাখার উদ্বোধন, করলেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ১৬ মে (আইএএনএস): দেশের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চালিত 'ফিজিটাল' ব্যাঙ্কিং শাখার উদ্বোধন করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। শনিবার গুয়াহাটিতে স্লাইস স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক-এর এই অত্যাধুনিক ব্যাঙ্ক শাখার উদ্বোধন করে তিনি বলেন, এই উদ্যোগ প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাঙ্কিং এবং ডিজিটাল বিনিয়োগের জন্য অসমের প্রস্তুতির প্রতিফলন।

গুয়াহাটির জিএস রোডে অবস্থিত এই নতুন প্রজন্মের ব্যাঙ্ক শাখাটি শারীরিক পরিষেবার সঙ্গে ডিজিটাল ও এআই-ভিত্তিক পরিষেবার সমন্বয় ঘটিয়েছে। এর লক্ষ্য ব্যাঙ্কিং পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য, সুবিধাজনক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলা।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই 'ফিজিটাল' শাখায় এআই-সমর্থিত সেলফ-সার্ভিস কিয়স্ক, কাগজবিহীন নগদ জমা ও উত্তোলন ব্যবস্থা এবং ডিজিটাল অনবোর্ডিং সুবিধা রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রাহকরা সহজেই ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ব্যবহার করতে পারবেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন এই শাখা শহরাঞ্চল এবং পরিষেবাবঞ্চিত মানুষের জন্য আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

তাঁর মতে, বেসরকারি ব্যাঙ্কের এই বিনিয়োগ অসম সরকারের প্রযুক্তিনির্ভর এবং দায়িত্বশীল ব্যবসাকে উৎসাহিত করার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, "দেশের প্রথম ডিজিটাল ও এআই-চালিত ব্যাঙ্ক শাখা গুয়াহাটিতে চালু হওয়া প্রমাণ করে যে, ভবিষ্যতের ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে সমর্থন করার জন্য অসম প্রস্তুত।"

নতুন ব্যবস্থার সুবিধা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, গ্রাহকরা এখন পৃথক আবেদন ছাড়াই সরাসরি একীভূত পেমেন্ট ইন্টারফেস (ইউপিআই)-এর মাধ্যমে ঋণ সুবিধা পেতে পারবেন।

তিনি বলেন, বিশেষত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মহিলা উদ্যোক্তা এবং দ্রুত কার্যকর মূলধন প্রয়োজন এমন মানুষ এই ব্যবস্থার মাধ্যমে উপকৃত হবেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, বহু মানুষ এখনও আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থার বাইরে রয়েছেন। এই ধরনের উদ্যোগ তাঁদের কাছে ব্যাঙ্কিং ও ঋণ পরিষেবা পৌঁছে দিয়ে প্রকৃত অর্থে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পথ প্রশস্ত করবে।

এছাড়াও রাজ্যে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ এবং তরুণদের জন্য নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরির প্রতিশ্রুতিও পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি।

নিট প্রশ্নফাঁস নিয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধানকে অপসারণের দাবি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৬ মে: নীট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অবিলম্বে অপসারণের দাবি জানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার তিনি অভিযোগ করেন, কোটি কোটি পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ রক্ষায় কেন্দ্র সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে রাহুল গান্ধী দাবি করেন, প্রায় ২২ লক্ষ নীট পরীক্ষার্থী প্রতারিত হয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় করা এক পোস্টে তিনি লেখেন, "২২ লক্ষ নীট পড়ুয়ার সঙ্গে প্রতারণা হয়েছে। কিন্তু মোদীজি একটি কথাও বলছেন না। ধর্মেন্দ্র প্রধানজিকে অবিলম্বে সরান, নাহলে নিজেই দায়িত্ব নিন। মোদীজি, এখনই ধর্মেন্দ্র প্রধানকে বরখাস্ত করুন।"

একটি ভিডিও বার্তায় রাহুল গান্ধী দাবি করেন, পরীক্ষার দু'দিন আগেই নীট-এর প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

তিনি শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান-কে নিশানা করে বলেন, "সারা দেশ জানে পরীক্ষার দু'দিন আগে প্রশ্নপত্র বিলি হয়েছে। অথচ শিক্ষামন্ত্রী বলছেন এর সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। আপনারা ভারতের মূল ভাবনাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন।"

রাহুলের অভিযোগ, শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, বিজেপি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত কিছু ব্যক্তির মধ্যে একটি যোগসাজশ তৈরি হয়েছে, যা ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের বিনিময়ে মুনাফার পথ খুলে দিয়েছে।

তিনি আরও দাবি করেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রেও যোগ্যতার বদলে আদর্শগত ঘনিষ্ঠতাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

রাহুল গান্ধীর বক্তব্য, "যদি কেউ আরএসএস-এর সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে উপাচার্য হতে পারেন। আর না থাকলে সুযোগ নেই।"

দেশজুড়ে বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাও তুলে ধরে তিনি অভিযোগ করেন, অন্তত ৮০ বার এমন ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে প্রায় ২ কোটি তরুণ-তরুণীর ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ঘটনার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির দাবি জানানোর পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রীকে সরানোর আহ্বানও জানান তিনি।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

প্রক্রিয়াজাত সুপের ক্ষতিকর প্রভাব

টিন কিংবা প্যাকেট-জাত সুপ বাড়াতে পারে স্থূলতা ও রক্তচাপ। শিশু থেকে বৃদ্ধ যেই হোক, আবহাওয়া পরিবর্তনের সময়ে মৌসুমি সর্দি জ্বরে আক্রান্ত হলে এক বাটি গরম সুপ কপালে জুটবেই। চাইনিজ রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে সবার আগে সুপ খাওয়া যেন সংস্কৃতিরই অংশ। আবার বিভিন্ন ধরনের সুপ খেতে পছন্দ করা মানুষের সংখ্যাও কম নয়।

রেস্তোরাঁয় খেলে ভিন্ন কথা, তবে ঘরে তিনবেলার রান্নার পর আবার সুপ বানানোর ঝক্কি নিতে মন নাই চাইতে পারে। সেক্ষেত্রে খুব সহজ উপায় হল কৌটা কিংবা প্যাকেটজাত 'রেডি- মেইড' সুপ।

অনেকে পরিবারে অসুস্থ মানুষের সামনেও অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর খাবার হিসেবে পরিবশন করা হয় এই সুপ। তবে সমস্যা হলো অতিমাত্রায় প্রক্রিয়াজাত খাবারগুলো তালিকায় প্রথম সারিতেই জায়গা করে নেয় এই তৈরি সুপ।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো কৌটা ও প্যাকেটজাত সুপ খাওয়া ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে।

পেট ফোলাভাব: পেট ফুলে থাকা তেমন মারাত্মক কোনো সমস্যা না হলেও তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত অস্বস্তিকর একটি অনুভূতি। অতিরিক্ত লবণ আছে এমন খাবার খাওয়ার সাধারণ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হল পেট ফোলাভাব। আর কৌটা ও প্যাকেটজাত সুপে প্রচুর লবণ থাকে।

সাধারণ মাপের এক বাটি সুপে থাকতে পারে ৬০০ থেকে ৭০০ মি.লি. গ্রাম লবণ। সোডিয়াম

খাওয়া থেকে পেট ফোলাভাব হওয়া নির্দিষ্ট কারণ জানা না গেলেও বিশেষজ্ঞদের ধারণা, পানি ধরে রাখার প্রবণতাই এর পেছনে দায়ী। খাদ্যাভ্যাসে অতিরিক্ত সোডিয়াম থাকলে পেট ফোলাভাব অনুভূতি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে প্রায় ২৭ শতাংশ, দাবি বিশেষজ্ঞদের।

স্থূলতা: 'রেডি-মেইড' সুপে থাকা অতিরিক্ত লবণ এবং ফলশ্রুতিতে অতিরিক্ত সোডিয়াম ওজন বৃদ্ধিতেও বড় ধরনের ভূমিকা রাখে। বিশেষত শরীরের মধ্যবর্তী অংশ যেখান থেকে মেদ কমানো সব চাইতে কঠিন সেখানেই মেদ জমায় এই সোডিয়াম।

আবার গবেষণা বলে সোডিয়াম বেশি খাওয়ার কারণে চিনি মিশ্রিত খাবারের প্রতি আগ্রহ বাড়ে, যা ওজন বেড়ে যাওয়ার আরেকটি বড় কারণ। তবে শুধু সোডিয়ামই যথেষ্ট শরীরের ওজনকে অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

২০১৫ সালে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে একটি গবেষণা করা হয় যাতে অংশ নেয় মোট ১০০০ হাজার শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। পর্যবেক্ষণে রাখা হয় চার দিনের খাদ্যাভ্যাস আর তাতে সোডিয়ামের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা করা মূত্র। দেখা যায়, শুধু অতিরিক্ত লবণ খাওয়াই শরীরের ওজন অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে যাওয়া ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে ২৫ শতাংশ।

উচ্চ রক্তচাপ: এখানেও থলের বিড়াল ওই সোডিয়াম।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার পুষ্টিবিদ এবং 'হেলথ উইনস কোচিং অ্যান্ড কনসাল্টিং'য়ের কর্ণধার জেনা মোরার বলেন, ''সাধারণ এক কৌটা সুপে সোডিয়াম থাকে প্রায় ১৪০০ থেকে ১৮০০ মি.লি. গ্রাম। অনেক সুপে আরও বেশি থাকে। যদি আপনি অর্ধেকটাও খান তবুও নুন্যতম ৭০০ মি.লি. গ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ করছেন।''

আমেরিকার হার্ট অ্যাসোসিয়েশন'য়ের নির্দেশনা মতে, যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে তাদের দৈনিক সোডিয়াম বা লবণ গ্রহণের মাত্রা ১৫০০ মি.লি. গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। আর প্রাপ্তবয়স্ক একজন সুস্থ মানুষের সোডিয়াম প্রয়োজন ২৩০০ মি.লি. গ্রাম। এখন দৈনিক চাহিদার প্রায় অর্ধেকটাই পূরণ হয়ে গেল মাত্র একবাটি সুপ খেয়েই। সারাদিন আরও অনেক ধরনের খাবার আপনি খেয়েছেন, আরও খাওয়া হবে। এভাবে গড় হিসেবে একজন আমেরিকান নাগরিক প্রায় ৩৬০০ মি.লি. গ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ করে ফেলেন। ফলে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ে মারাত্মক হারে। আর উচ্চ রক্তচাপ ক্রমে বয়ে আনে হৃদরোগ, স্ট্রোক, বৃক্ক নষ্ট ও দৃষ্টিশক্তি কমার সমস্যা।

মোরার আরও বলেন, 'কিছু বিশেষ ধরনের কৌটাজাত সুপের ক্যালরি ও 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট'য়ের মাত্রাও বেশি থাকে, যা ওজন বৃদ্ধি এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। খাদ্যাভ্যাসে 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট' বেশি হলে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল (এলডিএল)'য়ের একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন উপাদান 'এপিওবি'য়ের মাত্রা বাড়ে। এজন্য ক্রিমজাতীয় সুপ যতটা কম খাওয়া যায় ততই ভালো।

হরমন সমস্যা: অনেক কৌটাজাত সুপে ব্যবহার হয় সোডিয়াম ফসফেট, যার কাজ হল সুপকে দীর্ঘ দিন খাওয়ার যোগ্য হিসেবে সংরক্ষণ করা এবং এর স্বাদ বাড়ানো।

ফসফেট আমাদের খাদ্যাভ্যাসের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। তবে প্রাকৃতিক ফসফেটের বাইরে যেকোনো ফসফেট শরীরে 'এন্ডোক্রাইন সিস্টেম' যা শরীরের হরমোন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এর পরিণতি হিসেবে 'টিস্যু' নষ্ট হয় যা ডেকে আনে হৃদরোগ, বৃক্কের ক্ষয়, হাড়ের ভঙ্গুরতা ইত্যাদি।

কাজ কমাতে গিয়ে 'রেডি-মেইড' সুপকে বেছে নেওয়া স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হবে একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই প্যাকেট কিংবা কৌটাজাত সুপ খাওয়া কমাতে হবে, বাদ দিতে পারলে সবচাইতে ভালো। ঘরেই সুপ তৈরি করুন, প্রয়োজনে বেশি করে রান্না করে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ হৃদরোগীদের জন্য উন্নত মিনিমালি ইনভেসিভ কার্ডিয়াক সার্জারির উপর গুরুত্বারোপ করল বিএম বিড়লা হার্ট হাসপাতাল

আগরতলা, মে ২০২৬।। পূর্ব ভারতের অন্যতম শীর্ষ হৃদরোগ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান সিকে বিড়লা হসপিটালস — বিএম বিড়লা হার্ট হাসপাতাল, ডা. রতন কুমার দাস, ডিরেক্টর — কার্ডিওথোরাসিক অ্যান্ড ভাসকুলার সার্জারি (সিটিভিএস)-এর নেতৃত্বে উন্নত মিনিমালি ইনভেসিভ কার্ডিয়াক সার্জারি (এমআইসিএস)-এর মাধ্যমে হৃদরোগ সার্জারির ফলাফলকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে। এই আধুনিক পদ্ধতি বয়স্ক এবং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ হৃদরোগীদের জন্য নতুন আশার সঞ্চার করছে, কারণ এটি প্রচলিত ওপেন-হার্ট সার্জারির তুলনায় অস্ত্রোপচারের আঘাত, অপারেশন-পরবর্তী ব্যথা এবং সুস্থ হতে সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়।

প্রচলিত ওপেন-হার্ট সার্জারিতে যেখানে বুকের হাড় কেটে বড় চিরা দিতে হয়, সেখানে মিনিমালি ইনভেসিভ কার্ডিয়াক সার্জারি (এমআইসিএস)-এ বিশেষ যন্ত্রপাতি এবং আধুনিক সার্জিক্যাল প্রযুক্তির সাহায্যে পাঁজরের মাঝখান দিয়ে ছোট চিরার মাধ্যমে অস্ত্রোপচার করা হয়। এই পদ্ধতিতে সংক্রমণের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে, রক্তক্ষয় ও রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়, হাসপাতালে থাকার সময় কম লাগে এবং খুব কম দাগের সঙ্গে দ্রুত সুস্থ হওয়া সম্ভব হয়।

আধুনিক হৃদরোগ চিকিৎসায় মিনিমালি ইনভেসিভ প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব তুলে ধরে ডা. রতন কুমার দাস বলেন, বয়স্ক রোগী অথবা একাধিক সহ-রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রায়ই হার্ট সার্জারির প্রয়োজন হয়, কিন্তু বড় অস্ত্রোপচার এবং দীর্ঘ পুনরুদ্ধারের আশঙ্কায় তারা ভীত থাকেন। মিনিমালি ইনভেসিভ কার্ডিয়াক সার্জারি এই অভিজ্ঞতাকে বদলে দিয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে জটিল অস্ত্রোপচার করতে পারছি, একই সঙ্গে রোগীর শরীরে কম আঘাত এবং দ্রুত পুনর্বাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। সবচেয়ে সন্তোষজনক বিষয় হল, রোগীদের দ্রুত সুস্থ হয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে দেখা।''

সাম্প্রতিক এক উল্লেখযোগ্য চিকিৎসা সাফল্যে, বিএম বিড়লা হার্ট হাসপাতালের চিকিৎসক দল এক ৭০ বছর বয়সি মহিলার জটিল মিনিমালি ইনভেসিভ কার্ডিয়াক সার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। রোগীটি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হাইপোথাইরয়েডিজম, পূর্ববর্তী হিপ রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি, স্তনের টিউমার অপারেশন এবং স্থায়ী কার্ডিয়াক পেসমেকারসহ একাধিক সহ-রোগে আক্রান্ত ছিলেন। হৃদযন্ত্রের কার্যক্ষমতা অত্যন্ত কমে যাওয়ায় (ইএফ মাত্র ২২) তিনি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন এবং আরও একটি অস্ত্রোপচার করাতে প্রথমদিকে ভীত ছিলেন।

হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ দলের বিস্তারিত মূল্যায়ন ও পরামর্শের পর, তিনি ডা. দাসের নেতৃত্বে একটি সফল MICS পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যান। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হওয়া সত্ত্বেও রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং অস্ত্রোপচারের পরবর্তী কোনো ফুসফুস-সংক্রান্ত জটিলতা ছাড়াইশরীরে নগণ্য ক্ষতের চিহ্ন নিয়েমাত্র ছয় দিনের মধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র লাভ করেন। এই ঘটনাটি জটিল কার্ডিয়াক ক্ষেত্রেও উন্নত ফলাফল নিশ্চিত করতে বিএম বিড়লা হার্ট হাসপাতালের উন্নত সার্জিক্যাল উদ্ভাবন এবং রোগীকেন্দ্রিক পরিষেবার সমন্বয়ের উপর জোরকে প্রতিফলিত করে। পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের রোগীদের জন্য মিনিমালি ইনভেসিভ এবং নির্ভুলতাভিত্তিক কার্ডিয়াক প্রক্রিয়ায় হাসপাতালটি তার দক্ষতাকে আরও শক্তিশালী করে চলেছে।

হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ খেলাগুলো

কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ খেলাগুলো। প্রযুক্তি এর স্থানটা কেড়ে নিয়েছে বলেই মনে করি আমি।

শিশু-কিশোররা কম্পিউটার, স্মার্টফোন, ট্যাবসহ নানা ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে এখন ব্যস্ত থাকে। আগে শিশুরা অবসর সময় পার করত গাছের পরিচর্যা, মাঠে খেলাধুলা, হৈ-হুল্লোড় করে। কিন্তু এখনকার শিশুদের আমার শৈশব বঞ্চিত মনে হয়। নবজাতক কিছু বড় হলেই তার হাতে ইলেকট্রনিক ডিভাইস দিয়ে দেন বাবা-মা। এক প্রতিবেদনে দেখলাম, এতে করে শিশুরা কথা বলাও এখন শিখছে দেরিতে। আগে বাবা, মা, দাদা, দাদী, ফুপুরা নবজাতককে সময় দিত, কথা বলত, খেলাধুলা করত। এতে তারা দ্রুত কথা বলা শিখে যেত, খেলতে শিখত। নবজাতক বড় হওয়ার পরও মাঠের খেলা বা শারীরিক কসরত আছে এমন খেলাগুলোতে আগ্রহী হয় না। ঘরে বসে স্ক্রিনে থাকে চোখ আর দুই

আঙুলে চলে পুরো বিশ্বভ্রমণ। যেখানে নেই শারীরিক কসরত। শারীরিক, মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলার বিকল্প নেই। সামাজিক, নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ক্ষেত্রেও গ্রামীণ খেলাধুলাগুলো গুরুত্বপূর্ণ। এসব খেলাধুলার মাধ্যমে শিশু- কিশোররা যোগ্য নাগরিকের গুণাবলী, দলীয় শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব প্রদান, বিজয় লাভের উপায় এবং পরাজয়ে ভেঙ্গে না পড়া সম্পর্কে শিখতে পারে। আত্মবিশ্বাসী আর শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব নিয়ে বড় উঠতে পারে।

আলতাব হোসেন নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করছিলাম এ বিষয়টা নিয়ে। আসলে কেমন ছিল আগেকার শৈশব- কৈশোর। তিনি আমাকে বলছিলেন, 'আগে মাঠের কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু বর্তমানে শিশু- কিশোরদের পড়াশোনার চাপ বেড়েছে। এছাড়াও আগের মত খেলাধুলার মাঠ নেই। তাই শিশু-কিশোররা অবসর বিনোদন হিসেবে মোবাইল বা কম্পিউটারে গেমস খেলছে।' গ্রামীণ খেলাগুলো অবহেলা অসচেতনতার কারণে আজ হারিয়ে যাওয়ার পথে। আমাদের সকলের উচিত এগুলো রক্ষার্থে এগিয়ে আসা। নয়ত অমূল্য এই ঐতিহ্য হারিয়ে যাবে।

১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সার কীভাবে কাজ করে?

এই সার ১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় হওয়ায় ধুয়ে মুছে বা উবে কোন প্রকারে অপচয় হয় না এবং ফসল পায় ১০০ শতাংশ খাদ্য। স্পে-র মাধ্যমে প্রয়োগ করা এই সার কিউটিকল ও পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে পাতারা কোষে কোষে পৌঁছে ফসলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দশার যথা - ফুল আসা, ফল ধরায় যথার্থ পুষ্টির যোগান দেয় ও ফসলের বিভিন্ন বিকাশ পর্যায়ে সাহায্য করে যা কৃষককে ফসলের উচ্চ ফলন পাওয়াকে নিশ্চিত করে। এই সার ফসলকে অনুর্বর মাটিতেও যথার্থ পুষ্টি দানের মাধ্যমে বাড়তি ফলন দিতে সাহায্য করে। ধান, ফুল, ডালশস্য, তৈলবীজ প্রভৃতি চাষে ইউরিয়া ফসফেট অত্যন্ত কার্যকরী, পক্ষান্তরে উচ্চলাভযুক্ত ফসল ও পটাশ পছন্দকারী ফসল যথা সবজি, আলু, কচু, আদা, ওল, বাদাম, ফল ও অন্যান্য বাগিচা ফসলে এন পি কে ১৮:১৮:১৮ ফসলের ফলন ও গুণমান বৃদ্ধিতে বিশেষ কার্যকরী। পশ্চিমবঙ্গে অনুসেচ ব্যবস্থার প্রচলন এখনো জনপ্রিয় হয়নি। স্বল্পমূল্যের অনুসেচ ব্যবস্থার প্রসার বিশেষত সবজি ও ফল চাষে একান্ত জরুরি। অনুসেচ বা বিন্দু সেচ ব্যবস্থার পরিকাঠামো গড়ে তুলে ১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সার গাছের গোড়ায় গোড়ায় শিকড়ের কাছে জলসেচের সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারলে জল ব্যবহারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সার ব্যবহারের উৎকর্ষতা অত্যন্ত উচ্চ মানের হবে, তাতে খরচও বাড়বে উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের আয়। ১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সারের সংরক্ষণ ও প্রয়োগ বার্তা —এই সার প্যাক করা ব্যাগে অনেক বছর মজুদ করা যায়, তবে খোলা ব্যাগ ব্যবহার করে ফেলতে হবে বা ব্যাগের মুখ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে অন্যথা সারের উপাদান নষ্ট হতে পারে বা আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। দীর্ঘদিনের মজুতে সার জমে গেলেও এর মিশ্রণ যোগ্যতা, মৌল কণা উপাদানের পরিমাণ ও কার্যকারিতা অপরিবর্তিত থাকে। এই সার সকাল ১০টার আগে ও বিকাল ৪টার পরে স্প্রে করা বাঞ্ছনীয়। ঝোড়ো হাওয়া বা বৃষ্টির দিনে স্প্রে করা উচিত নয়। সারের সর্বোচ্চ শোষণ ও আত্তিকরণের জন্য স্প্রে-র সময় পাতার নিচের পৃষ্ঠতল সম্পূর্ণ ভিজানো দরকার। সঠিক মাত্রায় স্প্রে করা উচিত কারণ মাত্রা বেশি হলে ফলনের যেমন ক্ষতি হতে পারে তেমনি মাত্রা বা ঘনত্ব কম হলে স্প্রে অকার্যকর হবে। উপযুক্ত মাত্রা হল প্রতি লিটার জলে ১০ গ্রাম অর্থাৎ ১ শতাংশ। ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও গুণমান উন্নত করার পাশাপাশি ১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সার পরিবেশবান্ধব ও অতি সহজে পাতার স্প্রে-র মাধ্যমে প্রয়োগ করা যায় বলে এই সারের ব্যাবহার কৃষকদের কাছে শীঘ্রই আবশ্যিক হয়ে দাঁড়াবে। পাতার মাধ্যমে শোষিত বা অনুসেচত সহযোগে ব্যবহৃত এই সার পাতার ক্লোরোফিল সংশ্লেষণ ও শর্করা উৎপাদন বাড়িয়ে উদ্ভিদের জল শোষণ ক্ষমতা বাড়ায় ফলে ফসলের পরিবহন তন্ত্রের মাধ্যমে পুষ্টি মৌল কণার আত্তিকরণের বৃদ্ধি ঘটে, ফসল পায় উপযুক্ত পুষ্টি।

হেঁচকি কেন উঠে, থামাবেন কীভাবে?

খাবার খাওয়ার সময়, গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের মধ্যে অথবা অবসর কাটানোর সময় হঠাৎ হেঁচকির প্রকোপ শুরু হওয়াটা খুব সাধারমত একটি বিষয়। এমনকি কোনো কারণ ছাড়াই যখন তখন মানুষের হেঁচকি শুরু হলে তা নিয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিপাকতন্ত্রের গোলমালের কারণেই মানুষের হেঁচকি আসে। মানুষের হেঁচকি আসে কেন? বিজ্ঞানীরা শত শত বছর ধরে আপাতদৃষ্টিতে ক্ষতিহীন এই শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত সমস্যা সুনির্দিষ্ট কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। হেঁচকির সময় শ্বাসনালীতে খিঁচুনির মত হয় যার ফলে শ্বাসযন্ত্রে দ্রুত বাতাস প্রবেশ করে। তখন ভোকাল কর্ড ভোকাল কর্ড হঠাৎ বন্ধ হয়ে হিক শব্দ তৈরি হয়। ফুসফুসের নীচের পাতলা মাংসপেশীর স্তর, যেটিকে ডায়াফ্রাম বলে, হঠাৎ সংকোচনের ফলেই হেঁচকি তৈরি হয়। হেঁচকি ওঠার একশো'র বেশি মেডিক্যাল কারণ থাকতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো খুবই সামান্য কারণেই হয়ে থাকে। ওষুধ নির্মাতা সংস্থা অ্যাকমের সিনিয়র ম্যানেজার ও চিকিৎসক আফরোজা আখতার বলেন, হেঁচকির সবচেয়ে সাধারণ কারণ দ্রুত খাবার গ্রহণ করা।

দ্রুত খাওয়ার কারণে খাবারের সাথে সাথে পেটের ভেতর বাতাস প্রবেশ করার কারণে ভ্যাগাস নার্ভের কার্যকলারপ বাধাগ্রস্ত হয়, ফলে হেঁচকি তৈরি হয়। চেতনানাশক, উত্তেজনাবর্ধক, পার্কিনসন্স রোগ বা কেমোথেরাপির বিভিন্ন ধরনের ওষুধ নেওয়ার ফলেও হেঁচকি তৈরি হতে পারে। এছাড়া কিছু অসুখের ক্ষেত্রেও মানুষের হেঁচকি হতে পারে। কিডনি ফেল করলে, স্ট্রোকের ক্ষেত্রে মাল্টিপল ক্লেরোসিস বা মেনিনজাইটিসের ক্ষেত্রেও অনেকের হেঁচকি তৈরি হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই হেঁচকি শুরু হওয়ার জন্য এসব কোনো কারণেই দরকর হয় না। হাসি বা কাশির মধ্যে, অতিরিক্ত মদ্যপান, অতিদ্রুত খাবার গ্রহণ করা বা ঝাঁকসহ পানীয় বেশি পরিমাণে খেলে হেঁচকি সুরু হতে পারে, তবে কোনো ধরনের কারণ ছাড়াও হেঁচকি আসাটা একেবারেই অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নয়। হেঁচকি ওঠাঠা খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা এবং সাধারণত মিনিটখানেকের মধ্যেই তা স্বাভাবিক পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তবে অতিরিক্ত মাত্রায় হেঁচকির উদাহরণও কিন্তু রয়েছে। যেমন সবচেয়ে বেশি সময় ধরে হেঁচকি ওঠার বিশ্ব রেকর্ডের উদাহরণ হিসেবে মনে করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের চার্লস অসবোর্নের ঘটনাকে। ১৯২২ সালে হেঁচকি তোলা শুরু করেন তিনি, কথিত সেসময় তিনি একটি শূকর ওজন করার চেষ্টা করছিলেন।

হেঁচকি থামানোর উপায় ঃ ঘরোয়াভাবে হেঁচকি থামানোর প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে মূলত দুইট মূলনীতি অনুসরণ করা হয়। একটি হলো রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া যেন শ্বাসনালীতে খিঁচুনি বন্ধ হয়। আরেকটি হল শ্বাসপ্রশ্বাস ও গলধকরণে মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ভ্যাগাস স্নায়ুকে উদ্দীপ্ত কর। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী কয়েকটি পদ্ধতিতে হেঁচকি থামানো যায় ঃ- ১) কাগজের ব্যাগে নিঃশ্বাস ফেলা, ২) দুই হাঁটু বুক পর্যন্ত টেনে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া, ৩) বরফ ঠাণ্ডা জল খাওয়া, ৪) কিছু দানাদার চিনি খাওয়া, ৫)লেবুতে কামড় দেওয়া বা একটু ভিনেগারের স্বাদ নেওয়া, ৬) স্বল্প সময়ের জন্য দম বন্ধ করে রাখা, কখন চিকিৎসার পরামর্শ নিতে হবে ঃ হেঁচকি সাধারণত আপনা থেকেই ভাল হয়ে যায়, তবে যদি অতি দীর্ঘসময় ধরে হেঁচকি উঠতে থাকে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

দাঁত শিরশির: যে কারণে হয় জেনে নিন

দাঁতের সংবেদনশীলতা বা শিরশির অনুভূতির তীব্রতা একমাত্র তারাই বোঝেন যারা তাতে ভুগছেন।

তবে এই সমস্যা যে আপনাকে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে তা কিন্তু নয়। সাধারণ সংবেদনশীলতা দূর করার সহজ উপায় আছে একাধিক, আর তার বেশিরভাগই হল দাঁতের যত্ন নেওয়া। তবে কিছু ক্ষেত্রে দন্ত্য চিকিৎসকেরও প্রয়োজন হতে পারে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল এর কারণ ও তার সমাধানে আপনার করণীয় সম্পর্কে।

কারণ বাহ্যিক কেনো কারণে দাঁতে থাকা স্নায়ুতে প্রদাহ সৃষ্টি হলেই সাধারণত এই সংবেদনশীলতা দেখা দেয়। খালি চোখে এই প্রদাহ দেখা না গেলেও ব্যথা কিংবা শিরশির অনুভূতি বেশ তীব্র।

যুক্তরাষ্ট্রের দন্ত্য চিকিৎসক জফ্রি আর. মরিস (ডিএমডি, এমএস) বলেন, ''দাঁত ঘষা, চেপে দাঁত ব্রাশ করা, 'ক্যাভিটি' আর সংক্রমণই হল দাঁতের সংবেদনশীলতা কারণ। প্রাথমিক অবস্থায় সাবধান হলে সহজেই তা সারিয়ে তোলা সম্ভব।''

ঘরোয়া টোটকা

নরম 'ব্রিসল'য়ের ব্রাশ ব্যবহার করতে হবে দাঁত ব্রাশ করা ক্ষেত্রে। 'টুপপেস্ট' কেনার সময় দেখে নিতে হবে তাতে 'ফ্লুরাইড' আছে কি-না।

ডা. মরিস বলেন, ''অনেকেই ঘুমের মধ্যে দাঁতে দাঁত চেপে রাখেন যে কারণে সংবেদনশীলতা দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে ঘুমানোর সময় 'গার্ড' ব্যবহার করতে হবে। আর দাঁতের সার্বিক সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত চিকিৎসকের কাছ থেকে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া সবচাইতে ভালো উপায়। এতে যেকোনো সমস্যা প্রাথমিক অবস্থাতেই শনাক্ত করা সম্ভব হবে।''

খাদ্যাভ্যাসের সমস্যা

যুক্তরাষ্ট্রের 'স্মাইল ম্যাজিক ফ্যামিলি ডেন্টিস্ট্রি'র ডা. ক্রেইগ কোপল্যান্ড (ডিএমডি) বলেন, ''দাঁতের 'এনামেল'য়ের আস্তর ক্ষয়ে যাওয়া, 'জিনজাইভাল রিসেশন', চেপে দাঁত ব্রাশ ইত্যাদি সংবেদনশীলতা মূল কারণ হলেও খাদ্যাভ্যাসও এই সমস্যার পেছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে।

'কার্বোনেইটেড' পানীয়, অম্লীয় পানীয়, বরফ, এমনকি প্রচণ্ড গরম পানীয় পান করার কারণেও সংবেদনশীলতার তীব্রতা বাড়তে পারে। অম্লীয় বা টক খাবার আর পানীয় দাঁতের সবচাইতে বেশি ক্ষতি করে।''

ডাক্তারের সাহায্য নেওয়া

ঘরোয়া চিকিৎসায় কাজ না হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। অনেকেই ব্যাপারটাকে অবহেলা করেন, সহ্য করে যান, মনে করেন আপনা থেকেই সেরে যাবে। এমনটা করা উচিত হবে না।

সংবেদনশীলতা দূর করে এমন বিশেষ 'টুথপেস্ট' ব্যবহার করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১৬ মে: পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুঅধিকারী। শনিবার তিনি জানান, আগামী ১৮ মে রাজ্য প্রশাসনের তরফে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, পূর্ববর্তী তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে এই বোর্ডটি পরিচালিত হতো প্রাক্তন কলকাতা পুলিশ ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাস-এর প্রভাবাধীন অবস্থায়। বর্তমানে অর্থপাচার ও বেআইনি জমি দখলচক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র হেফাজতে রয়েছেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে একটি প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকের ফাঁকে সংবাদমাধ্যমকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আজ আমি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি। সোমবার এ বিষয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবে। প্রথমে ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে এই বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এটি একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠনে পরিণত হয়।"

তিনি আরও বলেন, "পুলিশকর্মী ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণে বোর্ড কতটা কাজ করেছে তা আমি জানি না। তবে এটা নিশ্চিত, পরবর্তী সময়ে এটি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের মতো কিছু পুলিশ আধিকারিকের সুবিধার হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল।"

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ইডি-র হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে দেওয়া দু'বছরের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তও বাতিল করেছে নতুন রাজ্য সরকার। তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-র ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন এবং ওয়েলফেয়ার বোর্ডের অন্যতম সমন্বয়কারী ছিলেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও ঘোষণা করেন, রাজনৈতিক হিংসার শিকার ব্যক্তিরা এখন থেকে সরাসরি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন এবং প্রাসঙ্গিক নথিও জমা দিতে পারবেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-এর আওতায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তাঁর কথায়, "রাজনৈতিক হিংসার ঘটনায় যদি কোনও পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধেও নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে, তাও দায়ের করা যাবে। পুলিশ এবার নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে এবং নিজেদের সহকর্মীদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ গ্রহণ করবে। পশ্চিমবঙ্গে এবার শাসকের আইন নয়, আইনের শাসন চলবে।"

Last Date for Document Downloading is 21.05.2026 up to 3.00 P.M. & Time and Date for Opening of Technical Bid is at 3.30 P.M. on 21.05.2026. The Document Downloading and Bidding for participation in e-tender please go through website https://tripuratenders.gov.in. The class of bidders has to be appropriate class depending upon the estimated cost of the work.

ICA/C-455/26

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division Kanchanpur
North Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 06/EE/SNM /PWD/2026-27, Dt: 15-05-2026

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 22/05/2026 for the following work:

Sl No.	Name of work (DNIeT No)	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	01/R/DNIe-T/SE-IV/ PWD(R&B)/2026-27	1,44,56,005.00	2,89,120.00	150 Days
2	02/R/DNIe-T/SE-IV/ PWD(R&B)/2026-271/	88,26,991.00	1,76,540.00	180 Days
3	03/R/DNIe-T/SE-IV/ PWD(R&B)/2026-27	1,40,74,989.00	2,81,500.00	180 Days

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-451/26

(Er. Dhananjay Debbarma
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B)
Sonamura, Sepahijala, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-03/EE/RD/DMN/DIV/2026-27. Dt.15/05/2026 R D Executive Engineer, On behalf of the Governor of Tripura, The Dharmanagar Division, Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate e-tender on two bid system from the eligible bidders up to 4:00 PM on 22/05/2026 for 03(Three) nos supply/ work. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ and may 9862984064 (M) email id- contact at phone no. eprocure.gov.in and eerddmndiv@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-443/26

Executive Engineer
RD Dharmanagar Division

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 05/EE-JRN/PWD/2026-27 Dated: 15-05-2026

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) on behalf of the 'Governor of Tripura', invites item rate tender from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/ Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with any wing of State(s) PWD /CPWD/ MES /Railway of vehicle for the following works :-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Tender FEE	Time for Completion	Last date and time for Receipt of Application for Issue of Tender Form	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Tenderer
1	"Maintenance Of different road under Khumulwng Sub-Division during the financial year 2026-27/ SH:--Hiring of commercial vehicle (Wagon-R of Model 2024) onwards for the use office of the PWD(R&B)Khumulwng Sub-Division, (2nd Call) DNIT No.04/VEH/DNIT/EE-JRN/PWD(R&B)/2026-27	Rs. 2,49,550.00	Rs. 4,991.00	Rs. 1,000.00	300(Three hundred) days	Upto 3.00 Pm on 21/05/2026	At 3.30 PM on 22/05/2026	O/O the Executive Engineer, PWD(R&B), Jirania Division	Appropriate Class

Time for receipt of application for issue of Tender form. W.e.f 15-05-2026 to 21-05-2026 at 3.00pm and issue of tender forms will be stopped on 21-05-2026 and last date of submission of Tender is 22-05-2026 upto 3.00 pm. Date and Time for Opening of Tender: 22-05-2026 at 15.30 Hrs

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-458/26

ExecutiveEngineer
Jirania Division, PWD(R&B)

দ্বারকায় চুরির ঘটনায় দুই অভিযুক্ত ও এক রিসিভার গ্রেফতার, উদ্ধার গয়না-নগদ ও গলানো রুপো

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (আইএএনএস): দিল্লির দ্বারকা এলাকায় চুরির একটি মামলায় দুই সক্রিয় অপরাধী ও এক রিসিভারকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। অভিযুক্তদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে গয়না, নগদ অর্থ এবং গলানো রুপো।

পুলিশ জানিয়েছে, দ্বারকা জেলার বিন্দাপুর থানার বিশেষ দল এই অভিযান চালায়। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ২.৪৩৩ কেজি ওজনের গলানো রুপোর ইট, ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫৪ টাকা নগদ, সোনার অলঙ্কার, রুপোর গয়না এবং ১৯৮টি পুরনো ভারতীয় ও বিদেশি মুদ্রা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৬ সালের ২৮ এপ্রিল বিন্দাপুর থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর ৩০৫ ধারায় একটি অনলাইন ই-এফআইআর দায়ের হয়। অভিযোগকারী গিরিরাজ প্রসাদ জানান, তাঁর বাড়ি থেকে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা সোনা-রুপোর গয়না এবং ৭৩ হাজার ৮০০ টাকা নগদ চুরি করেছে।

ঘটনার তদন্তে ইনস্পেক্টর নরেশ সাংওয়ানের নেতৃত্বে এবং এসিপি দাবরির সঞ্জীব কুমারের তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়। তদন্তকারীরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন।

২৫ এপ্রিলের ফুটেজে দেখা যায়, এক যুবক দিনের বেলায় বেআইনিভাবে অভিযোগকারীর বাড়িতে প্রবেশ করে প্রায় দু''ঘণ্টা ভিতরে থাকার পর বেরিয়ে যায়। প্রযুক্তিগত নজরদারি ও স্থানীয় সূত্রের ভিত্তিতে ওই যুবককে আকাশ হিসেবে শনাক্ত করা হয়। পরে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ২৯ এপ্রিল নজফগড়ের রানাজি এনক্লেভ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।জিজ্ঞাসাবাদে আকাশ জানায়, সে চুরি করা সামগ্রী তার সহযোগী হর্ষের কাছে দিয়েছিল। এরপর পুলিশ হর্ষকে গ্রেফতার করে এবং তার ঘর থেকে সোনা-রুপোর গয়না ও ২ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করে।

পরবর্তীতে তদন্তে জানা যায়, চুরির পর অভিযুক্তরা চুরি করা রুপো করোলবাগে নিয়ে গিয়ে এক গয়না ব্যবসায়ীর মাধ্যমে গলিয়ে বিক্রি করে। সেই সূত্রে রাজেশ কুমার কাটারিয়া নামে এক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে ২.৪৩৩ কেজি ওজনের গলানো রুপোর একটি ইঙ্গট উদ্ধার করা হয়েছে।তদন্তকারীদের দাবি, পুরো চুরির পরিকল্পনা করেছিল হর্ষ। সে আকাশকে বাড়ির চাবি দিয়েছিল এবং কোথায় গয়না ও টাকা রাখা আছে, সেই তথ্যও দিয়েছিল। লোভের বশবর্তী হয়ে দু'জনে মিলে এই চুরি সংঘটিত করে বলে পুলিশের দাবি।গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তরা হলেন হর্ষ প্রসাদ (২০), আকাশ যাদব (১৯) এবং রিসিভার রাজেশ কুমার কাটারিয়া (৫৪)।পুলিশ জানিয়েছে, মামলার তদন্ত এখনও চলছে।

WALK-IN-INTERVIEW

A **WALK-IN-INTERVIEW** will be held for filling up of vacant posts of Aanganwadi Worker and Aanganwadi Helper on purely temporary "No Work No Honorarium" basis under Boxanagar ICDS Project.

SI. No	Name of AWC	Name of GP/VC & Ward No.	No. of Post of Anganwadi Worker (AWW)	No. of Post of Anganwadi Helper (AWH)
1	2	3	4	5
	Kalamchowra colony No. 1 - AWC	Dakshin Kalamchowra GP	01 (one)	NIL
2	Baramura AWC	Uttar Kalamchowra GP	01 (one)	NIL
3	Karaliamura No-2 AWC	NC nagar GP	01 (one)	NIL
4	Bijoy nagar No-1 AWC	Bijoynagar ADC Village	01 (one)	NIL
5	Boxanagar South Para	Boxanagar GP	01 (one)	01 (one)
6	Bagber AWC	Boxanagar GP	NIL	01 (one)

Date for receipt of Application will be from 18/05/2026 to 30/05/2026 from 11.00 a.m to 4.00 p.m except holidays in the office of the undersigned. For further details and eligibility criteria please visit to office of the CDPO, Boxanagar ICDS Project.

ICA/D/196/26

Sd/- Illegible
Child Development Project Officer
Boxanagar ICDS Project
Sepahijala, Tripura

**AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA : TRIPURA**

Notice inviting e-tender.

PNIe-T- No: 06/EE/DIV-I/AMC/2026-27 Dated:- 13/05/2026

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

SI No.	DNIeT No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	Development of pathway, sitting arrangement & allied works at Dimsagar Lake under Ward No-19, AMC. **D.N.I.E.T No. 16/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 1,20,86,581/-	Rs.2,41,732/-	120 (One hundred twenty) days

1. Last date and time for document downloading / bidding: **19-05-2026 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs**
2. Time and date of opening of bid: **19-05-2026 at 16.00 Hrs (if possible)**
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

**Sd/- Illegible
Executive Engineer,
PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.**

সিকিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতির 'টেকসই উন্নয়নের মডেল' বলে প্রশংসা

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (আইএএনএস): সিকিমের রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাজ্যের মানুষকে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি সিকিমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি প্রতিশ্রুতির প্রশংসা করে রাজ্যটিকে দেশের জন্য টেকসই উন্নয়নের এক আদর্শ মডেল বলে উল্লেখ করেছেন।

এক্স-এ পোস্ট করে রাষ্ট্রপতি বলেন, "সিকিমের রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজ্যের মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকারের মাধ্যমে সিকিম দেশের কাছে টেকসই উন্নয়নের এক মডেল হয়ে উঠেছে। সিকিমের মানুষ তাঁদের আন্তরিকতা, সরলতা এবং সম্প্রীতির মানসিকতার জন্য পরিচিত। রাজ্য ও রাজ্যের মানুষ আরও উন্নতি করুক, এই কামনা করি।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-ও সিকিমবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ভারতের উন্নয়নে রাজ্যটির অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, "রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসে আমার সকল ভাই-বোনদের শুভেচ্ছা। ভারতের উন্নয়নে সিকিমের অবদান অত্যন্ত মূল্যবান। রাজ্যের মানুষের সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি।"

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এ বছর সিকিম ৫০তম রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছে। সম্প্রতি তিনি উদযাপনের অংশ হিসেবে সিকিম সফর করেন এবং সেখানকার মানুষের আন্তরিকতা তাঁর স্মৃতিতে অমলিন হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকার ভবিষ্যতেও সিকিমের উন্নয়নের যাত্রায় পাশে থাকবে।

এদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-ও সিকিমবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি পরিবেশ সংরক্ষণ ও পর্যটন ক্ষেত্রে সিকিমের সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।তিনি বলেন, "বিশ্বের প্রথম সম্পূর্ণ জৈব রাজ্য থেকে পাহাড়ি পর্যটনের নতুন সংজ্ঞা তৈরি সিকিমের সাফল্য গোটা দেশকে অনুপ্রাণিত করে। সিকিমের গৌরব আরও নতুন উচ্চতায় পৌঁছাক।"উল্লেখ্য, প্রতি বছর ১৬ মে সিকিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। ১৯৭৫ সালের এই দিনেই সিকিম আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশের ২২তম রাজ্যে পরিণত হয়। তার আগে সিকিম ছিল নামগ্যাল রাজবংশ শাসিত একটি স্বাধীন হিমালয়ান রাজ্য।

অভিষেকের বিরুদ্ধে এফআইআর 'যারা অপকর্ম করেছে সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে': দিলীপ ঘোষ

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (আইএএনএস): প্রচারের সময় বিতর্কিত ও আক্রমণাত্মক মন্তব্যের অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হওয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়েছে। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ শনিবার বলেন, যারা অপকর্ম করেছে তাদের সকলের বিরুদ্ধেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দিলীপ ঘোষ বলেন, "যারা অত্যাচার করেছে, অপকর্ম করেছে এবং অন্যদের গালিগালাজ করেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁদের নেতারা এখন তাদের ভয় পাওয়া উচিত। আগে মানুষ অভিযোগ দায়ের করত না, পুলিশও ব্যবস্থা নিত না। এখন পুলিশ প্রস্তুত, সাধারণ মানুষও প্রস্তুত। বিচার হতেই হবে। সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা শেহনওয়াজ হুসেনও তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন, গণতন্ত্রে তার কোনও জায়গা নেই। সেটা কোনও নেতার ভাষা নয়, বরং গুন্ডাদের ভাষা। তাই তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে এবং ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

সম্প্রতি শেষ হওয়া পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন উসকানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে একটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। অভিযোগকারী দাবি করেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে উদ্দেশ্য করে করা কিছু মন্তব্য সাংসদের সরকারি ফেসবুক পেজ-সহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই এফআইআরকে কেন্দ্র করে রাজ্যে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারের ভাষা ও উসকানিমূলক মন্তব্য নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ শুরু হয়েছে।

এদিকে পৃথক একটি ঘটনায়, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ধর্ষণ ও খুন মামলার তদন্তে গাফিলতির অভিযোগে প্রাক্তন কলকাতা পুলিশ কমিশনার-সহ তিন আইপিএস আধিকারিককে সাময়িক বরখাস্ত করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, মামলার তদন্ত পরিচালনায় গুরুতর প্রক্রিয়াগত অনিয়ম ধরা পড়েছে।

অভিষেকের বিরুদ্ধে এফআইআর ঘিরে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা'র অভিযোগ তৃণমূলের

কলকাতা, ১৬ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনের আগে হিংসা উসকে দেওয়া এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও লোকসভা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা তীব্র হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস শনিবার অভিযোগ করেছে, ক্ষমতাসীন বিজেপি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই এই পদক্ষেপ করেছে।

শুক্রবার বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এই এফআইআর দায়ের হয়। অভিযোগ দায়ের করেন রাজীব সরকার নামে এক ব্যক্তি, যার বিরুদ্ধে নারী পাচারের অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও রাজীব সরকার সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী আইএএনএস-কে বলেন, আইনের প্রয়োগ সবার জন্য সমান হওয়া উচিত।

তিনি বলেন, "অভিযোগের সঠিক প্রকৃতি আমি জানি না। তবে যতদূর জেনেছি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে হিংসা উসকে দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। নির্বাচনী প্রচারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশে বলেছিলেন, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর তাঁদের 'উল্টো করে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে'। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি বা পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।"

অরূপ চক্রবর্তী আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠনের পর থেকেই এমন প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপের আশঙ্কা ছিল।

তাঁর কথায়, "বিজেপি সরকারে আসার পর আমাদের নেতাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা শুরু হবে, সেটা প্রত্যাশিত ছিল। শুধু সময়ের অপেক্ষা ছিল। কিন্তু আইন সবার জন্য সমান হওয়া উচিত। শুধুমাত্র বিজেপির সুবিধার্থে আইনকে ব্যবহার করা চলবে না।"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজীব সরকার গত ৫ মে বাগুইআটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতে বিধাননগর পুলিশ মোট ছ'টি ধারায় এফআইআর দায়ের করেছে।

অভিযোগকারী সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাষায় নির্বাচনী প্রচার করেছিলেন, তাতে তৃণমূল আবার ক্ষমতায় ফিরলে রাজ্যে অরাজকতা তৈরি হতে পারত।

তিনি বলেন, "সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের উপর হামলার ঘটনাও ঘটতে পারত।" একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, তাঁর অভিযোগ কোনওভাবেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়।

উল্লেখ্য, রাজীব সরকার নিজেকে সমাজকর্মী হিসেবে পরিচয় দেন। অতীতে বাগুইআটি এলাকার বার ও সেখানে নাচ-গানের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তবে তাঁর বিরুদ্ধে নারী পাচারের অভিযোগও উঠেছে। যদিও তিনি দাবি করেছেন, সামাজিক পরিবর্তনের জন্য লড়াই করলেই এ ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগের মুখোমুখি হতে হয়।

'অপারেশন রেজপিল'-এ ১৮২ কোটি টাকার ক্যাপ্টাগন উদ্ধার, এ দেশে প্রথম বড় সাফল্যের দাবি শাহর

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (আইএএনএস): 'অপারেশন রেজপিল'-এর আওতায় ভারতে প্রথমবারের মতো নিষিদ্ধ সিন্থেটিক মাদক ক্যাপ্টাগন উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজারমূল্য প্রায় ১৮২ কোটি টাকা বলে দাবি করা হয়েছে।

শনিবার এক্স-এ পোস্ট করে শাহ জানান, 'জিহাদি ড্রাগ' নামে পরিচিত এই নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার কেন্দ্রের মাদকবিরোধী অভিযানে একটি বড় সাফল্য।

তিনি লেখেন, "মোদী সরকার 'মাদকমুক্ত ভারত' গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'অপারেশন রেজপিল'-এর মাধ্যমে আমাদের সংস্থাগুলি প্রথমবারের মতো ১৮২ কোটি টাকার ক্যাপ্টাগন উদ্ধার করেছে।"

শাহ জানান, এই মাদকের চালান মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল। ঘটনায় এক বিদেশি নাগরিককে গ্রেফতারও করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, "মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতিরই প্রতিফলন এই অভিযান। ভারতের ভেতরে মাদক ঢোকা বা ভারতকে ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহার করে মাদক পাচারের বিরুদ্ধে আমরা কঠোর ব্যবস্থা নেব।"

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুনরায় স্পষ্ট করেন, দেশের ভেতরে প্রবেশকারী বা ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার করে পাচার হওয়া প্রতিটি গ্রাম মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে। পাশাপাশি তিনি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এনসিবি)-র আধিকারিকদের অভিনন্দনও জানান।

ক্যাপ্টাগন একটি নিষিদ্ধ উত্তেজক জাতীয় মাদক, যা পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল ও সংগঠিত অপরাধচক্রের সঙ্গে আন্তর্জাতিকভাবে যুক্ত বলে পরিচিত।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিন্থেটিক মাদক এবং আন্তঃদেশীয় মাদক পাচারচক্রের বিরুদ্ধে নজরদারি জোরদার করেছে ভারতীয় সংস্থাগুলি। বিশেষ করে সমুদ্রপথ এবং বিমান কার্গো রুট ব্যবহার করে মাদক পাচারের উপর নজর রাখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, চলতি মাসের শুরুতেই মুম্বইয়ে প্রায় ১,৭৪৫ কোটি টাকার ৩৪৯ কেজি উচ্চমানের কোকেন উদ্ধার করে এনসিবি। এছাড়াও এর আগে প্রায় ২০০ কোটি টাকার কোকেন, গাঁজা ও ক্যানাবিস গামি উদ্ধারের ঘটনাও সামনে আসে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে সারা দেশে ৪৪৭টি মামলায় প্রায় ১.৩৩ লক্ষ কেজি মাদক উদ্ধার হয়েছে, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ১,৯৮০ কোটি টাকা। এইসব ঘটনায় ৯৯৪ জন পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ২৫ জন বিদেশি নাগরিকও রয়েছেন। শুক্রবার এক মাদকবিরোধী অনুষ্ঠানে শাহ বলেন, "২০৪৭ সালের মধ্যে মাদকমুক্ত ভারত গড়ার রোডম্যাপ তৈরি করেছে সরকার। ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে কোনও মাদকের চালান ঢুকতে বা যাতায়াত করতে দেওয়া হবে না।"

আর্থিক সচেতনতা সুফল, পূর্ব ভারতে বিমা ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে মহিলারা

আগরতলা: বন্ধন লাইফ ইন্স্যুরেন্স পূর্ব ভারত জুড়ে মহিলা পলিসিধারীর সংখ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কথা জানিয়েছে, যেখানে অংশগ্রহণ ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের ১২ শতাংশ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৩৫ শতাংশে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রবণতাটি আর্থিক সচেতনতার ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে, যেখানে আরও বেশি সংখ্যক মহিলা দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনা এবং সুরক্ষায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত হচ্ছেন। বন্ধন লাইফ সম্প্রতি তাদের মাতৃ দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে।কোম্পানির অভ্যন্তরীণ তথ্য থেকে দেখা যায় যে, পূর্ব ভারত একটি প্রধান বাজার হিসেবেই রয়েছে। বিশেষ করে এনডাউমেন্ট প্ল্যান গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৃদ্ধি দেখা গেছে। যেখানে সুরক্ষা-ভিত্তিক পণ্যগুলিরই প্রাধান্য রয়েছে। বন্ধন লাইফের এমডি এবং সিইও সতীশ্বর বি. বলেন, "বন্ধন লাইফে আমরা একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি, যেখানে আরও বেশি সংখ্যক মহিলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবন বীমাকে সুরক্ষা, সঞ্চয় এবং দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে উপলব্ধি করছেন।" বন্ধন লাইফ লক্ষ্য করেছে যে, ৪৬-৫৫ এবং ৫৬-৬৫ বছর বয়সী নারীদের পলিসি ক্রয়ে ধারাবাহিক বৃদ্ধি দেখা গেছে, অন্যদিকে ২৫-৩৫ বছর বয়সী তরুণীদের মধ্যে এর হার হ্রাস পেয়েছে। বন্ধন লাইফ নারী গ্রাহকদের পণ্য পছন্দের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে, যেখানে সুরক্ষার পাশাপাশি সম্পদ সৃষ্টির প্রতি ঝোঁক বাড়ছে। বন্ধন কোম্পানি একাই ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে মোট পলিসির প্রায় ৪০ শতাংশ অবদান রেখেছে। এই পরিবর্তনটি বন্ধন লাইফের প্রসারিত পণ্য সম্ভার দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, যা এখন বীমা সমাধানের একটি সম্পূর্ণ পোর্টফোলিও প্রদান করে, এবং নারীদের দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যের সাথে বীমা ক্রয়কে সমন্বয় করতে সক্ষম করে।৩৫ বছরের বেশি বয়সী এবং বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকার বেশি আয় করা নারীরা ক্রমবর্ধমানভাবে সম্পদ সৃষ্টির দিকে ঝুঁকছেন, অন্যদিকে, ৩ লক্ষ টাকার কম আয় করা তরুণীরা সুরক্ষা-কেন্দ্রিক পণ্যই বেশি পছন্দ করছেন, যা আর্থিক চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট বিভাজন নির্দেশ করে। বন্ধন লাইফের তথ্য নারীদের মধ্যে আর্থিক স্বাধীনতার ব্যাপক বৃদ্ধিকেও নির্দেশ করে। পূর্ব ভারতের অধিকাংশ নারী পলিসিধারক নিজেদের জন্য বীমা পলিসি কিনছেন, যা স্ব-চালিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে একটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

মিয়ানমার থেকে মালাবার: মাদকবিরোধী লড়াইয়ে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে উঠে আসছে কেরল

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (আইএএনএস): ২০৪৭ সালের মধ্যে 'মাদকমুক্ত ভারত' গড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। সম্প্রতি অমিত শাহ গবেষণা ও বিশ্লেষণ শাখার আর এন কাও স্মারক বক্তৃতায় সরকারের এই অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

নিরাপত্তা ও মাদকবিরোধী সংস্থাগুলির মতে, একাধিক আন্তর্জাতিক ও দেশীয় চক্র ভারতে মাদক পাচারের চেষ্টা করছে। জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে মাদকচক্রের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করা হলেও এখন নতুন উদ্বেগের কেন্দ্র হয়ে উঠছে কেরল।

কর্তাদের মতে, পাঞ্জাব বা জম্মু-কাশ্মীরে যে ধরনে প্রচলিত পদ্ধতিতে মাদক পাচার চলত, তার সঙ্গে কেরলের পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। এখানে পাচারকারীরা বারবার পদ্ধতি বদলাচ্ছে, ফলে তদন্তকারীদের জন্য চ্যালেঞ্জও বাড়ছে।আগে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান থেকে ভারতে মাদক ঢুকে সড়কপথে কেরলে পৌঁছত। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা যাচ্ছে, বর্তমানে বিশেষ করে হেরোইনের বড় অংশ আসছে মিয়ানমার থেকে। ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রচলিত রুটে পাচার কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে মাদকচক্র ধীরে ধীরে মিয়ানমার হয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত ব্যবহার করছে। অভিযোগ, পাকিস্তানি মাদকচক্র মিয়ানমারের গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে মাদক ভারতে ঢোকাচ্ছে, এরপর তা সড়কপথে কেরলে পৌঁছচ্ছে।

এক আধিকারিকের কথায়, "কেরলে এমডিএমএ-র পাশাপাশি হেরোইনের চাহিদা ও মুনাফা দুটোই অত্যন্ত বেশি। এক কেজি হেরোইনের দাম ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ টাকার মধ্যে। পাচারকারীরা প্রতি গ্রাম ৩ হাজার টাকায় কিনে বাজারে ১২ হাজার টাকায় বিক্রি করছে।"

মাদক লুকিয়ে পাচারের পদ্ধতিও ক্রমশ বদলাচ্ছে। কখনও সাবানের বাক্সে, কখনও ছোট বোতলে লুকিয়ে খুব অল্প পরিমাণে মাদক আনা হচ্ছে, যাতে ধরা পড়ার ঝুঁকি কমে।এই কৌশলের প্রমাণ মেলে কেরলের আঙ্গামালিতে। অসমের তিন ব্যক্তিকে ৬০০ গ্রাম হেরোইন-সহ গ্রেফতার করা হয়, যা ৪০টিরও বেশি সাবানের বাক্সে লুকোনো ছিল।গোয়েন্দা সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, মালাবার করিডোর এখন মাদক পাচারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুট হয়ে উঠছে। বিশেষত কোঝিকোড এলাকায় এমডিএমএ-র বড় চালান উদ্ধার হওয়ায় উদ্বেগ বেড়েছে। কর্মকর্তাদের মতে, এখন সিন্থেটিক মাদক এমডিএমএ-র চাহিদা গাঁজাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে।কেরলের এই অঞ্চলটি বেঙ্গালুরু-মাইসুরু করিডোর-এর কাছাকাছি হওয়ায় পাচারকারীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি তামিলনাড়ু, কর্নাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের সঙ্গে একাধিক আন্তঃরাজ্য সড়ক সংযোগ থাকায় মাদক পরিবহনও সহজ হচ্ছে।

তদন্তকারীরা আরও দেখেছেন, এখন পাচারের কাজে প্রভাবশালী ব্যক্তি, মহিলা এবং সামাজিক মাধ্যমের প্রভাবশালীদেরও ব্যবহার করা হচ্ছে।গত মাসে কেরলের পান্থিরানকাভু টোল প্লাজায় ৩ কোটি টাকার ৩.৫ কেজি এমডিএমএ-সহ একটি গাড়ি আটক করা হয়। ঘটনায় ২০ বছরের সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ফাতিমা নাসরিন এবং অভিযুক্ত পি কে শফিককে গ্রেফতার করা হয়।

এছাড়াও কোঝিকোড়ে এক অভিযানে ১১.৮৩ কেজি এমডিএমএ এবং গাঁজা-সহ দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। গত বছর কোচিতেও এক ইউটিউবার-সহ কয়েকজনকে এমডিএমএ-সহ গ্রেফতার করা হয়েছিল। কর্তাদের মতে, মাদকচক্রের এই পরিবর্তিত কৌশল কেরলে মাদকবিরোধী লড়াইকে আরও কঠিন করে তুলছে। তাদের দাবি, এই পদ্ধতির সঙ্গে অতীতে গুপ্তচর নেটওয়ার্ক বিস্তারে ব্যবহৃত কিছু কৌশলের মিল পাওয়া যাচ্ছে।

Page 3_5_7- JAGARAN FINAL.pmd 3 17-05-2026, 00:12

সম্ভাব্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় খোয়াইয়ে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের হাতে জরুরি সামগ্রী

খোয়াই, ১৬ মে : সম্ভাব্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রস্তুতি আরও জোরদার করতে খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের মধ্যে বিভিন্ন জরুরি সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে খোয়াই জেলা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সামগ্রী প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রজত পথ, অতিরিক্ত জেলা শাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী সহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বর্ষাকাল ও সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণ কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্যেই তাদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সরঞ্জাম ও জরুরি সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত আধিকারিকরা সিভিক ভলেন্টিয়ারদের দায়িত্বশীলভাবে কাজ করার আহ্বান জানান এবং যেকোনো দুর্যোগ পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অবসরের পরও থেমে নেই সবুজের অভিযাত্রা, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ঘুরে কিচেন গার্ডেনের বার্তা মনোজবাবুর

চড়িলাম, ১৬ মে : চাকুরি জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন প্রায় ছয় মাস আগে। কিন্তু দায়িত্ববোধ এবং বিদ্যালয়কে সবুজে ভরিয়ে তোলার স্বপ্ন এখনও সমানভাবে বয়ে নিয়ে চলেছেন মনোজবাবু। ২০২১ সালে বুনিয়াদী শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে শিক্ষকতার পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় কিচেন গার্ডেনের পরামর্শদাতার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। নিষ্ঠার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করার ফলেই বর্তমানে বুনিয়াদী শিক্ষা দফতরের রেকর্ড অনুযায়ী রাজ্যের ৩৭৫১টি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় ছোট-বড় কিচেন গার্ডেন গড়ে উঠেছে।

এই কিচেন গার্ডেনের উৎপাদিত সব্জিই বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিলের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। যদিও এখনও প্রায় ১৭০০ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় কিচেন গার্ডেন গড়ে ওঠেনি। সেই লক্ষ্য নিয়েই অবসরের পরও নিজের পেনশনের টাকায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বিদ্যালয় ঘুরে বেড়াচ্ছেন মনোজবাবু। ছাত্রছাত্রীদের তিনি পরামর্শ দিচ্ছেন কীভাবে বিদ্যালয়কে আরও সবুজ ও পরিবেশবান্ধব করে তোলা যায়।

শুধু পরামর্শই নয়, নিজের অর্থে বিভিন্ন ফল ও ফুলের চারা কিনে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণও করছেন তিনি। কিচেন গার্ডেন তৈরিতে যেসব ছাত্রছাত্রীরা শ্রমদান করছে, তাঁদের উৎসাহ দিতে নিজের সংস্থা 'বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষা'-র পক্ষ থেকে উপহার ও প্রশংসাপত্রও তুলে দিচ্ছেন।

শুক্রবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার আটটি বিদ্যালয় পরিদর্শনের পর ধর্মনগরে রাত্রিযাপন করেন তিনি। শনিবার উনকোটি জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। এদিন তিনি বিমল সিংহ মেমোরিয়েল একাডেমি, ভগিনী নিবেদিতা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, আর কে ইনস্টিটিউশন, কাচরাঘাট রামচরণ উচ্চ বিদ্যালয়, নেতাজী ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়, কৈলাশহর দ্বাদশ শ্রেণি বালিকা বিদ্যালয়, কৃষ্ণচন্দ্র পাড়া দ্বাদশ শ্রেণি বালিকা বিদ্যালয় এবং কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

মনোজবাবুর এই উদ্যোগে প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত খুশি ও অনুপ্রাণিত হয়। তাঁর এই নিরলস প্রচেষ্টা রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে সবুজ পরিবেশ গড়ে তোলার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও পরিবেশ সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জ্বালানি সাশ্রয়ে এসকর্ট গাড়ি কমালেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়

আগরতলা, ১৬ মে : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেশব্যাপী জ্বালানি সাশ্রয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। নিজের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত এসকর্ট গাড়ির ব্যবহার কমিয়ে স্কুটি দিয়ে চলাফেরা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

মন্ত্রী জানান, বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানকে সামনে রেখেই তিনি এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তাঁর কথায়, এতদিন নিরাপত্তার কাজে দুটি এসকর্ট গাড়ি ব্যবহার করা হলেও এখন থেকে একটি গাড়ি ব্যবহার করা হবে।

তিনি আরও জানান, জেলা স্তরে দায়িত্ব পালনের সময় এসকর্ট গাড়ি ব্যবহার করা হবে না। পাশাপাশি জেলার বাইরে সফরের ক্ষেত্রেও এসকর্ট গাড়ির সীমিত ব্যবহারে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

অর্থমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে জ্বালানি সাশ্রয় এবং পরিবেশ সচেতনতার বার্তা হিসেবেই দেখছেন অনেকে। তিনি সকলের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশের স্বার্থে জ্বালানি সঞ্চয় হোক আমাদের অঙ্গীকার।

ভারী বৃষ্টিতেও স্বাভাবিক ট্রেন চলাচল বদরপুর-শিলচর রেললাইনে

আগরতলা, ১৬ মে : প্রবল বৃষ্টিপাত বা ভূমিধসের কারণে বর্তমানে বদরপুর-শিলচর রেলপথে ট্রেন চলাচলে কোনও ধরনের বিঘ্ন ঘটেনি। ওই রুটে ট্রেন পরিষেবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে এবং সমস্ত ট্রেন নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী চলাচল করছে।

জানা গেছে, গতকাল বদরপুরের নিকটবর্তী পঞ্চগ্রাম এলাকায় রেললাইনের পাশে সামান্য পরিমাণ কাদা ধসে পড়ার ঘটনা ঘটেছিল। তবে রেল কর্মীরা দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে ওই স্থান পরিষ্কার করেন। বর্তমানে এলাকাটি রেলের তরফে নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

রেল কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়েছে, আপাতত উদ্বেগের কোনও কারণ নেই এবং যাত্রীদের আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সিপাহীজলা জেলায় জাতীয় ডেঙ্গু দিবস উদযাপন

চড়িলাম, ১৬ মে : সিপাহীজলা জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে জেলাজুড়ে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় ডেঙ্গু দিবস ২০২৬ পালন করেছে। ডেঙ্গু ও অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করাই ছিল এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। শনিবার জেলার বিভিন্ন স্থানে সচেতনতা র্যালি, বাড়ি বাড়ি গিয়ে মশার প্রজননস্থল ধ্বংসকরণ কার্যক্রম, কমিউনিটি ও বিদ্যালয়ভিত্তিক সচেতনতা কর্মসূচি, স্বাস্থ্য শিবির, আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সভা এবং লার্ভিসাইডাল স্প্রে কার্যক্রম সংগঠিত হয়।

মশার বংশবিস্তার নিয়ন্ত্রণে এক অভিনব উদ্যোগ হিসেবে বিশালগড় পৌর পরিষদ এলাকার নালা ও বিভিন্ন জলাশয়ে প্রায় ১,০০০টি লার্ভিভোরাস মাছ ছাড়া হয়েছে। এই মাছগুলি সরবরাহ করেছে লেম্বুছড়ার ফিসারী কলেজ। সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত সমস্ত সাব-ডিভিশনাল হাসপাতাল, কমিউনিটি হেলথ সেন্টার, প্রাইমারি হেলথ সেন্টার এবং হেলথ সাব-সেন্টারে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে জাতীয় ডেঙ্গু দিবস পালন করা হয়। স্বাস্থ্যকর্মী, আশা কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই কর্মসূচিকে সফল করে তোলে।

সিপাহীজলা জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে বাড়ির আশেপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, কোথাও জল জমতে না দেওয়া, মশারি ও মশা নিরোধক ব্যবহার করা এবং স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মসূচিতে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, সিপাহীজলা জানিয়েছে যে, ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে আগামী দিনগুলিতেও জেলাজুড়ে সচেতনতা ও ভেক্টর নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

ইরানী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে রাঙ্গাউটি স্কুলে মিলাদ মাহফিল চলাকালীন হাম (জ্বরসহ ফুসকুড়ি) এবং জাতীয় ডেঙ্গু দিবস উপলক্ষে বিশেষ সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৬ মে : আজ ঊনকোটি জেলার ইরানী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতায় রাঙ্গাউটি বিদ্যালয়ে এক বিশেষ স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান চলাকালীন বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্থানীয় অভিভাবকদের উপস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে এই দ্বিমুখী সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল সম্প্রদায় স্তরে হাম বা জ্বরসহ ফুসকুড়ি এবং জাতীয় ডেঙ্গু দিবস উপলক্ষে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে নিবিড় সচেতনতা গড়ে তোলা। সচেতনতা শিবিরে স্বাস্থ্য শিবিরের দায়িত্বে থাকা রাঙ্গাউটি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের কমিউনিটি হেলথ অফিসার রিম্মি চৌধুরী উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে হাম রোগের ভয়াবহতা এবং এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। শিশুদের মধ্যে হঠাৎ তীব্র জ্বর এবং তার সাথে শরীরে লালচে গুটি বা ফুসকুড়ি দেখা দিলে সেটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। এর সাথে সর্দি, কাশি বা চোখ লাল হওয়ার মতো উপসর্গ থাকতে পারে। এলাকায় এমন কোনো শিশুর সন্ধান মিললে অবিলম্বে ইরানী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা নিকটবর্তী আশাকর্মীকে খবর দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। হাম ও রুবেলা সম্পূর্ণ নির্মূল করতে নয় মাস এবং দেড় বছর বয়সে শিশুদের নির্ধারিত ধ্বস্তু প্রতিষেধক টিকা নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।

বর্ষার শুরুতে এডিস মশার বংশবৃদ্ধি রোধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বিদ্যালয় চত্বর এবং ঘরের আশেপাশে ফুলের টব, টায়ার, প্লাস্টিকের বাটি বা ডাবের খোসায় জল জমতে না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এডিস মশা সাধারণত পরিষ্কার জমা জলে ডিম পাড়ে, তাই প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন সব পাত্রের জল ফেলে পরিষ্কার করার (ড্রাই ডে) বার্তা দেওয়া হয়। ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করা এবং শরীর ঢাকা পোশাক পরার জন্য ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা হয়।

হাম এবং ডেঙ্গু- দুই রোগই সচেতনতা এবং সঠিক সময়ে পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব। কোনো শিশুর জ্বরসহ ফুসকুড়ি দেখা দিলে তাকে বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে বাড়িতে বিশ্রামে রাখুন এবং দ্রুত সরকারি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। 'অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে রাঙ্গাউটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বাস্থ্য দপ্তরের এই সময়োপযোগী উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানান। তিনি স্কুল চত্বরকে সম্পূর্ণ মশামুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখার এবং স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান। উনকোটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

রাজ্যে পালিত জাতীয় ডেঙ্গু দিবস

আগরতলা, ১৬ মে : রাজ্যে জাতীয় ডেঙ্গু দিবস ২০২৬ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, জেলা হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলে সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। দিবসটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ডেঙ্গু প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে র্যালি, সচেতনতামূলক সভা, প্রচার অভিযান, লিফলেট বিতরণ এবং জনসচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে ডেঙ্গুর লক্ষণ, প্রতিরোধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা হয়। বিশেষভাবে জমে থাকা পরিষ্কার জল অপসারণ, মশার প্রজননস্থল ধ্বংস এবং বাড়ি ও আশপাশ পরিষ্কার রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, ডেঙ্গু মোকাবিলায় সর্বদা সতর্ক রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় নজরদারি, পরীক্ষা ও চিকিৎসা পরিষেবা জোরদার করা হয়েছে।

করবুক মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সাধারণ মানুষের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ

আগরতলা, ১৬ মে : জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে গোমতী জেলার করবুক মহকুমার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কিছু এলাকার ৩০০ মিটার পর্যন্ত এলাকায় সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরদিন সকাল ৬টা পর্যন্ত সময়ে সাধারণ মানুষের চলাচলের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস) ২০২৩ এর ১৬৩ নং ধারা অনুযায়ী করবুক মহকুমার অন্তর্গত বিওপি লবোকান্ত পাড়া থেকে বিওপি চাপলিন ছড়া (বিপি নং ২২৪০/৪৪-এস থেকে ২২৬২/৩০-এস) পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই আদেশে বলা হয়েছে সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরদিন সকাল সকাল ৬টা পর্যন্ত সময়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত অনুমতিপত্র ছাড়া ৪ বা ততোধিক ব্যক্তি এক জায়গায় সমবেত হতে পারবেন না। এই সময়ে করবুক মহকুমার মহকুমা শাসকের জারি করা বৈধ অনুমতিপত্র ছাড়া কেউ সংশ্লিষ্ট এলাকায় চলাচল করতে পারবেন না। কর্মরত অবস্থায় থাকা পুলিশ বাহিনীর সদস্য, সিআরপিএফ, বিএসএফ ছাড়া কেউ লাঠি, আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদি বহণ করতে পারবেন না। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী এবং কর্মরত অবস্থায় থাকা সরকারি কর্মচারিরা এই আদেশের আওতার বাইরে থাকবেন। আন্তর্জাতিক সীমান্তের ৩০০ মিটার এলাকায় থাকা মানুষও এই আদেশের আওতার বাইরে থাকবেন। এই আদেশ ১৪ মে, ২০২৬ থেকে কার্যকর হয়েছে এবং তা ১৩ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বিএনএসএস ২০২৩ এর ২২৩ নং ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেসের আইনজীবী সভা, গণতন্ত্র সুরক্ষা মঞ্চের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক

আগরতলা, ১৬ মে : ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের লিগাল, হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড আরটিআই ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে আজ ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের আম্রকুঞ্জ হলে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ত্রিপুরা বারের অন্তর্ভুক্ত সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত প্রবীণ ও নবীন বিপুল সংখ্যক আইনজীবী অংশগ্রহণ করেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল তরুণ ও মহিলা আইনজীবীদের সক্রিয় উপস্থিতি।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কংগ্রেস নেতা ও আইনজীবী প্রশান্ত সেন চৌধুরী। সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য ও বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরোজিৎ সিনহা এবং বরিষ্ঠ আইনজীবী পীযুষ কান্তি বিশ্বাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী, আইনজীবী পৃথা দেব, ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মৃণাল কান্তি বিশ্বাস, আইনজীবী শক্তিব্রত ভট্টাচার্য ও হরেকৃষ্ণ ভৌমিক প্রমুখ।

সভায় বক্তারা দেশের বর্তমান আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর হস্তক্ষেপ এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করেন। একইসঙ্গে রাজ্যের মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সমাজে আইনজীবীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নিয়েও বিস্তারিত মতবিনিময় হয়।

বক্তারা বলেন, রাজ্যের সাম্প্রতিক বার কাউন্সিল নির্বাচনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আসন্ন ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিজেপি বিরোধী ভোট যাতে বিভক্ত না হয় এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা যায়, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'গণতন্ত্র সুরক্ষা' মঞ্চের ব্যানারে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনী লড়াইয়ের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় উপস্থিত সকলেই সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানান।

সভা থেকে পাঁচ সদস্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটিও গঠন করা হয়। এই কমিটি 'গণতন্ত্র সুরক্ষা' মঞ্চের পক্ষে নির্বাচনী প্রস্তুতি ও বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে।

ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক মূল্যবোধ রক্ষার স্বার্থে দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে ত্রিপুরা বারের সদস্যরা আসন্ন নির্বাচনে 'গণতন্ত্র সুরক্ষা' মঞ্চের প্রার্থীদের সমর্থন করবেন।

ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে এক মহিলার সফল পিত্তথলি অস্ত্রোপচার

আগরতলা, ১৬ মে : উত্তর জেলার ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে গত ৬ মে সফলভাবে এক মহিলার পিত্তথলিতে অস্ত্রোপচার (কোলেসিস্টেক্টমি) সম্পন্ন হয়েছে। উপ্তাখালী ডুপিরবন্দ এলাকার বাসিন্দা (৩২) বৎসরের ওই মহিলা গত চার বছর যাবৎ তীব্র পেটব্যথা ও শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। পরিবারের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হওয়ায় তিনি চিকিৎসা করাতে পারেননি। তিনি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ সার্জন চিকিৎসক ডাঃ প্রসেনজিৎ দেববর্মা-এর কাছে চিকিৎসার জন্য যান। তিনি রোগিনীর আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য বলেন। এই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনি রোগীর পিত্তথলিতে পাথরের উপস্থিতি শনাক্ত করেন। সেই সময় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগীর পরিবারের পাশে দাঁড়ান এবং আশ্বস্ত করেন যে এই হাসপাতালেই অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হবে। পরবর্তীতে গত ৫ মে রোগিনীকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রোগিনীর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে গত ৬ মে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ওপেন সার্জারি মাধ্যমে সফলভাবে মহিলার পিত্তথলির অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন।

মরণফাঁদে পরিণত ৮ নং জাতীয়

● প্রথম পাতার পর

সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। গত সপ্তাহেই একটি লরি উল্টে যায়। বাইক দুর্ঘটনায় বহু মানুষ আহত হচ্ছেন।

অন্য এক গাড়িচালকের অভিযোগ, "রাস্তার কারণে গাড়ির যন্ত্রাংশ নষ্ট হচ্ছে, বাড়ছে তেলের খরচও। এই অবস্থায় চলাচল করা খুবই কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

উল্লেখ্য, ৮ নং জাতীয় সড়কই ত্রিপুরার সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, নির্মাণ সামগ্রী থেকে শুরু করে জ্বালানি তেলও এই পথেই রাজ্যে আসে। ফলে রাস্তার বেহাল অবস্থার প্রভাব পড়ছে পণ্য পরিবহন ও বাজারদরেও।

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে এনএইচ-২০৮ পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, বর্ষার কারণে আপাতত সংস্কারের কাজ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে বর্ষা শেষ হলেই দ্রুত কাজ শুরু করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। যদিও কবে নাগাদ কাজ শুরু হবে, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা জানানো হয়নি।

এখন প্রশ্ন উঠছে, আর কত দুর্ঘটনার পর প্রশাসনের টনক নড়বে? দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সরব হয়ে উঠছেন নবীনছড়া ও আশপাশ এলাকার বাসিন্দারা।

ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

মাথা ও মুখ মারাত্মকভাবে থেঁতলে যায়। ওসি জয়ন্ত দাস জানান, প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে যে সাব্রুম থেকে আগরতলাগামী ট্রেনের ধাক্কাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, যুবকটি সম্ভবত সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। রেললাইন ধরে হাঁটার সময় অসাবধানতাবশত দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি। উল্লেখ্য, এর আগেও একই এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছিল বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। খবর পেয়ে শান্তির বাজার দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করেন এবং ময়নাতদন্তের জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে পাঠান।

ওই ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে।

স্টেট ডাটা সেন্টারের সঠিক

● প্রথম পাতার পর

আওতায় আনতে উদ্যোগ নিয়েছে। এই কাজগুলি শেষ হলে আরও ১০ হাজার ৪০১ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে। ৯৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্যে আরও ৩৪টি মাইনর ইরিগেশন স্টোরেজ কাম হারভেস্টিং স্ট্রাকচার প্রকল্প রূপায়ণ করা হবে। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে ৬ হাজার ১৩৭ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে। রাজ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মোট ৪২টি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। যার দৈর্ঘ্য ১৫২ কিলোমিটার। এছাড়াও বিভিন্ন নদীর ভাঙ্গন রোধে ১৯৩টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কাজ রূপায়ণ করা হবে। আগরতলা সহ গোমতী জেলার বিভিন্ন স্থানে বন্যার জল নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে কাজ করে চলেছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ত দপ্তরের সচিব পি. কে. গোয়েল, পূর্ত দপ্তরের জলসম্পদ বিভাগের মুখ্যবাস্তুকার সুধন দেববর্মা, জলসম্পদ বিভাগের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার বি. মগ সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। ডাটা সেন্টার উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করেন।

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা আশঙ্কাজনক

● প্রথম পাতার পর

ধরে বিলোনিয়ার দিকে আসছিলেন। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে টি আর ০৩ জে ১৭৪২ নম্বরের একটি মালবাহী গাড়ি বিলোনিয়া থেকে বড়পাথুড়ীর দিকে যাচ্ছিল। বনকর মুহুরীনদী উত্তর পাড় এলাকায় পৌঁছাতেই বাইক ও গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় অনিক পাল বাইক থেকে ছিটকে বহু দূরে রাস্তার উপর পড়ে যান। দুর্ঘটনায় তার হেলমেটও ভেঙে যায়।

স্থানীয় লোকজন দ্রুত তাকে উদ্ধার করে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, অনিক পালের মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে। এছাড়াও শরীরের বিভিন্ন অংশে চোট রয়েছে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

এদিকে, এলাকাবাসী দুর্ঘটনাগ্রস্ত জিটু গাড়িটিকে আটক করতে সক্ষম হলেও চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ বাইক ও গাড়ি দুটিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, বিলোনিয়া মহকুমায় একের পর এক পথ দুর্ঘটনায় সাধারণ মানুষের প্রাণহানি ও আহতের ঘটনা বেড়েই চলেছে। অথচ পথ দুর্ঘটনা রোধে প্রশাসন ও ট্রাফিক দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ। জেলা সদর এলাকায় পুলিশ সুপার, জেলা শাসক, ট্রাফিক দপ্তর ও থানা থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিনের দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর উদ্যোগের অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

নেদারল্যান্ডসে দাঁড়িয়ে

● প্রথম পাতার পর

প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারত ও নেদারল্যান্ডস একসঙ্গে সেই লক্ষ্যে কাজ করছে।

ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সদ্য স্বাক্ষরিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর মতে, এই চুক্তি ভারত ও নেদারল্যান্ডসের অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত সহযোগিতাকে আরও গভীর করবে।

দুই দেশের সম্পর্ক বোঝাতে প্রতীকী উদাহরণ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেমন নেদারল্যান্ডস টিউলিপের জন্য পরিচিত, তেমনই ভারত পরিচিত পদ্মফুলের জন্য। টিউলিপ ও পদ্ম দুটোই আমাদের শেখায়, শিকড় মাটিতে হোক বা জলে, সঠিক পুষ্টি পেলে ফুল সুন্দর ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এটাই দুই দেশের অংশীদারিত্বের ভিত্তি।

ক্রীড়াক্ষেত্রের সম্পর্ক নিয়েও তিনি কথা বলেন। টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডস দলের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করে তিনি জানান, ডাচ ক্রিকেটে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একইসঙ্গে ভারতীয় মহিলা হকিতে ডাচ কোচ সজোর্ড মারিনের অবদানের কথাও স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

সুরিনামি-হিন্দুস্তানি সম্প্রদায়ের ভারতের সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন তিনি এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভারতীয় সংস্কৃতি ধরে রাখার জন্য তাঁদের প্রশংসা করেন।

নেদারল্যান্ডসে বসবাসকারী ভারতীয়দের ভারতের উন্নয়নযাত্রায় সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের উন্নয়নে যত বেশি সম্ভব অবদান রাখুন। এতে দেশের সম্ভাবনা বাড়বে এবং আপনাদের বিনিয়োগেও আরও বেশি লাভ মিলবে। এটাই মোদির গ্যারান্টি।

১৬ মে-র রাজনৈতিক গুরুত্বের কথাও স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিনটির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১২ বছর আগে, ১৬ মে ২০১৪-তে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল। বহু দশক পরে ভারতে একটি স্থিতিশীল ও পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সরকার গঠনের পথ তৈরি হয়েছিল। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত দেশের মানুষের বিশ্বাস আমাকে থামতে দেয়নি।

নিজের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনারাই আমার পরিবার হয়ে উঠেছেন। আমি 'অহম' থেকে 'বয়ম'-এর পথে চলেছি। ১৩ বছর মুখ্যমন্ত্রী এবং ১২ বছর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের মানুষের যে সমর্থন পেয়েছি, তা আমার কাছে বিরাট সম্পদ।

সফেদের সামনে বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

স্বাধীন নিয়োগ প্রক্রিয়া বোর্ডের ক্ষেত্রে এ ধরনের অনিয়ম অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তার বক্তব্য, যদি এই ধরনের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলতে থাকে, তাহলে রাজ্যের ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে। জানা গেছে, প্রায় এক হাজার পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরীক্ষার্থীদের দাবি, তাদের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে এবং পুরো বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে হবে। পাশাপাশি নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে পুনরায় স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা গ্রহণের দাবিও জানান তারা।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময় উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তবে এই অভিযোগ নিয়ে এখনও পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আরও ১২ শিশুর মৃত্যু মৃতের

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে ১,০১৬ জনকে ভর্তি করা হয়েছে। সংক্রমণের দ্রুত বিস্তারের মধ্যে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সরকারকে চলমান হাম টিকাকরণ কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে 'ফিভার কর্নার' তৈরিরও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে হাম ও নিউমোনিয়ার মতো রোগ দ্রুত শনাক্ত করা যায়।

এই আহ্বান জানানো হয় বাংলাদেশ ফুসফুস ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ বক্ষ ও হৃৎপিণ্ড সমিতি-এর যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, গত বছর পর্যাপ্ত টিকাকরণ না হওয়া এবং অপুষ্টির সমস্যাই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

এদিকে বুধবার 'সচেতন নাগরিক সমাজ'-এর ব্যানারে একদল বিক্ষোভকারী ঢাকার ধানমন্ডি এলাকায় মানববন্ধন করেন। তাঁদের দাবি, হামে মৃত্যুর ঘটনায় প্রাক্তন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুস এবং তাঁর স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক।

উল্লেখ্য, মার্চের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশে ৪০০-রও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে হামে। সাম্প্রতিক এক সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে এই পরিস্থিতিকে "এড়ানো যেত এমন বিপর্যয়" বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আগের সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

াঙ্গন

সিকিমকে ৩-১ গোলে হারিয়ে জাতীয় অনূর্ধ-২০ ফুটবলের মূল পর্বে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা: অনবদ্য পারফরম্যান্সের ধারা বজায় রেখে ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরে অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দ অনূর্ধ-২০ পুরুষ জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের মূল পর্বে নিজেদের জায়গা পাকা করে নিল ত্রিপুরা। শনিবার সকালে আর কে আশ্রম গ্রাউন্ড-১ এ আয়োজিত টুর্নামেন্টের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ভাইটাল ম্যাচে সিকিম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে ৩-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করল ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। হিমাচল প্রদেশ এবং শক্তিশালী দিল্লির পর গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে সিকিমকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবেই পরের রাউন্ডের টিকিট ছিনিয়ে নিল সুশান্ত দেববর্মনের ছাত্ররা। ম্যাচ ড্র করলেই যেখানে নক-আউটের রাস্তা পরিষ্কার ছিল, সেখানে ড্র নয়, বরং দাপুটে জয় দিয়েই মাঠ ছাড়ল বিটু জমাতিয়ার নেতৃত্বাধীন রাজ্য দল।

ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য করা যায়। খেলার ২১ মিনিটের মাথায় দুর্দান্ত এক গোল করে ত্রিপুরাকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন জ্যানসন দেববর্মা। তবে ত্রিপুরার এই লিড বেশি সময় স্থায়ী হতে দেয়নি সিকিম। ঠিক চার মিনিট পর, অর্থাৎ ২৫ মিনিটের মাথায় সিকিমের অধিনায়ক ছোদেন লেপচা গোল করে ম্যাচে ১-১ সমতা ফিরিয়ে আনেন। প্রথমার্ধের ৪৫ মিনিট পর্যন্ত লড়াই সমানে-সমানে চলায় ১-১ স্কোরেই বিরতিতে যায় দুই দল। বিরতির পর কৌশল বদলে আরও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে ত্রিপুরা।

খেলার দ্বিতীয়ার্ধে ত্রিপুরার লাগাতার আক্রমণের মুখে পেনাল্টি আদায় করে নেয় রাজ্য দল। ম্যাচের ৬৭ মিনিটে পেনাল্টি কিক থেকে নিখুঁত শটে গোল করে ত্রিপুরাকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন জিসয়া দেববর্মা। পিছিয়ে পড়ে সিকিম ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করলেও ত্রিপুরার জমাট ডিফেন্সের সামনে তাদের সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত হয়। এরপর ম্যাচের ৮২ মিনিটে খাসওরাং জমাতিয়া সিকিমের জালে বল জড়িয়ে ত্রিপুরার পক্ষে ৩-১ স্কোরলাইন নিশ্চিত করেন। এই টানা জয়ে গ্রুপ টেবিলের শীর্ষে থেকে মূল পর্বে পৌঁছানোয় ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি গোটা রাজ্য ক্রীড়ামহলে এখন খুশির আমেজ।

সাঁই-এসটিসি আগরতলায় স্পোর্টস ইনজুরি প্রতিরোধ ও মূল্যায়ন শিবির অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপিস্টস ত্রিপুরা শাখা এবং স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া স্পোর্টস ট্রেনিং সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে আজ আগরতলার বাধারঘাটস্থিত সাঁই-এসটিসি কমপ্লেক্সে একটি বিশেষ 'ক্রীড়া আঘাত প্রতিরোধ ও মূল্যায়ন শিবির' সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সকাল ৮টা থেকে শুরু হওয়া এই শিবিরে জিমন্যাস্টিকস, অ্যাথলেটিক্স, সুইমিং এবং ফুটবলএই চারটি প্রধান ক্রীড়া মাধ্যমের ১০০ জনেরও বেশি প্রতিভাবান খেলোয়াড় অংশ নেন। অ্যাথলেটদের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্রীড়া শাখার কোচ, ট্রেইনার এবং ক্রীড়া বিশ্লেষকদের উপস্থিতিতে পুরো আয়োজনটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও তথ্যবহুল হয়ে ওঠে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাঁই-স্টেট ট্রেনিং সেন্টারের (ত্রিপুরা) সেন্টার ইন-চার্জ অরিন্দম গগৈ, আইএপি ত্রিপুরা শাখার সভাপতি ড. বীরবর দেবনাথ, আইএপি উইমেন সেল ত্রিপুরার রাজ্য প্রধান ড. রিনি চক্রবর্তী, এবং কোষাধ্যক্ষ ড. অংশুমান দাশগুপ্ত সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। শিবিরের মূল বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক সেশনগুলি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট স্পোর্টস ফিজিওথেরাপিস্ট তথা আইএপি ত্রিপুরার যুগ্ম সম্পাদক ড. রাজন চৌধুরী এবং বিশিষ্ট মহিলা ফিজিওথেরাপিস্ট ড. পাপিয়া দেবনাথ। শিবিরে খেলোয়াড়দের আঘাতের স্ক্রীনিং, প্রাথমিক মূল্যায়ন, পুনর্বাসন সচেতনতা এবং পারফরম্যান্স বৃদ্ধির কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও বাস্তবসম্মত প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাঠের চোট-আঘাত এড়ানোর নানা উপায় শিখিয়ে দেওয়া হয়।অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা আধুনিক ক্রীড়া উন্নয়নে ফিজিওথেরাপি ও স্পোর্টস সায়েন্সের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তারা জোর দিয়ে বলেন যে, তৃণমূল স্তর থেকে শুরু করে এলিট পর্যায়ের অ্যাথলেটদের দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের জন্য নিয়মিত এমন চোট প্রতিরোধমূলক শিবিরের আয়োজন করা অত্যন্ত জরুরি। সাঁই-এসটিসি এবং আইএপি ত্রিপুরার এই যৌথ প্রয়াস খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সফলভাবে শেষ হয়, যা রাজ্যের ক্রীড়াঙ্গনকে চোটমুক্ত ও আরও গতিশীল করতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে দাপুটে জয় দিয়ে লীগ সূচনা ব্লাড মাউথ ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সিনিয়র মহিলা আমন্ত্রনমূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে সহজ জয় তুলে নিল ব্লাড মাউথ ক্লাব। আজ টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত গ্রুপ 'এ'-র প্রথম ম্যাচে কর্নেল কোচিং সেন্টারকে ৮ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে তারা। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাবের আঁটোসাঁটো বোলিংয়ের মুখে চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে কর্নেল কোচিং সেন্টার। মাত্র ৩৬ ওভারে ৪৩ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। দলের পক্ষে তানিয়া দেব সর্বোচ্চ মাত্র ৭ রান করতে সক্ষম হন। অতিরিক্ত ১৯ রান তাদের স্কোর ভদ্রস্থ করে। ব্লাড মাউথ ক্লাবের পক্ষে অনবদ্য বোলিং প্রদর্শন করে অন্বেষা দাস ৮ রানে ৩টি এবং সেবিকা দাস মাত্র ৬ রান খরচ করে ২টি উইকেট দখল করেন। এছাড়া প্রিয়া সূত্রধর নেন ১টি উইকেট।

৪৪ রানের সহজ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাব মাত্র ৯.৩ ওভারেই ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায়। দলের পক্ষে ওপেনার নিকিতা দেবনাথ ২৫ বলে ২টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রানের একটি দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন। তাঁকে যোগ্য সংগত দিয়ে দেবাদ্রিতা দেব ৩০ বলে ১৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। কর্নেল কোচিং সেন্টারের পক্ষে তানিয়া দেব ও ফুলেশ্বরী দেবনাথ ১টি করে উইকেট পেলেও তা ব্লাড মাউথ ক্লাবের জয়রথ থামানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। বল হাতে মাত্র ৮ রান দিয়ে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট শিকার করে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন ব্লাড মাউথ ক্লাবের অন্বেষা দাস। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচেই এই দাপুটে জয় ব্লাড মাউথ শিবিরকে আত্মবিশ্বাসের দিক থেকে অনেকটাই এগিয়ে দিল।

বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে জিবি প্লে সেন্টারকে হারিয়ে দারুন সূচনা তরুণ সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। মাঠের প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে ম্যাচ দেরিতে শুরু হওয়ায় ওভার কমিয়ে ৪১ ওভারের করা হয়েছিল। কিন্তু ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণে শেষ পর্যন্ত ক্রিকেটীয় নিয়মের মারপ্যাঁচই প্রধান হয়ে দাঁড়ালো। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলা আমন্ত্রনমূলক ৫০ ওভারের টুর্নামেন্টের গ্রুপ "বি"-র ম্যাচে জিবি প্লে সেন্টারকে ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়ে দিল তরুণ সঙ্ঘ। আজ তালতলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে জিবি প্লে সেন্টার ১৫ ওভারে ৪ উইকেটে মাত্র ২৪ রান সংগ্রহ করে। দলের হয়ে অনামিকা রায় ২৫ বলে ৫ রান করেন। তরুণ সঙ্ঘের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে রান তুলতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় জিবি-র ব্যাটারদের। তরুণ সঙ্ঘের পক্ষে সুস্মিতা তেলি ৪ ওভারে মাত্র ৪ রান দিয়ে ১টি উইকেট নেন। এছাড়া রুম্পা সিং ও বিজয়া ঘোষও ১টি করে উইকেট পান।এরপরও বৃষ্টির কারণে ম্যাচ আরও কাটছাঁট করে ১৫ ওভারে নামিয়ে আনা হয় এবং ভিজেডি বা অন্য কোনো বিশেষ নিয়মে তরুণ সঙ্ঘের সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১৫ ওভারে ২৫ রান। এই মামুলি রান তাড়া করতে নেমে তরুণ সঙ্ঘের দুই ওপেনার বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করেননি। মাত্র ২.১ ওভারেই কোনো উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ২৫ রান তুলে নেয় তারা। দলের পক্ষে ইন্দ্ররাণী জমাতিয়া ৮ বলে ১টি চারের সাহায্যে ৯ রান এবং অস্মিতা দেবনাথ ৮ বলে ৭ রান করে অপরাজিত থাকেন। বল হাতে দুর্দান্ত পারফর্ম করে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন তরুণ সঙ্ঘের সুস্মিতা তেলি।

তিন পেস বোলিং কোচ নিয়োগ করতে চলেছে বিসিসিআই, কেন এমন পরিকল্পনা বোর্ডের ?

ভারতীয় ক্রিকেটে গতির ঝড় তুলতে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে তিনজন নতুন ফাস্ট বোলিং কোচ নিয়োগের পরিকল্পনা করছে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু কেন এমন পরিকল্পনা বোর্ডের? ভারতীয় পেস আক্রমণে ধারাবাহিকতা ও চোট সমস্যার কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতীয় দলে সাম্প্রতিক সময়ে উমরান মালিক, টি নটরাজন এবং ময়ঙ্ক যাদবের মতো প্রতিভাবান পেসার উঠে এলেও তাঁদের কেরিয়ারে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে চোট। ফলে ব্যাকআপ পেসার তৈরির ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েছে টিম ইন্ডিয়া। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই তিনটি শূন্য পদের জন্য প্রাক্তন ভারতীয় পেসার লক্ষ্মীপতি বালাজি ও ভিআরভি সিং এগিয়ে রয়েছেন। এছাড়াও দৌড়ে রয়েছেন পি কৃষ্ণ কুমার, বিনয় কুমার এবং টিনু ইয়োহানানও। উল্লেখ্য, গত বছর ট্রয় কুলির বিদায়ের পর থেকেই বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রে কোনও স্থায়ী ফাস্ট বোলিং কোচ নেই।

জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ভিভিএস লক্ষ্মণের তত্ত্বাবধানে। বিসিসিআইয়ের অধীনে বিভিন্ন জায়গায় ক্রিকেট ক্যাম্প হয়। সেখানে পুরুষদের অনূর্ধ-১৬ এলিট ক্যাম্পের বোলিং কোচ হয়েছেন শিবশঙ্কর পাল। ১১ মে থেকে ৬ জুন পর্যন্ত রাজস্থানের জয়পুরে এই ক্যাম্প চলবে। ১০ মে-র মধ্যে জয়পুরে যোগ দেবেন বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার। এবার বিসিসিআইয়ের উৎকর্ষ কেন্দ্রে তিনজন পেস বোলিং কোচ নিয়োগের খবর সামনে এল।এদিকে, তরুণ পেসারদের উত্থানের মাঝেই চলতি আইপিএলে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে আবারও আলোচনায় উঠে এসেছেন ভুবনেশ্বর কুমার। ৩৬ বছর বয়সি এই অভিজ্ঞ পেসার ১২ ম্যাচে ২২ উইকেট নিয়ে বেগুনি টুপির দৌড়ে শীর্ষে রয়েছেন। তাঁর ইকোনমি রেটও নজরকাড়া। মাত্র ৭.৫৫। কোন মন্ত্রে এই বয়সেও এমন দুরন্ত পারফরম্যান্স? জবাব দিয়েছেন ভুবনেশ্বর স্বয়ং।

তিনি বলেন, "মরশুম শুরুর আগে কীভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন, সেটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। তারপর টুর্নামেন্ট চলাকালীন আপনি কতটা অনুশীলন করবেন বা করবেন না, সেটা নিজের উপর নির্ভর করে।" অনেকেই বলছেন, ভুবির অভিজ্ঞতা বড় সম্পদ হতে পারে ভারতীয় দলের জন্য। এখন প্রশ্ন হল, ২০০৩-০৪ সালের ঐতিহাসিক পাকিস্তান সফরের নায়ক লক্ষ্মীপতি বালাজিকে কি বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রে কোচ হিসাবে দেখা যাবে? সময়ই এর উত্তর দেবে।

ঘোর দুঃসময় পন্থের, দল জিতলেও মোটা অঙ্কের জরিমানা করল বিসিসিআই

সময় যেন কিছুতেই বদলাচ্ছে না লখনউ সুপার জায়ান্টসের অধিনায়ক ঋষভ পন্থের জন্য। দীর্ঘদিন বাদে তাঁর ফ্র্যাঞ্চাইজি জয়ে ফিরল। কিন্তু সেই জয়ের সেলিব্রেশনের মধ্যেই দুঃসংবাদ পেলেন ভারতের উইকেটরক্ষক ব্যাটার। স্লো ওভাররেটের জন্য মোটা অঙ্কের জরিমানা দিতে হবে তাঁকে।আসলে সার্বিকভাবেই পন্থ ঘোর দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। গত মরশুমে ২৭ কোটি টাকা দিয়ে তাঁকে দলে নিয়েছিল লখনউ। কিন্তু সেভাবে 'রিটার্ন' দিতে পারেননি তিনি। গত মরশুমে একটি সেঞ্চুরি হাঁকালেও সার্বিকভাবে বিশ্রী ফর্মে ছিলেন। এই মরশুমে ফর্ম আরও খারাপ। দলকেও যে নেতৃত্ব দিতে পারছেন সেভাবে, তেমন নয়। এখনও তাঁর দল পয়েন্ট টেবিলের লাস্ট বয়।অনেক আগেই প্লেঅফের লড়াই থেকে ছিটকে গিয়েছে। এসবের মধ্যে খানিক চমকপ্রদভাবেই শুক্রবার রাতে চেন্নাইকে হারিয়েছে লখনউ। কিন্তু সেই জয়ের পরও দুঃসংবাদ। পন্থকে জরিমানা করল বিসিসিআই।আসলে বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও দল সঠিক সময়ে নিজেদের ওভার শেষ করতে না পারলে সেই দলের অধিনায়ককে জরিমানা করা হয়। শুক্রবার চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে সেই দোষেই দুষ্ট লখনউ। এই মরশুমে এই প্রথমবার সময়মতো ওভার শেষ করতে না পারার 'অপরাধ' করল পন্থের দল। তাই তাঁকে ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পরে আবার এই একই ভুল করলে জরিমানার অঙ্ক বাড়বে বলে বোর্ডের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য, শুক্রবার একপ্রকার অপ্রত্যাশিতভাবেই চেন্নাইকে হারিয়েছে লখনউ। প্রথমে ব্যাট করে ১৮৭-৫ স্কোর করেছিল চেন্নাই। এলএসজি পেসার আকাশ সিংয়ের (৩-২৬) দাপটে শুরুতে বেশ বিপাকে পড়ে তারা। সঞ্জু স্যামসন (২০), রুতুরাজ গায়কোয়াড় (১৭) ও উর্ভিল প্যাটেলকে (৬) ফেরান তিনি। ৫২-৩ স্কোর থেকে পাল্টা লড়াই করলেন কার্তিক শর্মা। ৪২ বলে ৭১ রানের ইনিংস খেললেন এই তরুণ। শেষদিকে ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (২৫) ও শিবম দুবে (৩২ ন.আ.) রান পেয়েছেন। জবাবে শুরু থেকেই ঝড় তোলে মিচেল মার্শ (৯০) ও জশ ইঙ্গলিসের (৩৬) ওপেনিং জুটি। পাওয়ার প্লে-তে ৮৫ তোলেন তাঁরা। প্রথম উইকেটেই উঠে যায় ১৩৫, সাড়ে এগারো ওভারে। শেষে নিকোলাস পুরানের (৩২ ন.আ.) দাপটে ২০ বল হাতে রেখেই ১৮৮-৩ করে এলএসজি।

আগরতলায় এশিয়ান র‍্যাঙ্কিং টেনিসের মূল পর্বে ত্রিপুরার আংশলাসহ আট খেলোয়াড়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মালঞ্চ নিবাসের স্টেট টেনিস কমপ্লেক্স এবং দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে শুরু হয়েছে মর্যাদাপূর্ণ 'টিটিএ এশিয়ান র‍্যাঙ্কিং ১৬ অনূর্ধ টেনিস টুর্নামেন্ট ২০২৬'। শনিবার অনূর্ধ-১৬ ছেলেদের সিঙ্গেলস কোয়ালিফাইং রাউন্ডের ম্যাচগুলো শেষ হয়েছে। দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে মূল পর্বে (মেইন ড্র) নিজেদের জায়গা পাকা করে নিয়েছেন মোট আটজন টেনিস তারকা। এই তালিকায় রয়েছেন পারঞ্জয় কুটওয়াল, আদিত্য কামাত, রুদ্র পাটবর্ধন, ধনভিন ভেঙ্কটেশকুমার, আমান মিমানি, শ্রীনিকেশ পিন্দ্রিপ্রোলু, হেমাঙ্গ বার্না এবং ত্রিপুরার ঘরের ছেলে আংশলা দেববর্মা। এবারের টুর্নামেন্টে ছেলেদের বিভাগে পশ্চিমবঙ্গের সংকল্প কুমার সাহানি এবং মেয়েদের বিভাগে তেলেঙ্গানার নিশা এনজা শীর্ষ বাছাই হিসেবে কোর্টে নামবেন।চলতি এই টুর্নামেন্টের জমকালো আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হতে চলেছে আগামীকাল, রবিবার বিকেল ঠিক ৪টায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সম্মতি জানিয়েছেন ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আমেজ কাটিয়ে আগামী সোমবার, ১৮ মে থেকে শুরু হবে টুর্নামেন্টের মূল পর্বের মূল লড়াই। ঘরের মাঠে ত্রিপুরার আংশলা দেববর্মার যোগ্যতা অর্জন স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে বাড়তি উন্মাদনা তৈরি করেছে।

কৃতী খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা জানালেন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ও ক্রীড়া অধিকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা: থাইল্যান্ডের সি রাচায় অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল মাস্টার্স স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬'-এ অভাবনীয় সাফল্য পেয়ে রাজ্যে ফিরলেন ত্রিপুরার তিন কৃতি সন্তান। আন্তর্জাতিক স্তরের এই প্রতিযোগিতায় পদক জয় করে ত্রিপুরা রাজ্য তথা সমগ্র দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন আশিস কর, প্রিয় লাল সাহা এবং নারায়ণ ঘোষ। থাইল্যান্ডের মাটিতে সগর্বে ভারতের তেরঙা পতাকা উত্তোলন করে গৌরব বয়ে আনা এই তিন পদকজয়ীকে শুক্রবার আগরতলায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে অভিনন্দন জানানো হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক বিশাল কুমার এবং ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা তাঁদের কার্যালয়ে এই তিন কৃতি ক্রীড়াবিদকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। উল্লেখ্য, থাইল্যান্ডে রওনা হওয়ার আগে এই তিন প্রতিযোগীকে বিজয়ের আশীর্বাদ ও শুভকামনা জানিয়েছিলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারী ঈশ্বরীয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয়, ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের ইনচার্জ বি কে জুনালি বেহেনজি, যা তাঁদের এই সাফল্যের পথে বাড়তি অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

তিউনিসিয়ার বিশ্বকাপ দলে কানাডার হয়ে খেলা এলুমি

বিশ্বকাপের জন্য ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে তিউনিসিয়া। কোচ সাব্রি লামুশির এই স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন নরউইচ সিটির মিডফিল্ডার আনিস বিন সিলমানে এবং ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপসের তরুণ ফরোয়ার্ড রায়ান এলুমি। অভিজ্ঞ ও তরুণদের সমন্বয়ে গড়া এই দলটি নিয়ে এবার বড় স্বপ্ন দেখছে 'কার্থেজ ইগল'রা।

আজ বিকেলে তিউনিসিয়া ফুটবল ফেডারেশন আনুষ্ঠানিকভাবে এই তালিকা প্রকাশ করে। আগামী মাসে মেক্সিকো, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে বসছে বিশ্ব ফুটবলের এই মহাযজ্ঞ। টুর্নামেন্টের গ্রুপ 'এফ'-এ তিউনিসিয়ার সঙ্গী জাপান, নেদারল্যান্ডস ও সুইডেন।

তিউনিসিয়া তাদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ১৫ জুন। মেক্সিকোর মনটেরি স্টেডিয়ামে তাদের প্রথম প্রতিপক্ষ সুইডেন। একই ভেন্যুতে ২১ জুন নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে জাপানের মুখোমুখি হবে লামুশির শিষ্যরা।

এবারের দলে বড় চমক রায়ান এলুমি। ২৫ বছর বয়সী এই ফুটবলারের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের গল্পটা বেশ নাটকীয়। গত জানুয়ারিতে কানাডার হয়ে গুয়াতেমালার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছিল তাঁর। তবে ম্যাচটি 'বি' লেভেলের হওয়ায় 'অফিশিয়াল সিনিয়র ম্যাচ' ছিল না। এলুমি পরে নিজের স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে তিউনিসিয়াকেই বেছে নেন। গত মার্চ উইন্ডোতে তিউনিসিয়ার হয়ে অভিষেকেই কোচ সাব্রি লামুশির নজর কাড়েন এলুমি। ক্লাব ফুটবলে ভ্যাঙ্কুভারের হয়ে ২৪ ম্যাচে দুটি গোল ও দুটি অ্যাসিস্ট আছে তাঁর ঝুলিতে।

কোচ লামুশি মূলত ইউরোপীয় লিগগুলোতে খেলা প্রতিভাবান তরুণদের সঙ্গে অভিজ্ঞ ফুটবলারদের মিশেলে এই দল সাজিয়েছেন। মাঝমাঠের দায়িত্ব থাকছে সিলমানে, হানিবাল মেজবরি ও এলিয়েস সখিরিদের কাঁধে। রক্ষণে ভরসা জোগাবেন ডিলান ব্রন ও ওমর রিকিকরা।

তিউনিসিয়ার বিশ্বকাপ স্কোয়াড:

গোলকিপার: আয়মেন দাহমেন, সাবরি বিন হাসিন ও মুহিব আল-শামিখ।

ডিফেন্ডার: মোন্তাসার তালবি, ডিলান ব্রন, ওমর রিকিক, ইয়ান ভ্যালেরি, আলি আবদি, মোয়াতাজ নাফাতি, রায়েদ শেখাউই ও আদম আরুস।

মিডফিল্ডার: এলিয়েস সখিরি, হানিবাল মেজবরি, আমিন বিন হামিদা, আনিস বিন সিলমানে, মোহামেদ হাজ মাহমুদ, রানি খেদিরা ও মোর্তাদা বিন উনাস।

ফরোয়ার্ড: এলিয়েস আচৌরি, ইসমাইল গারবি, এলিয়েস সাদ, সেবাস্তিয়ান তুনেক্তি, ফিরাস চাউয়াত, খলিল আইয়ারি, হাজেম মেস্তৌরি ও রায়ান এলুমি।

বিশ্বকাপে ব্রাজিলই কি চোটের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দল

বিশ্বকাপ ফুটবল ব্রাজিলের জন্য অন্য রকম এক আবেগের নাম। টুর্নামেন্ট শুরু হলে পুরো ব্রাজিল যেন একসঙ্গে থেমে যায়। দেশটির মানুষের কাছে বিশ্বকাপের চেয়ে বড় কিছু খুব কমই আছে। তবে যাঁরা সেই বিশ্বকাপে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁদের জন্য এটি স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতোই ব্যাপার।

অবশ্য সবার সেই স্বপ্ন পূরণ হয় না। যাঁরা সুযোগ পান, তাঁদের অনেকেই আবার টুর্নামেন্টের ঠিক আগমুহূর্তে বড় চোটের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন। যেমনটা ২০২৬ বিশ্বকাপেও ঘটতে যাচ্ছে। বিশ্বকাপ ঘিরে শক্তিশালী দলগুলোর মধ্যে ব্রাজিলকেই চোটের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বলা হচ্ছে।

এরই মধ্যে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় চোট বা ফিটনেস সমস্যায় দল থেকে ছিটকে গেছেন। কেউ কেউ আছেন অনিশ্চয়তায়। বলা যায়, বিশ্বকাপ পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ এখন চোট। ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দল থেকে এরই মধ্যে যাঁরা ছিটকে পড়েছেন, সেখানে অন্তত তিনটি বড় নাম আছে। রদ্রিগো ও এদের মিলিতাও রিয়াল মাদ্রিদের নিয়মিত মুখ। কোচ কার্লো আনচেলত্তির গুডবুকেও ছিল তাঁদের নাম। নিজ নিজ পজিশনে সময়ের অন্যতম সেরা তারকাও তাঁরা। এ তালিকার অন্য নামটি এস্তেভাওয়ের। চেলসির এই উইঙ্গারকে বিশ্বকাপের সবচেয়ে আলোচিত তরুণ মুখ হিসেবে ভাবা হচ্ছিল। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তাঁকে বিশ্বকাপের জন্য গড়েও তুলেছিলেন আনচেলত্তি।

আনচেলত্তির অধীনে ব্রাজিলের হয়ে ৭ ম্যাচে ৫ গোল করার পাশাপাশি ৫টি গোলও করিয়েছেন এস্তেভাও। ইতালিয়ান এই কোচের অধীনে ব্রাজিলের কোনো ফুটবলারের এটাই সর্বোচ্চ গোল ও অ্যাসিস্ট। পাশাপাশি তাঁর খেলায় চিরায়ত ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের সৌন্দর্যও আছে। কিন্তু হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে এস্তেভাও শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপে ব্রাজিলের প্রাথমিক দলেই জায়গা পাননি। এস্তেভাওকে হারানোয় নিশ্চিতভাবে বিপাকে পড়বেন আনচেলত্তি। ফিটনেস সমস্যায় অনিশ্চয়তায় আছেন ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় তারকা নেইমারও। শেষ পর্যন্ত নেইমার বিশ্বকাপ দলে জায়গা যদি পানও, তাঁর চোটপ্রবণতা দুশ্চিন্তায় রাখবে আনচেলত্তিকে। ২০১৪ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে চোটে পড়ে ছিটকে গিয়েছিলেন এই সান্তোস তারকা।

বড় দলগুলো বিবেচনায় নিলে ব্রাজিলের মতো এমন ধাক্কা আর কোনো দল খায়নি। তবে ব্রাজিলের পর স্পেনের নাম হয়তো বলা যায়। বিশ্বকাপের আগে চোটে পড়েছেন দলের দুই উইঙ্গার নিকো উইলিয়ামস ও লামিনে ইয়ামাল। তবে দুজনই হয়তো শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপে দলে ফিরবেন। এ ছাড়া এফসি পোর্তোর ২২ বছর বয়সী তরুণ ফরোয়ার্ড সামু ওমোরোদিয়নকে মিস করবেন কোচ দে লা ফুয়েন্তে।

ফ্রান্স, জার্মানিসহ আরও কয়েকটি শীর্ষ দল বিশ্বকাপের আগে চোট সমস্যায় পড়েছে, তবে ব্রাজিলের তুলনায় এগুলোর ক্ষতি কম বলেই ধরা হচ্ছে। যেমন ফ্রান্স হুগো একিতিকেকে হারিয়েছে, আর জার্মানির জন্য বড় ধাক্কা হলো সার্জ নাবরির অনুপস্থিতি। এগুলো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি, কিন্তু স্কোয়াডে গভীরতা থাকায় তারা তুলনামূলকভাবে সামলে নিতে পারবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।আর্জেন্টিনার ক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কো পানিচেল্লি ও হুয়ান ফয়েথ বাদ পড়েছেন। বিশেষ করে ফয়থের জন্য এটা বড় ধাক্কা। কারণ, তিনি আগেও চোটের কারণে ২০২২ বিশ্বকাপে খেলতে পারেননি। তবে এই দুজনের অনুপস্থিতি দল হিসেবে আর্জেন্টিনার জন্য বড় সমস্যা তৈরি করবে না।সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অন্য দলে কয়েকজন খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ হলেও ব্রাজিলের মতো একাধিক মূল খেলোয়াড় একসঙ্গে হারানোর মতো বড় ধাক্কা নয়, তাই ব্রাজিলকেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দল হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বর্ষার আগে নিকাশি ব্যবস্থার সংস্কারে জোর, ২৩ নম্বর ওয়ার্ড পরিদর্শনে মেয়র

আগরতলা, ১৬ মে : বর্ষার আগে শহরের নিকাশি ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ ও জল জমার সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিল আগরতলা পুর নিগম। আজ আগরতলা পুর নিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে বিশেষ পরিদর্শনে যান মেয়র দীপক মজুমদার।

পরিদর্শনকালে তিনি এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন নাগরিক পরিকাঠামোর অবস্থা খতিয়ে দেখেন। দীর্ঘদিনের পুরনো ও জরাজীর্ণ ড্রেন সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন তিনি। মেয়র জানান, বর্ষার আগে শহরের ড্রেনেজ নেটওয়ার্ককে আরও উন্নত ও আধুনিক করে তোলাই আগরতলা পুর নিগমের প্রধান লক্ষ্য। জল জমার সমস্যা ও অন্যান্য নাগরিক দুর্ভোগের স্থায়ী সমাধানে পুর নিগম কাজ করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এই পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, পূর্বাঞ্চলের চেয়ারম্যান সহ পুর নিগমের একাধিক আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ার। মেয়র আরও বলেন, শহরের নাগরিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের কাছে উন্নত পরিষেবা পৌঁছে দিতে আগরতলা পুর নিগম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে উন্নয়নমূলক কাজের উপর জোর দিচ্ছে আগরতলা পুর নিগম। আজ পুর নিগমের ২৩ নম্বর ও ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা ও চলমান উন্নয়নমূলক কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য এবং আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। এদিন তারা সংশ্লিষ্ট এলাকার রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য নাগরিক পরিষেবার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে বিভিন্ন সমস্যার কথাও শোনেন।

পরিদর্শন শেষে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য জানান, নাগরিকদের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধান করে উন্নত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই পুর নিগমের মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, "২৫ নম্বর ওয়ার্ডে স্বামী দয়ানন্দ স্কুলের বিপরীত পাশে দীর্ঘদিন ধরে একটি পরিত্যক্ত জমি ছিল। সেখানে ডাম্পিং স্টেশন থাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা নানা সমস্যার সম্মুখীন হতেন। এলাকাবাসীর দাবির ভিত্তিতে সেই ডাম্পিং স্টেশন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।" তিনি আরও জানান, বর্তমানে ওই জায়গায় একটি পার্ক নির্মাণের কাজ চলছে। শনিবার সেই কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করা হয়। পাশাপাশি ওয়ার্ডের অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজও খতিয়ে দেখা হয়েছে বলে জানান তিনি।

সাংসদের দাবি, বিজেপি নেতৃত্বাধীন আগরতলা পুর নিগম শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসী নয়, বাস্তব উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমেই মানুষের আস্থা অর্জন করতে চাইছে। নাগরিক পরিষেবা আরও উন্নত করতে আগামী দিনেও বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এদিনের পরিদর্শনে পুর নিগমের অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

গোমতী জেলা জুড়ে "জাতীয় ডেঙ্গু দিবস" পালন

আগরতলা, ১৬ মে : আজ গোমতী জেলার সর্বত্র ১১তম "জাতীয় ডেঙ্গু দিবস" উদযাপিত হয়েছে। এরই সাথে ১৬ই মে থেকে ৩০শে মে, ২০২৬ পর্যন্ত জেলাব্যাপী পনেরো দিনব্যাপী বিশেষ ডেঙ্গু প্রতিরোধ অভিযানের সূচনা করা হলো। এবারের মূল বার্তা- "ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে গণভিত্তি: পরীক্ষা করুন, পরিষ্কার রাখুন এবং ঢেকে রাখুন"-কে সামনে রেখে গোমতী জেলার প্রতিটি মহকুমা, ব্লক এবং পঞ্চায়েত স্তরে স্বাস্থ্যকর্মী ও স্থানীয় সাধারণ মানুষ যৌথভাবে এই কর্মসূচিতে শামিল হন।

জেলার বিভিন্ন প্রান্তের আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির ও উপ-কেন্দ্রগুলিতে আজ দিনটি উপলক্ষে একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়। পশ্চিম খুপিলঙ্গে বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ডেঙ্গুর কারণ ও লক্ষণ সম্পর্কে অবগত করা হয় এবং জমে থাকা জল নিষ্কাশন করা হয়। অমরপুরের রাজকাং এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে একটি বিশেষ সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়, যেখানে উৎসাহী গ্রামবাসীরা উপস্থিত ছিলেন। সর্বং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্তরে মা ও শিশুদের সুরক্ষায় ডেঙ্গু প্রতিরোধের উপায়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। করৈয়ামুড়া, দেববাড়ি এবং মৈলাক এএএম: এই কেন্দ্রগুলিতে ব্যানার ও লিফলেটের মাধ্যমে প্রচার চালানো হয়। করবুক হাসপাতালেও মা ও শিশুদের সুরক্ষায় এবং নিয়মিত মশারি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একটি বিশেষ সচেতনতা সভার আয়োজন করা হয়।

গোমতী জেলার পতঙ্গবাহী আধিকারিক ডাঃ শৌমিক চক্রবর্তী জানান, আশা এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের ফিল্ড কর্মীরা প্রত্যন্ত এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে মশার প্রজননস্থল চিহ্নিত ও ধ্বংস করার কাজে হাত লাগান। গৃহস্থালির ফেলে রাখা পাত্র, টায়ার এবং রাবার বাগানের গাছের বাটিতে জমে থাকা জল ফেলে দেওয়ার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এডিস মশার বংশবৃদ্ধি রুখতে সপ্তাহে অন্তত একদিন "ড্রাই ডে" পালন করার জন্য গ্রামবাসীদের অনুরোধ জানানো হয়েছে। গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

খোয়াই মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মানুষের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ

আগরতলা, ১৬মে : জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে খোয়াই জেলার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৫০০ মিটার এলাকায় রাত ৮টা থেকে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত সময়ে সাধারণ মানুষের চলাচলের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। বিএনএসএস ২০২৩ এর ১৬৩নং ধারা অনুযায়ী খোয়াই জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই বিধিনিষেধ ১৯ মে, ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে এবং তা ১৭ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে এই আদেশ আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত সামরিক, আধা সামরিক ও রাজ্য পুলিশ বাহিনীর সদস্য,

স্বচ্ছ প্রশাসন গড়তে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৬ মে : রাজ্যে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তুলতে সরকার নিরন্তর কাজ করে চলেছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রশাসনিক স্তরে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে ধারাবাহিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের প্রতিটি দপ্তরে স্বচ্ছভাবে কাজ করার চেষ্টা চলছে। কোথাও যাতে কোনো ধরনের দুর্বলতা না থাকে, সেই দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

তিনি দাবি করেন, গত কয়েক বছরে প্রশাসনিক পরিবেশে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে। ডঃ মানিক সাহা বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়নের উপর সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসঙ্গে তিনি জানান, রাজ্যে চিকিৎসা পরিকাঠামোর উন্নয়নের ফলে রোগীদের বহিরাজ্যে রেফার করার প্রবণতা অনেকটাই কমেছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আগে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজ্যের মানুষকে বাইরে যেতে হতো। এখন রাজ্যেই বহু উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্র নিয়েও সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, একসময় উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত শিক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের অন্য রাজ্যে যেতে হতো। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। তিনি জানান, রাজ্যে একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার ফলে প্রফেশনাল কোর্সে পড়াশোনার সুযোগ বেড়েছে। এর সুফল রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যেই পেতে শুরু করেছেন বলেও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।

নিট-ইউজি ২০২৬ প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে এআইডিএসও'র ছাত্র বিক্ষোভ

আগরতলা, ১৬ মে : নিট-ইউজি ২০২৬ প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার প্রতিবাদে দেশজুড়ে প্রতিবাদে সামিল হল এআইডিএসও। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের ডাকে ১৩ থেকে ১৯ মে পর্যন্ত পালিত হচ্ছে দেশব্যাপী প্রতিবাদ সপ্তাহ। তারই অংশ হিসেবে শনিবার এআইডিএসও ত্রিপুরা রাজ্য কাউন্সিলের উদ্যোগে আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে ছাত্র বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়।

এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সংগঠনের সদস্যরা নিট পরীক্ষায় দুর্নীতির ঘটনার নিরপেক্ষ ও সঠিক তদন্তের দাবি জানান। পাশাপাশি প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও তোলা হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) পরিচালিত এই জাতীয় স্তরের পরীক্ষায় দুর্নীতির ফলে দেশের প্রায় ২২ লক্ষ মেধাবী ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ আজ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। বক্তারা বলেন, সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় এ ধরনের কেলেঙ্কারি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গত তিন বছরে দু'বার নিট পরীক্ষায় দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। অথচ এই ধরনের অপরাধের সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোনও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিক্ষোভ সভা থেকে আরও বলা হয়, কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার ক্রমাগত শিক্ষার দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বাণিজ্যিকীকরণকে উৎসাহ দিচ্ছে। যার ফলে প্রশ্নপত্র ফাঁস, ফলাফল কেলেঙ্কারি সহ বিভিন্ন দুর্নীতির ঘটনা স্বাভাবিক হয়ে উঠছে।

সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে ছাত্র, যুবক, শিক্ষক ও সর্বস্তরের মানুষকে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানায় এআইডিএসও।

প্রখ্যাত কীর্তনীয়া শিল্পী সুধীর রঞ্জন সরকারের প্রয়াণে শোকের ছায়া বামুটিয়ায়

আগরতলা, ১৬ মে : বামুটিয়া বিধানসভার অন্তর্গত রাঙ্গুটিয়া গ্রামের প্রখ্যাত ও প্রাচীন কীর্তনীয়া শিল্পী সুধীর রঞ্জন সরকার আজ ভোরবেলায় নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে সহ বহু আত্মীয়-স্বজন, গুণমুগ্ধ শ্রোতা ও অসংখ্য ভক্ত রেখে গেছেন।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই গোটা বামুটিয়া অঞ্চল সহ দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মহলে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সুধীর রঞ্জন সরকারের জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার পাহাড়পুর গ্রামে। ছোটবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। পরবর্তীকালে কীর্তন, রামায়ণ পালা, পালা কীর্তন এবং হারমোনিয়াম বাজনায় তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

তাঁর কণ্ঠে ভক্তিমূলক সংগীত শুনে মুগ্ধ হতেন সব শ্রেণির মানুষ। শুধু ত্রিপুরাতেই নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকাতেও তাঁর গান ও পরিবেশনার যথেষ্ট সুনাম ছিল।

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে তিনি বাংলা লোকসংস্কৃতি ও ভক্তিমূলক সংগীতকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর কীর্তনের আসর মানেই ছিল ভক্তিময় পরিবেশ। সংগীতের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, সাধনা এবং বিনয়ী ব্যক্তিত্ব তাঁকে সকলের কাছে প্রিয় করে তুলেছিল।

তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী তাঁর বাড়িতে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, "সুধীর রঞ্জন সরকারের মতো শিল্পীরা সমাজের সম্পদ। তাঁর মৃত্যু বাংলা লোকসংগীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি।"

সমাজসেবী বাদল চন্দ্র গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, "তিনি শুধু একজন শিল্পী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সংস্কৃতিসেবী মানুষ। তাঁর মতো শিল্পীর অভাব সহজে পূরণ হওয়ার নয়।"

এদিন এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, সাংস্কৃতিক কর্মী, সমাজসেবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাঁর বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান। পাশাপাশি বাংলাদেশের শিল্পীমহলও তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন কীর্তন ও লোকসংগীত শিল্পীরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে শোকবার্তা পাঠিয়েছেন।

সুধীর রঞ্জন সরকারের প্রয়াণে বামুটিয়ার সাংস্কৃতিক জগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো, তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। তাঁর কণ্ঠের সুর থেমে গেলেও সংগীতপ্রেমী মানুষের হৃদয়ে তিনি চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন।

বৃষ্টির মধ্যেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, খোয়াইয়ে ভস্মীভূত বসতঘর

আগরতলা, ১৬ মে: সাত সকালে বৃষ্টির মধ্যেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পুড়ে ছাই বসত ঘর। ওই ঘটনায় খোয়াই মহকুমার চাম্পাহাওর চৌমুহনি বাজার সংলগ্ন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গিয়েছে, আজ সকালে খোয়াই মহকুমার চাম্পাহাওর চৌমুড়নি বাজার সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা উত্তম দেববর্মার বসতঘরে আচমকাই আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা বাড়িতে। প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। ঘটনায় প্রায় ছয় লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাড়ির লোকজনদের চিৎকার শুনে চাম্পাহাওর বাজারের ব্যবসায়ী ও আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে আসেন। দমকল কর্মীদের খবর দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয়রাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। তবে বৃষ্টির মধ্যেও আগুনের লেলিহান শিখা এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে অল্প সময়ের মধ্যেই পুরো ঘরটি আগুনে গ্রাস করে নেয়।

এদিকে, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনী। দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছানোর আগেই ঘরের ভেতরে থাকা আসবাবপত্র, জরুরি নথিপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পরে দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলেও বাড়িটিকে আর রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

ওই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

ভোট প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে আগরতলা পাবলিক স্কুলে মক নির্বাচন

আগরতলা, ১৬ মে : ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ভোট প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে অভিনব উদ্যোগ নিল আগরতলা পাবলিক স্কুল। আজ স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় বিশেষ নির্বাচন প্রক্রিয়া বা মক ভোটগ্রহণ কর্মসূচি।

স্কুল সূত্রে জানা গেছে, তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা এই ভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনকে ঘিরে স্কুলজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ভোটার তালিকা, ব্যালট প্রদান এবং ভোট গণনার মতো বিভিন্ন ধাপের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বাস্তব নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।

ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল

ধর্মনগর, ১৬ মে : ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের পরিষেবা ঘিরে ক্ষোভে ফুঁসছে সাধারণ মানুষ। সাফাই কর্মীদের চার মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ এবং হাসপাতালে দ্রুত আইসিইউ পরিষেবা চালুর দাবিতে শনিবার উত্তাল হয়ে ওঠে ধর্মনগর শহর।

এদিন ধর্মনগর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বিশাল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। জেলা কংগ্রেস ভবন থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে। পরে মিছিলটি উত্তর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

সেখানে কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকরা বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি ধর্নায় বসেন। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের সাফাই কর্মীরা বেতন না পেয়ে চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। অথচ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।

পাশাপাশি জেলা হাসপাতালে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও এখনও আইসিইউ পরিষেবা চালু না হওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন আন্দোলনকারীরা। তাদের দাবি, জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার অভাবে রোগীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

কংগ্রেস নেতৃত্ব হুঁশিয়ারি দিয়ে জানায়, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে দল।

ফলহারিণী কালীপূজায় মাতাবাড়িতে ভিড়

আগরতলা, ১৬ মে : ফলহারিণী কালীপূজা উপলক্ষে শনিবার দক্ষিণ ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী মাতাবাড়ি তথা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে ভক্তদের ঢল নামে। সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের থেকেও বহু পুণ্যার্থী মন্দিরে এসে উপস্থিত হন মাতার দর্শন ও পূজার্চনার জন্য। বিশেষ এই তিথি উপলক্ষে মন্দিরে দিনভর নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, বিশেষ পূজা, আরতি ও প্রসাদ বিতরণকে কেন্দ্র করে গোটা মন্দির চত্বরে এক ভক্তিমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও বিশেষ আরতিতে অংশ নেন অসংখ্য ভক্ত।

দেড় মাস পর চুরাইবাড়িতে চালু ওয়েট ব্রিজ, চাপে ওভারলোড পাথর ব্যবসায়ীরা

ধর্মনগর, ১৬ মে : দীর্ঘ প্রায় দেড় মাস বন্ধ থাকার পর অবশেষে চুরাইবাড়ি মর্ডানাইজড চেকপোস্টে চালু হলো ওয়েট ব্রিজ। শুক্রবার থেকে ওয়েট ব্রিজ পুনরায় চালু হতেই ওভারলোড পাথর ব্যবসায়ীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

জানা গেছে, গত এপ্রিল মাস থেকে চুরাইবাড়ি সহ রাজ্যের প্রবেশদ্বারের একাধিক ওয়েট ব্রিজ বিকল হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘদিন তা মেরামত না হওয়ায় বহিঃরাজ্য থেকে ওভারলোড পাথর ও অন্যান্য পণ্যবাহী গাড়ি অবাধে রাজ্যে প্রবেশ করেছে। এর ফলে কয়েক কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতির মুখে পড়েছে রাজ্য সরকার বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চুরাইবাড়ি মর্ডানাইজড চেকপোস্ট থেকে প্রতি মাসে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকার রাজস্ব আদায় হতো। যার বড় অংশই আসত অতিরিক্ত পাথর বোঝাই গাড়িগুলির থেকে।

শুক্রবার ওয়েট ব্রিজ চালু হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ওভারলোড ডাম্পার গাড়ির চালক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে তৎপরতা দেখা যায়। অভিযোগ, অনেক গাড়িচালক রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় পাথর ফেলে গাড়িকে আন্ডারলোড করে রাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা করেন। পরে সেই পাথর অন্য গাড়িতে করে সরিয়ে নেওয়া হয়।

স্থানীয়দের দাবি, গভীর রাত পর্যন্ত এভাবেই চলে ওভারলোড পাথর সরানো এবং প্রশাসনের নজর এড়িয়ে রাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা।

এখন প্রশ্ন উঠছে, ওয়েট ব্রিজ চালুর পর প্রশাসন কতটা কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করে এবং ওভারলোড বাণিজ্যের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়, সেদিকেই নজর রয়েছে সাধারণ মানুষের।

বিশ্বব্যাংকের টিআরইএসপি প্রকল্পে বদলাচ্ছে গ্রামীণ জীবিকা, মাছ চাষে সাফল্যের নজির উত্তর ত্রিপুরায়

আগরতলা, ১৬ মে : বিশ্বব্যাংক অর্থায়িত টিআরইএসপি প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তর ত্রিপুরার লালজুরি আর.ডি. ব্লকে গ্রামীণ জীবিকা উন্নয়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় গঠিত বিভিন্ন প্রডিউসার গ্রুপ বর্তমানে সফলভাবে মাছ চাষ করে আর্থিক স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছে। লালজুরি ব্লকের "মা গঙ্গা ফিশারি প্রডিউসার গ্রুপ" ১৬ কানি জলাশয়ে পলিকালচার পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে মোট ১,০৮০ কেজি মাছ উৎপাদন করেছে। এই উৎপাদন থেকে মোট আয় হয়েছে ৩ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। সমস্ত ব্যয় ও ঋণ-সংক্রান্ত খরচ মিটিয়ে গ্রুপটির নিট লাভ দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৯৪৪ টাকা।

অন্যদিকে, "প্রভাত প্রডিউসার গ্রুপ" ১২.৫ কানি এলাকায় মাছ চাষ করে ৯০০ কেজি মাছ উৎপাদন করেছে। এই গ্রুপের মোট আয় হয়েছে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং ব্যয় ও ঋণ পরিশোধের পর নিট লাভ হয়েছে ১ লক্ষ ৭ হাজার ৬৫০ টাকা।

শনিবার উত্তর ত্রিপুরার এডিএম, লালজুরি ব্লকের বিডিও, মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকরা এবং টিআরইএসপি-এর জেলা ও ব্লক স্তরের প্রতিনিধিরা প্রকল্প এলাকায় মাঠ পরিদর্শন করেন। তারা মাছ চাষিদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করে প্রকল্পের অগ্রগতি, সাফল্য এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা নেন।

এই সাফল্যের পেছনে ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট-এর ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, টিআরইএসপি-এর ডিস্ট্রিক্ট ফিশারি ম্যানেজার শ্রীমতি সংহিতা পালের সক্রিয় সমন্বয় এবং ব্লক প্রজেক্ট ম্যানেজারের নিয়মিত সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে জানা গেছে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বিডিওদের দৃঢ় নেতৃত্ব, কার্যকর তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের ফলে সময়মতো ঋণের সঠিক ব্যবহার, ব্যয়ের দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এই উদ্যোগ উত্তর ত্রিপুরায় টেকসই মাছ চাষ ও গ্রামীণ জীবিকা উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন সম্ভাবনার দিশা দেখাচ্ছে।

শিক্ষার মান ও নৈতিক মূল্যবোধে বিশেষ গুরুত্ব, জানাল স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবা মিশন কলেজ কর্তৃপক্ষ

আগরতলা, ১৬ মে : স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবা মিশন কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা, পরিকাঠামো ও সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে শনিবার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরল কলেজ কর্তৃপক্ষ। এক সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে কলেজের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

কলেজ কর্তৃপক্ষ জানায়, স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবা মিশন কলেজ ২০২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাযাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি সফলভাবে চার বছর অতিক্রম করেছে।

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা হলেন যিনি এশিয়া মহাদেশের একজন বিশিষ্ট দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে পরিচিত। ভারতীয় দর্শন, যুবসমাজের বিকাশ এবং নৈতিক শিক্ষার ভিত্তিতে উদার ও মানবিক শিক্ষা প্রদান করাই কলেজটির প্রধান উদ্দেশ্য বলে জানানো হয়।

কলেজের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষার মান, শৃঙ্খলা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং ছাত্রকেন্দ্রিক শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হল ছাত্র-ছাত্রীদের বৌদ্ধিক সক্ষমতা ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো এবং তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করা। পাশাপাশি সততা, নিষ্ঠা ও মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

কলেজের মিশন সম্পর্কে জানানো হয়, আধুনিক ও সর্বাধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতির মাধ্যমে সর্বোচ্চ শিক্ষাগত উৎকর্ষ অর্জনের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সমতা, বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা।

এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক সুস্থতা, মানসিক স্থিতি, সততা এবং সেবামূলক মনোভাব গড়ে তুলতেও কলেজ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

বৌভাতের জন্য প্যান্ডেলেই নববধূর শ্রাদ্ধ

বৌভাতের প্যান্ডেলেই নববধূর শ্রাদ্ধ, শোকে স্তব্ধ দুই পরিবার

বিশালগড়, ১৬ মে : যে বাড়িতে নবদম্পতির বৌভাতের আনন্দ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল, সেই বাড়ির একই উঠোনে এখন চলছে নববধূর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। হৃদয়বিদারক এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে চড়িলাম রামনগর পাগলী বাড়ি এবং বিশালগড় চেলিখলা এলাকাজুড়ে। জানা গেছে, গত ৩ মে বিয়ের মণ্ডপে মালাবদলের কিছুক্ষণ পরই আচমকা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন নববধূ আয়েশা দেববর্মা। দ্রুত তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় বলে জানা যায়।

এই মর্মান্তিক ঘটনার পর থেকে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে দুই পরিবার। যে প্যান্ডেলে বৌভাতের অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল, সেখানেই এখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আয়েশা দেববর্মার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। নববর নিজের হাতে সম্পন্ন করেছেন নববধূ-র শ্রাদ্ধের সমস্ত আচার।

বাড়িতে চলছে কীর্তন। প্যান্ডেলের এক পাশে টাঙানো রয়েছে আয়েশার ছবি। আনন্দের পরিবেশ মুহূর্তে পরিণত হয়েছে গভীর শোকের আবহে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা আগে কখনও দেখেননি তারা। বিয়ের আনন্দ মুহূর্তেই শোকে বদলে যাওয়ায় গোটা এলাকা এখনও স্তব্ধ। ঘটনাটি শুধু রাজ্য নয়, দেশজুড়েও গভীর আবেগের সৃষ্টি করেছে। সামাজিক মাধ্যমেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোক প্রকাশ করছেন বহু মানুষ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas